সনাতনধর্ম্ম-শিক্ষা

প্রথম পাঠ



শ্রীগিরীশচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

কলিকাতা,
১৭, মদন মিত্রের লেন 'বেঙ্গল প্রেস' হইতে
শ্রীরমণীমোহন দে কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

মূল্য ১৲ এক টাকা

সূচিপত্র

তৃতীয় খণ্ড।



ভূমিকা

"আহার নিদ্রা ভয় মৈথুনঞ্চ
সামান্য মেতৎ পশুভির্নরাণাম্।
ধর্ম্মোহি তেষামধিকো বিশেষো
ধর্ম্মেণ হীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ ॥
"এক এব সুহৃদ্ধর্ম্মো নিধনেপ্যনুযাতি যঃ।"
শরীরেণ সমং নাশং সর্ব্বমন্যত্তু গচ্ছতি ॥"

"আহার, নিদ্রা, ভয় ও কাম প্রভৃতি প্রবৃত্তি মনুষ্য ও পশু এই উভয় জাতীয় জীবেরই সাধারণ ধর্ম্ম; কেবল ধর্ম্মই মনুষ্যের বিশেষত্ব। ধর্ম্মহীন মানব পশুর সমান"।

"ধর্ম্মই একমাত্র সুহৃৎ কারণ ইহা মৃত্যুর পরেও অনুগমন করে। আর সবই দেহ নাশের সঙ্গে সঙ্গে বিনাশ প্রাপ্ত হয়।"

কিন্তু আপাতঃ দৃষ্টিতে জগতের সকলের ধর্ম্ম সমান নহে। অগ্নির ধর্ম্ম উষ্ণতা; বরফের ধর্ম্ম শৈত্য। এক কথায় বলিতে গেলে পশুর ধর্ম্ম প্রবৃত্তি, মনুষ্যের ধর্ম্ম নিবৃত্তি। সকল মনুষ্যের মনোবৃত্তি এক প্রকার নহে; সকল মনুষ্যের প্রকৃতি এক ভাবের নহে। কেহ ভাব ও ভক্তি প্রবণ, কেহ বা জ্ঞান প্রবণ, কেহ বা আবার কর্ম্ম প্রবণ। কেহ বিজ্ঞান চর্চ্চা ভাল বাসেন, কেহ দর্শন চর্চ্চা ভাল

বাসেন, কেহ বা অঙ্কশাস্ত্র, কেহ সঙ্গীত, কেহ কাব্য শাস্ত্র, কেহ ধর্ম্ম শাস্ত্র চর্চ্চা ভাল বাসেন।

আবার সমগ্র মানব জাতির প্রত্যেকেই সমবিদ্যাবুদ্ধিসম্পন্ন নহেন; সুতরাং সকলকেই সমান অধিকারী বলা যায় না। যাহার অক্ষর পরিচয় হয় নাই, সে কি উচ্চ জ্যোতিষের, কি বিজ্ঞানের, কি দর্শনের দুরূহ বিষয় হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে? যাহার চক্ষু নাই সে কি শিল্পবিদ্যায় পারদর্শী হইতে পারে? যাহার শ্রবণ শক্তি নাই সে কি সঙ্গীত চর্চ্চায় অধিকারী হইতে পারে? না, তাহা কখনও যুক্তিযুক্ত নয়।

প্রকৃত অধ্যাত্ম তত্ত্ব এক বটে, কিন্তু যতদিন না মনুষ্য পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়, যত দিন না তাহার সকল বিষয়ে সমান প্রবণতা ও পরাকাষ্ঠা লাভ হয়, ততদিন তাহাকে নিজ সামর্থ্য অনুসারে এক একটী ভাব সাধন করিয়া ক্রমোন্নতির সোপান দ্বারা সেই এক এবং অদ্বৈত তত্ত্বে উপনীত হইতে চেষ্টা করিতে হইবে। সুতরাং অন্যান্য বিদ্যার্জ্জনেও যেরূপ অধিকারী ভেদে ভিন্ন ভিন্ন পাঠ ও ভিন্ন ভিন্ন সাধন দ্বারা উন্নতি করিতে হয়, ধর্ম্মমার্গেও সেইরূপ অধিকারীভেদে সাধন ভেদের আবশ্যকতা আছে।

নতুবা নিতান্ত স্থূলবুদ্ধি লোক কি করিয়া নিরাকার, নির্গুণ ব্রহ্মের ধারনা করিতে পারিবে? স্বভাবতঃই সে মনুষ্যের উৎকৃষ্ট গুণগুলির পরাকাষ্ঠা ব্রহ্মে কল্পনা করিয়া তাঁহাকে সগুন ঈশ্বরভাবে আরাধনা করিতে প্রবৃত্ত হয়। এইরূপ সগুণ সাধন করিতে করিতে সে জ্ঞানোন্নতির দ্বারা নির্গুণ সাধনায় উপনীত

হইবে। নির্গুণের সাধনা, গুণবাচক উপাসনা, অর্চ্চনা বা আরাধনা দ্বারা হয় না। কি বাহ্যিক চিত্র, কি মানসিক চিত্রের (physical or mental image) দ্বারা নির্গুণ নিরাকারের সাধনা হইতে পারে না। তাই শাস্ত্রে সগুণ ঈশ্বরের আরাধনাকে উপাসনা বা অর্চ্চনা প্রভৃতি নাম দিয়াছেন। নির্গুণ নিরাকার ব্রহ্মের সাধনার নাম যোগ। নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা বা আরাধনা হয় না; ব্রহ্ম সাধন বা যোগ হয়। বাস্তবিক নির্গুণ সাধনের কোন নামই হইতে পারে না, কেন না নাম মাত্রেই গুণ-বাচক। তবে মনুষ্য ভাষায় যতদূর ব্যক্ত করা সম্ভব তাহার যোগ অর্থাৎ পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার যোগ এই নাম কল্পনা করা হইয়াছে।

শাস্ত্রেও এ আপত্তির উল্লেখ আছে যথা—

"বিষ্ণুরাত উবাচ—

ব্রহ্মন্ ব্রহ্মণ্যনির্দ্দেশ নির্গুণে গুণবৃত্তয়ঃ।
কথং চরন্তি শ্রুতয়ঃ সাক্ষাৎ সদসতঃপরে ॥

বিষ্ণুরাত (বিষ্ণুনা রতেঃ দত্ত পরিক্ষিৎ) উবাচ—হে ব্রহ্মন্ নির্গুণে (গুণরহিতে) অনির্দ্দেশে (অনির্ব্বচনীয়ে) ব্রহ্মণি গুণ-বৃত্তয়ঃ (গুণেষু বৃত্তিঃ যাসাং তাঃ) শ্রুতয়ঃ কথং সাক্ষাৎ (মুখ্যয়া বৃত্ত্যা) চরন্তি ? (লক্ষণয়া ইতি চেৎ, ন, যতঃ) সদসতঃপরে (সত্ত্বাদিকার্য্যভূতাভ্যাং সদসদ্ভ্যাং কার্য্যকারণাভ্যাং সঙ্গশূন্যে বস্তুনি লক্ষণাপি ন সম্ভবতি) ॥ ১ ॥

বিষ্ণুরাত রাজা পরীক্ষিৎ বলিলেন (১) ব্রহ্মন্ আপনি ইতিপূর্ব্বে

সনাতন হিন্দুধর্ম্ম পূর্ণাবয়ব। বুভুৎসু ব্যক্তি সম্যক অনুধ্যান দ্বারা ইহা উপলব্ধি করিতে পারেন। এই সনাতন ধর্ম্মের প্রকৃত ও পূর্ণতত্ত্ব অবগত হইতে হইলে বহুশাস্ত্র পাঠ করা আবশ্যক। যথা—

বেদ—ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ব নামক অতি বিস্তৃত ও অতি গূঢ়ার্থ মূল ধর্ম্মশাস্ত্র এবং তাহার বহুতর শাখা প্রশাখা।

উপনিষৎ—কঠ, মণ্ডুক, ছান্দোগ্য প্রভৃতি বেদোল্লিখিত ঈশ্বর তত্ত্বের সারাংশস্বরূপ অতি গূঢ়ার্থ প্রায় ৭০।৭৫ খানি তত্ত্ব-নির্ণায়ক শাস্ত্র।

ব্রহ্মকে বেদ প্রতিপাদ্য বলিয়াছেন, কিন্তু ব্রহ্ম কি প্রকারে বেদ প্রতিপাদ্য হয়েন, তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি না। ব্রহ্মনির্গুণ—জাত্যাদি বিশেষণ রহিত। জাতি গুণ ও ক্রিয়া বিশিষ্ট সগুণ বস্তুকেই বাক্য দ্বারা নির্দ্দেশ করা যায়। ব্রহ্ম জাতিরহিত গুণ-রহিত ও ক্রিয়া রহিত নির্গুণ বস্তু। তাদৃশ বস্তু কথনই শব্দ দ্বারা নির্দ্দেশ হইতে পারেন না। গুণসমূহেই শব্দের প্রবৃত্তি দৃষ্ট হইয়া থাকে। শব্দরাশিরূপ বেদ কথনই তাদৃশ বস্তুকে নির্দ্দেশ করিতে পারেন না। গুণবৃত্তি (২) বেদ সকল কি প্রকারে গুণরহিত অনির্ব্বচনীয় ব্রহ্মকে মুখ্যবৃত্তি (৩) দ্বারা প্রতিপাদন করিবে? আবার যাঁহাকে মুখ্য বৃত্তি দ্বারা প্রতিপাদন করা যায় না, তাহাকে লক্ষণা বৃত্তি (৪) দ্বারাও প্রতিপাদন করা যাইতে পারে না। কারণ শব্দ যাহাকে প্রতিপাদন করিতে পারে না, তাহা বলা বাহুল্য। বিশেষতঃ ব্রহ্ম সত্বাদি গুণত্রয়ের কার্য্যভূত সৎ ও অসৎ সকল বস্তুরই অতীত অসঙ্গ বস্তু; অতএব তাদৃশ ব্রহ্ম বস্তুকে লক্ষণাবৃত্তি দ্বারাই বা কি প্রকারে প্রতিপাদন করা যাইবে?"

বেদাঙ্গ—শিক্ষা, কল্প, নিরুক্ত ও ছন্দঃ এই চারি গ্রন্থ এবং মাহেশ, পাণিনি প্রভৃতি ১০।১২ খানি ব্যাকরণ গ্রন্থ, আর অসীম প্রায় জ্যোতিষ গ্রন্থ এই ষট্ প্রকার শাস্ত্র।

গণিত ও ফলিত ভেদে জ্যোতিষশাস্ত্র দুই প্রকার। যথা ত্রিকোণমিতি, জ্যামিতি, বীজগণিত, পাটীগণিত, সূর্য্যসিদ্ধান্ত, এবং গোলাধ্যায় প্রভৃতি গ্রন্থ সকল গণিত জ্যোতিষের অন্তর্গত।

গ্রহণের ফলাফল, অদৃষ্টের ফলাফল, ভূত ও ভবিষ্যৎ ঘটনার নির্ণয় সংক্রান্ত গ্রন্থ সকল ফলিত জ্যোতিষের অন্তর্গত।

স্মৃতি—মনু, অত্রি, বিষ্ণু, হারীত, যাজ্ঞবল্ক, প্রভৃতি প্রায় ৫০ জন বেদশাস্ত্রজ্ঞ ঋষির প্রণীত প্রায় ৫০ খানি মূল ধর্ম্মসংহিতা গ্রন্থ।

পুরাণ। ভাগবত, বামণ, গারুড়, ব্রহ্মাণ্ড প্রভৃতি অষ্টাদশ গ্রন্থ।

উপপুরাণ—পুরাণের অধিকাংশলক্ষণাক্রান্ত অষ্টাদশ গ্রন্থ।

তন্ত্র—মুণ্ডমালা, রুদ্রজামল, ও কুলার্ণব প্রভৃতি বহুবিধ তন্ত্র সকল।

দর্শন শাস্ত্র—চার্ব্বাক, বৌদ্ধ, ন্যায়, সাংখ্য পাতঞ্জল ও বেদান্ত প্রভৃতি ষোড়শ গ্রন্থ।

ইতিহাস—রামায়ণ, মহাভারত, ইত্যাদি গ্রন্থ।

শব্দশাস্ত্র—যাদব, মেদিনী, প্রভৃতি প্রায় ৫০ খানি কোষ শাস্ত্র, বা অভিধান গ্রন্থ।

এতদ্ব্যতিরিক্ত যাবতীয় বিদ্যা চতুঃষষ্ঠি কলাতে বিভক্ত, যথা,—

সঙ্গীতবিদ্যা, শারীরবিধানবিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা, শিল্পবিদ্যা, নীতিশাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র ইত্যাদি।

উল্লিখিত শাস্ত্র সকলের টীকা, বহুতর টীপ্পনী, বহুতর সংগ্রহ গ্রন্থ এবং প্রত্যেক সংগ্রহ গ্রন্থের বহুতর টীকা, টিপ্পনী গ্রন্থ আছে।

এই শাস্ত্রসমুদ্র মধ্যে একমাত্র বেদই অখণ্ডনীয়। বেদই সকল শাস্ত্রের ভিত্তি ও প্রাণ। শ্রুতি স্মৃতির বিরোধ হইলে, শ্রুতিকেই গরীয়সী জ্ঞান করিতে হইবে যথাঃ—

"শ্রুতি স্মৃতি বিরোধেতু শ্রুতিরেব গরীয়সী"

পুনরায়—

আর্ষং ধর্ম্মোপদেশঞ্চ বেদশাস্ত্রাবিরোধিনা।

যস্তর্কেনানুসন্ধত্তে স ধর্ম্মং বেদ নেতরঃ॥ মনু।

"যে ব্যক্তি বেদশাস্ত্রের অবিরোধী তর্ক দ্বারা ধর্ম্মোপদেশ অর্থাৎ স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্রের অর্থানুসন্ধান করেন, তিনিই প্রকৃত ধর্ম্মের মর্ম্ম অবগত হন। অপরে নহে।"

আবার তাহার মধ্যেও কিরূপ জ্ঞান বিচারের কথা আছে, দেখুন। বশিষ্ঠ বলিয়াছেন—

"যুক্তিযুক্তমুপাদেয়ং বচনং বালকাদপি।

অন্যং তৃণমিবত্যজ্যমপ্যুক্তং পদ্মজন্মনা॥"

যুক্তিযুক্ত উপদেশ বাক্য বালক হইতে ও গ্রহণ করিবে। এবং অযুক্তিযুক্ত কথা ব্রহ্মামুখনিঃসৃত হইলেও তৃণের ন্যায় তাহা পরিত্যাগ করিবে

ঋষি বৃহস্পতি বলিয়াছেন—

"কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্ত্তব্যো বিনীর্ণয়ঃ।

যুক্তিহীন বিচারেণ ধর্ম্মহানিঃ প্রজায়তে॥"

"কেবল শাস্ত্র আশ্রয় করিয়া কোন তত্ব নির্ণয় করা উচিত নয়, যেহেতু যুক্তিহীন শাস্ত্র বিচারের দ্বারা ধর্ম্ম হানি হয়।"

মুণ্ডক ঋষি বলিয়াছেন ;—

"তত্রাপরা ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্ববেদঃ শিক্ষাকল্পো ব্যাকরণঃ নিরুক্তং ছন্দোজ্যোতিষমিতি, অথপরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে।"

ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, অথর্ব্ববেদ, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ, জ্যোতিষ এ সকল অশ্রেষ্ঠ বিদ্যা আর যে বিদ্যা দ্বারা অব্যয় পরব্রহ্মকে জানা যায় তাহাই শ্রেষ্ঠ বিদ্যা।

এই জ্ঞান যুক্তির প্রাধান্য ও চিন্তার স্বাধীনতা হিন্দুধর্ম্মের একমাত্র বিশেষত্ব নহে। আরও দুই চারিটি বিশেষত্বের কথা নিম্নে উল্লেখ করা যাইতেছে।

ক। পূর্ব্বে প্রত্যেক মনুষ্যের মনোবৃত্তিগত স্বাভাবিক বৈলক্ষণ্যের কথা উক্ত হইয়াছে। ইহা কিছু কাল্পনিক বিভাগ নহে। কতকগুলি মনুষ্য সত্ত্বগুণপ্রধান, কতকগুলি রজোগুণপ্রধান, এবং কতকগুলি তমোগুণপ্রধান। শাস্ত্র ও এই প্রাকৃতিক বিভাগ অবলম্বন করিয়া বিভিন্ন প্রকৃতির মনুষ্যের কর্ত্তব্য পালন ও সাধনের জন্য বিভিন্ন প্রণালীর নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

খ। হিন্দুধর্ম্ম মানবজাতির মধ্যে অসামান্য বুদ্ধিমান, সামান্য বুদ্ধিমান, এবং নিতান্ত মূঢ় এই ত্রিবিধ ব্যক্তির ধর্ম্মানুষ্ঠানেরই যথাযোগ্য ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থা করিয়াছেন।

গ। স্ত্রীজাতির ও পুরুষজাতির মানসিক প্রকৃতি, শারীরিক

শক্তি এবং কার্য্যসাধনের উপযোগিতা সম্বন্ধে যে স্বাভাবিক বৈলক্ষণ্য আছে হিন্দুশাস্ত্র তাহার বিচার করিয়া উভয়ের ধর্ম্মানুষ্ঠানের যথোপযোগী ব্যবস্থা করিয়াছেন। যেরূপ কঠোরতা এবং বৈরাগ্য পুরুষের সাধ্য, তাহা কোমলস্বভাবা স্ত্রীলোকের পক্ষে যে দুরুহ, ইহা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিবেন না। কিন্তু ন্যায়বান শাস্ত্রকার যুগলাত্মার উভয়েরই তুল্য ফল দান করিয়াছেন, অর্থাৎ পত্নীকে সহধর্ম্মিণী করিয়া স্বামীর পুণ্যের অর্দ্ধভাগিনী করিয়াছেন।

ঘ। বয়ঃক্রম অনুসারে মানুষের মানসিক ও শারীরিক শক্তির তারতম্য আছে, সুতরাং বালক, যুবা, প্রৌঢ় ও বৃদ্ধের পক্ষে যথোপযোগী ধর্ম্মানুষ্ঠানের ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ আছে।

ঙ। সুস্থ ও পীড়িত, বলবান ও দুর্ব্বল, ইত্যাদি বিভিন্ন অবস্থা ও ক্ষমতাবিশিষ্ট মনুষ্য সকলের একবিধ, একই প্রকার অনুষ্ঠান কখনও সম্ভবপর নহে। অথবা সহজ অবস্থায় এবং আপৎকালে একই প্রকার অনুষ্ঠান সম্ভবে না। একারণ দূরদর্শী ঋষিগণ অবস্থা বিশেষে "আপদ্ধর্ম্ম" প্রভৃতি দেশকালোপযোগী বিধান করিয়া গিয়াছেন।

চ। যোগলব্ধ দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন ঋষিরা পরোলোকের অবস্থা ও তত্ত্ব, স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়া তদনুযায়ী পাপ পুণ্যের তারতম্য অনুসারে দণ্ড ও পুরস্কারের ন্যূনাধিক্য বর্ণন করিয়া দয়াময় জগদীশ্বরের ন্যায়পরতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া গিয়াছেন। "পুণ্যবান ব্যক্তি অনন্তকাল স্বর্গভোগ করিবে এবং পাপী অনন্তকাল নরকে পতিত থাকিবে।" অর্থাৎ পাপীর আর অনন্তকালেও পরিত্রাণের আশা নাই, ইহা করুণা-

ময় ভগবানের দয়া ও ন্যায়পরতার সম্পূর্ণ বিরোধী। সনাতন ধর্ম্ম সাক্ষ্য দিতেছেন যে, পাপীর পাপ ক্ষয় হইলে সে পুনরায় উন্নতির পথে আরোহণ করিতে পারিবে এবং অবশেষে তাহারাও পুণ্যবানের ন্যায় মোক্ষ প্রাপ্ত হইবে।

ছ। সনাতন ধর্ম্মের বিবিধ বিশেষত্বের মধ্যে সর্ব্ব প্রধান বিশেষত্ব এই যে সাকার ও নিরাকার ভেদে উপাসনার ক্রম বিধান. এবং ঐ নিরাকারের ধ্যান সম্বন্ধে জ্ঞানপ্রধান ব্যক্তির পক্ষে জ্ঞান-যোগ, ভক্তিপ্রধান ব্যক্তির পক্ষে ভক্তিযোগ এবং কর্ম্মপ্রধান ব্যক্তির পক্ষে কর্ম্মযোগের যে ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহাতে সর্ব্ব-প্রকার অধিকারী স্ব স্ব স্বভাবানুকূল মার্গাবলম্বনে সকলেই সেই পরমমুক্তি বা নির্ব্বাণ পদে আরোহণ করিতে পারিবেন।

কিন্তু এই সাকার উপাসনার কথা উল্লেখ করিলেই আমাদের বর্ত্তমান ইংরাজি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিব্যাধিগ্রস্ত যুবকেরা "পৌত্তলিকতা" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিবেন! বস্তুতঃ প্রচলিত অপভ্রংশ হিন্দুধর্ম্মও পৌত্তলিকতাপ্রধান ধর্ম্ম নহে। রাজা রামমোহন রায় এই বিষয়ে শাস্ত্রবচন উদ্ধার করিয়া উহা সপ্রমাণ করিয়া গিয়াছেন।

"চিন্ময়স্যাদ্বিতীয়স্য নিষ্কলস্যাশরীরিণঃ।
উপাসকানাং কার্য্যার্থং ব্রহ্মণোহরূপকল্পনা॥
রূপস্থানাং দেবতানাং পুংস্ত্র্যংশাদিকল্পনা॥"

স্মার্ত্তধৃত যমদগ্নিবচন।

"জ্ঞানস্বরূপ অদ্বিতীয় উপাধিশূন্য শরীররহিত যে পরমেশ্বর তাঁহার

রূপের কল্পনা সাধকের উপাসকের সাধনার সাহায্যার্থেই করা হইয়াছে। এবং রূপ কল্পনা করিলে, সহজেই অবয়বের পুংস্ত্রীভেদ কল্পনা করিতে হয়।”

“রূপনামাদি নির্দ্দেশ বিশেষণ বিবর্জ্জিত।
অপক্ষয় বিনাশাভ্যাং পরিণামার্ত্তি জন্মভিঃ।
বর্জ্জিত শক্যতে বক্তুং যঃ সদাস্তীতি কেবলম্॥”

বিষ্ণুপুরাণ।

“পরমাত্মা রূপ নাম ইত্যাদি বিশেষণ রহিত নাশরহিত অবস্থান্তর শূন্য, দুঃখ ও জন্মবিহীন হয়েন; কেবল আছেন এই মাত্র বলিয়া তাঁহাকে কহা যায়।”

অপ্সু দেবা মনুষ্যাণাং দিবিদেবা মনীষিণাং।
কাষ্ঠলোষ্ট্রেষু মূর্খানাং যুক্তিস্থাত্মনি দেবতা॥

স্মার্ত্তধৃত শাতাতপবচন।

“জলেতে ঈশ্বরবোধ ইতর মনুষ্যদিগের হয়, গ্রহাদিতে ঈশ্বরবোধ দেবজ্ঞানীরা করেন, কাষ্ঠ মৃত্তিকা ইত্যাদিতে ঈশ্বর বোধ মূর্খেরা করে; পরমাত্মাতে ঈশ্বর বোধ জ্ঞানীরা করেন।”

“পরে ব্রহ্মণি বিজ্ঞাতে সমস্তৈর্নিয়মৈরলং।
তালবৃন্তেন কিং কার্য্যং লব্ধে মলয়মারুতে॥

কুলার্ণব।

পরব্রহ্মের জ্ঞান হইলে কর্ম্মকাণ্ডাদি কোন নিয়মের প্রয়োজন থাকে না। যেমন মলয়ের বাতাস পাইলে তালবৃন্ত কোন কার্য্যে আইসে না।

"যদ্বাচানভ্যুদিতং যেন বাগভ্যুদ্যতে।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে॥"

"যিনি বাক্যের বচনীয় নহেন, বাক্য যাঁহার দ্বারা প্রেরিত হয়, তাঁহাকেই তুমি ব্রহ্ম বলিয়া জান; লোকে যে কিছু পরিমিত পদার্থের উপাসনা করে তাহা কখন ব্রহ্ম নহে।"

"এবং গুণানুসারেণ রূপাণি বিবিধানি চ।
কল্পিতানি হিতার্থায় ভক্তানামল্পমেধসাং॥"

মহানির্ব্বাণতন্ত্র।

"এইরূপ গুণানুসারে ভগবানের নানাপ্রকার রূপ অল্পবুদ্ধি ভক্তদিগের নিমিত্ত কল্পনা হইয়াছে।"

"মনসা কল্পিতা মূর্ত্তির্নৃণাঞ্চেৎ মোক্ষসাধিনী।
স্বপ্নলব্ধেন রাজ্যেন রাজানো মানবাস্তদা॥"

মহানির্ব্বাণতন্ত্র।

"মনঃ কল্পিত মূর্ত্তি যদি মানবগণের মুক্তির কারণ হয়, তবে স্বপ্নলব্ধ রাজ্যের দ্বারাও মনুষ্য অনায়াসে রাজা হইতে পারে!"

"বালক্রীড়নবৎ সর্ব্বং রূপনামাদি কল্পনাং।
বিহায় ব্রহ্মনিষ্ঠো যঃ স মুক্তো নাত্র সংশয়ঃ॥"

মহানির্ব্বাণতন্ত্র।

"নাম রূপাদি কল্পনাকে বালক্রীড়াবৎ জানিয়া মনুষ্য সৎ স্বরূপ পরমেশ্বরের উপাসনা দ্বারা মুক্ত হয়েন ইহাতে সন্দেহ নাই।"

"মৃচ্ছিলা ধাতুদার্ব্বাদি মূর্ত্তাবীশ্বরবুদ্ধয়ঃ।
ক্লিশ্যন্তি তপসা মূঢ়াঃ পরাং শান্তিং ন যান্তি তে॥"

শ্রীমদ্ভাগবত।

"যেসমস্ত মূঢ় মনুষ্য মৃত্তিকা প্রস্তর তথা সুবর্ণ প্রভৃতি ধাতু এবং কাষ্ঠ দ্বারা নির্ম্মিত বিগ্রহে ঈশ্বর জ্ঞান করে, তাহারা ক্লেশ ভোগ করিয়া থাকে। পরম শান্তি লাভ করিতে সমর্থ হয় না।"

"ন কর্ম্মণা বিমুক্তঃ স্যান্ন মন্ত্রারাধনেন বা।
আত্মনাত্মনবিজ্ঞায় মুক্তো ভবতি মানবঃ॥"

মহানির্ব্বাণতন্ত্র।

"মনুষ্য কর্ম্ম দ্বারা মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ হয় না, মন্ত্র বা আরাধনার দ্বারা মুক্তি প্রাপ্ত হয় না, কেবল আত্মা দ্বারা আত্মাকে জানিতে পারিলেই মুক্ত হয়।"

"যো মাং সর্ব্বেষু ভূতেষু সন্তমাত্মানমীশ্বরং।
হিত্বার্চ্চাং ভজতে মৌঢ্যাৎ ভস্মন্যেব জুহোতি সঃ॥"

শ্রীমদ্ভাগবত।

"সকল প্রাণিতে বর্ত্তমান সর্ব্বাত্মা আমাকে (ঈশ্বরকে) মূঢ়তা প্রযুক্ত ত্যাগ করিয়া যে প্রতিমা পূজা করে, সে ভস্মে হোম করিয়া থাকে।"

"সাকারমনৃতং বিদ্ধি নিরাকারন্তু নিশ্চলং।"

অষ্টাবক্রসংহিতা।

"সাকারকে মিথ্যা বলিয়া জান, নিরাকার পরব্রহ্ম অচল সত্য জ্ঞান কর।"

"তোয়ো বিনা যথা নাস্তি পিপাসানাশকারণং।
তত্ত্বজ্ঞানং বিনা দেবি তথা মুক্তির্ন জায়তে॥"

কুলার্ণব তন্ত্র।

"হে দেবি! জল বিনা যেমন পিপাসা শান্তি হয় না, তেমনি তত্ত্বজ্ঞান বিনা মুক্তিলাভ হয় না।"

নানা শাস্ত্রের এই সকল বাক্য দ্বারা প্রতিপাদিত হইতেছে যে, যে সকল অল্পবুদ্ধি অজ্ঞব্যক্তি নিরাকার অনন্ত পরমেশ্বরকে ধারণা করিতে অসমর্থ, তাঁহাদিগের উপাসনার সহায়তার নিমিত্ত ব্রহ্মের বিবিধ রূপ কল্পনা হইয়াছে ও বিবিধ সাকার উপাসনার বিধান হইয়াছে। কিন্তু ব্রহ্মস্বরূপকে না জানিলে কদাপি মুক্তিলাভ হয় না। পরব্রহ্মের উপাসনাই এ ধর্ম্মের প্রধান উপদেশ। হিন্দুশাস্ত্রে এই কথা ভূয়োভূয়ঃ উক্ত হইয়াছে যে, ব্রহ্মকে জানিতে চেষ্টা করিবে; ব্রহ্মজ্ঞান ব্যতীত মুক্তির অন্য উপায় নাই। যথা—

"তন্দুর্দর্শং গূঢ়মনুপ্রবিষ্টং
গুহাহিতংগহ্বরেষ্ঠং পুরাণম্।
অধ্যাত্মযোগাধিগমেন দেবং
মত্বা ধীরো হর্ষশোকৌ জহাতি॥"

"তিনি দুর্জ্ঞেয়, তিনি সমস্ত বস্তুতে গূঢ়রূপে প্রবিষ্ট হইয়া আছেন, তিনি আত্মাতে স্থিতি করেন ও অতি নিগূঢ়স্থানে বাস করেন, তিনি নিত্য, ধীর ব্যক্তি পরমাত্মার সহিত স্বীয় আত্মার সংযোগপূর্ব্বক অধ্যাত্মযোগে সেই প্রকাশবান্ পরমেশ্বরকে উপলব্ধি করিয়া হর্ষ শোক হইতে বিমুক্ত হয়েন।"

"ন চক্ষুষা গৃহ্যতে নাপি বাচা
নান্যৈর্দেবৈস্তপসা কর্ম্মণা বা।
জ্ঞানপ্রসাদেন বিশুদ্ধসত্ত্ব
স্ততস্তু তং পশ্যতে নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ॥"

"তিনি চক্ষুর গ্রাহ্য নহেন, বাক্যের গ্রাহ্য নহেন, এবং অপরাপর

ইন্দ্রিয়েরও গ্রাহ্য নহেন, তপস্যা বা যজ্ঞাদি কর্ম্মদ্বারা তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। জ্ঞানপ্রসাদে শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তি ধ্যানযুক্ত হইয়া নিরবয়ব ব্রহ্মকে উপলব্ধি করেন।"

"নিত্যোঽনিত্যানাঞ্চেতনশ্চেতনানা
মেকো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্।
তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরা
স্তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাম্॥"

"যিনি তাবৎ অনিত্য বস্তুর মধ্যে একমাত্র নিত্য, যিনি সকল চেতনের একমাত্র চেতয়িতা, যিনি একাকী প্রাণিপুঞ্জের সমুদায় কাম্য বস্তু বিধান করিতেছেন; যে ধীরেরা তাঁহাকে আত্মস্থ দর্শন করেন, তাঁহাদের নিত্যশান্তি হয়, অপরের তাহা কদাপি হয় না।"

"প্রবেশ্যাত্মনি চাত্মানং যোগী তিষ্ঠতি যোঽচলঃ।
পাপং হন্তি পুনীতানাং পদমাপ্নোতি সোঽজরম্"

"যিনি পরমাত্মার সহিত স্বীয় আত্মার সংযোগপূর্ব্বক অটলভাবে যোগী হইয়া অবস্থিতি করেন, তিনি পাপ নাশ করেন ও অক্ষয় ব্রহ্মপদ লাভ করেন।"

"যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী বিগতকল্মষঃ।
সুখেন ব্রহ্মসংস্পর্শমত্যন্তং সুখমশ্নুতে॥"

"এইরূপে যোগী ব্যক্তি পরমাত্মার সহিত স্বীয় আত্মার সংযোগ পূর্ব্বক নিষ্পাপ হইয়া সুখে ব্রহ্মের স্পর্শসুখ সম্ভোগ করেন।"

"তাবৎ বিচারয়েৎ প্রাজ্ঞো যাবদ্বিশ্রান্তমাত্মনি।
সংপ্রয়াত্য পুনর্নাশাং স্থিতিং তুর্য্যপদাভিধাম্॥"

"যে পর্য্যন্ত পরমাত্মাতে বিশ্রাম লাভ না হয়; সে পর্য্যন্ত তত্ত্বালোচনা করিবেক। কারণ এইরূপে শুদ্ধ চৈতন্য পরমাত্মা সহ অবিনশ্বর একতা লাভ হয়।"

"সত্যেন লভ্যস্তপসা হ্যেষ আত্মা
সম্যগ্ জ্ঞানেন ব্রহ্মচর্য্যেণ নিত্যম্।
অন্তঃশরীরে জ্যোতির্ম্ময়ো হি শুভ্রো
যং পশ্যন্তি যতয়ঃ ক্ষীণদোষাঃ॥"

এই পরমাত্মাকে নিয়ত সত্য, তপস্যা, সম্যক্ জ্ঞান ও ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা লাভ করা যায়। সেই জ্যোতিস্ময়, নিষ্কলঙ্ক পরমেশ্বর শরীরের অভ্যন্তরে মনোমধ্যে বিরাজ করেন। যোগিগণ নিষ্পাপ হইয়া তাঁহাকেই দর্শন করেন।

"এষ সর্ব্বেষু ভূতেষু গূঢ়াত্মা ন প্রকাশতে।
দৃশ্যতে ত্বগ্র্যয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ॥"

"এই চিৎস্বরূপ পরমাত্মা সমুদায় প্রাণীর মধ্যে প্রচ্ছন্নরূপে স্থিতি করিতেছেন। অধ্যাত্মদর্শী সাধকগণ একাগ্রমনে তাঁহাকে দর্শন করেন।"

(এসম্বন্ধে পশ্চাতোদ্ধৃত নিরঞ্জনাষ্টকং দ্রষ্টব্য।)

হিন্দুশাস্ত্র বিহিত সাকার উপাসনা প্রণালীতে চারিটী প্রধান কৌশল বিদ্যমান রহিয়াছে।

প্রথম। যাবৎ মনুষ্যের জ্ঞাননেত্র উন্মীলিত না হয়, তাবৎ অদৃশ্য জগদীশ্বরের অস্তিত্ব অনুভূত হইতে পারে না। অথচ

জগদীশ্বর সর্ব্বব্যাপী। চেতনাচেতন যাবতীয় পদার্থেই তাঁহার বিদ্যমানতা রহিয়াছে। সুতরাং অপেক্ষাকৃত স্থূলজ্ঞানী ব্যক্তিরা যদি জগতের কোন অচেতন জড়মূর্ত্তিতে ঈশ্বর বোধ সংস্থাপন করে, আর তিনি মনুষ্যবৎ সুখ দুঃখাদি অনুভব করেন, এরূপ ভাবিয়া তাঁহার প্রতি স্নেহ মমতাদি প্রকাশ করিতে অভ্যাস করে, তবে অন্তঃকরণ অপেক্ষাকৃত নির্ম্মল ও নিশ্চল হইবে এবং ধর্ম্ম প্রবৃত্তি সকল ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত হইবে। এই যুক্তিতে ঈশ্বর মূর্ত্তির "আত্মবৎ সেবা" নামক প্রথম কৌশল সৃষ্ট হইয়াছে।

পুরাণাদি শাস্ত্রের পৌত্তলিক আরাধনা ঘটিত যাবতীয় আলঙ্কারিক বর্ণনা এই কৌশল হইতে সমুদ্ভূত।

দ্বিতীয়—যখন এরূপ জ্ঞানজন্মে যে, সকল পদার্থে ঈশ্বরের বিদ্যমানতা থাকিলেও কোন জড় মূর্ত্তিতে বিদ্যমান ঈশ্বরাংশ বাস্তবিক সুখ দুঃখ অনুভব করেন না ও মনুষ্যাদির ন্যায় তাঁহার কোনরূপ নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি নাই; তখন তাঁহাকে সুখদুঃখাতীত পবিত্রস্বরূপ জ্ঞানে কেবল ভক্তি প্রদর্শন করিবার ইচ্ছাই বলবতী হয়। তখন সম্মুখস্থ বিশেষভাবময়ী কোন মূর্ত্তির নিকট কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান হইয়া তদীয় পাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি প্রদানাদি যেমন সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ভক্তি প্রকাশের চিহ্ন, এরূপ আর কিছুই নহে। এই যুক্তি অবলম্বন করিয়া "চিত্রিত বা নির্ম্মিত-মূর্ত্তিতে সচেতনত্ব কল্পনা পূর্ব্বক ঈশ্বর পূজা" রূপ দ্বিতীয় কৌশলের সৃষ্টি হইয়াছে।

পুত্তলিকার প্রাণ প্রতিষ্ঠা ও বিসর্জ্জনাদি ঘটিত যাবতীয় ব্যবস্থা এই কৌশল হইতে সমুৎপন্ন।

তৃতীয়—ক্রমশঃ সাধনা দ্বারা যখন ঈশ্বরের সর্ব্বব্যাপিত্ববোধ দৃঢ় হইয়া আসে তখন নির্ম্মিত প্রতিমূর্ত্তি ব্যতিরেকেও যে কোন বাহ্য বস্তুতে ঈশ্বর পূজার সফলতা অনুভব হয়। তজ্জন্য "বাহ্যপূজা"-রূপ তৃতীয় কৌশল অবলম্বিত হইয়াছে।

তাম্রকুণ্ড ইত্যাদি জলপাত্রে, পুষ্করিণী ইত্যাদি জলাশয়ে এবং তুলসী বৃক্ষাদি বা ঘটাদিতে (অব্যক্ত চৈতন্যের) পূজা এই কৌশল হইতে উৎপন্ন।

চতুর্থ—ক্রমশঃ জ্ঞানোন্নতির দ্বারা যখন এরূপ বোধ হয় যে, জীবাত্মাই পরমাত্মার অংশস্বরূপ তখন আপন দেহ মধ্যেই ঈশ্বরের অস্তিত্ব অনুভব হয়। তদবস্থার নিমিত্ত "মানস-পূজা" নামক চতুর্থ কৌশলের সৃষ্টি হইয়াছে।

প্রাত্যহিক পূজাকালে আন্তরিক আসনশুদ্ধি, ভূতশুদ্ধি ও মানসিক পূজা ইত্যাদি এই কৌশল হইতে সমুৎপন্ন।

জ। একমাত্র হিন্দুধর্ম্মই ঈশ্বরকে হৃদয়স্থিত জানিয়া অর্চ্চনা করিবার উপদেশ দেয়। জগতের অন্য কোনও ধর্ম্মশাস্ত্র বোধ-হয় স্পষ্টতঃ এরূপ উপদেশ দেন নাই। ঈশ্বরকে নিজ হৃদয়ে অঙ্কিত দেখিলে যেমন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ জ্ঞান হয় তেমন অন্য কোন প্রকারেও হয় না।

ঝ। সনাতন ধর্ম্মে পুনঃ পুনঃ পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার যোগের বিষয় বিশেষ করিয়া বিচারিত, নিয়মিত ও ব্যাখ্যাত হইয়াছে। পৃথিবীর অন্য কোনও ধর্ম্মশাস্ত্রে দিব্য যোগমার্গের এপ্রকার বিশদ ও বিস্তৃত ব্যাখ্যা দেখা যায় না।

ঞ। ভূমণ্ডলে অনেকানেক ধর্ম্ম-সম্প্রদায় ও ধর্ম্মশাস্ত্র আছে, এবং তাঁহারা সকলেই একবাক্যে মনুষ্যকে সৎপথগামী, শিষ্টাচারী ও মোক্ষসাধনতৎপর হইতে উপদেশ দেন কিন্তু এক আর্য্য-ঋষিপ্রণীত শাস্ত্র ভিন্ন আর কেহ নিষ্কাম কর্ম্মের, নিষ্কাম উপাসনার এবং নিষ্কাম সাধনার শিক্ষা দেন নাই। অন্যান্য ধর্ম্মে কেবল ইহলৌকিক বা পারলৌকিক সুখ প্রত্যাশায় ধর্ম্মানুষ্ঠানের বিধান দৃষ্ট হয়; কেবল এক আর্য্য-ঋষিই ফলকামনা না করিয়া ধর্ম্মের নিমিত্তই ধর্ম্মসাধনের, ঈশ্বরের নিমিত্তই ঈশ্বর উপাসনার ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ করিয়াছেন।

ট। জগতের প্রায় সকল ধর্ম্মাবলম্বীরা বলেন যে, "আমার ধর্ম্মটা না মানিলে তুমি অনন্ত নরকে পড়িবে। আমার পন্থাই পন্থা, আমার মোক্ষমার্গই একমাত্র মোক্ষমার্গ; আর সকলই ভ্রান্ত, সকলই মিথ্যা।" কিন্তু হিন্দুশাস্ত্র কিরূপ বলেন দেখুন—

"রুচীনাং বৈচিত্র্যাদৃজুকুটিলনানাপথযুষাং।
নৃণামেকো গম্যস্ত্বমসি পয়সামর্ণবইব॥"

(মহিম্নস্তব)

"অর্থাৎ রুচির ভেদানুসারে ঋজু কুটিল পথ দিয়া মনুষ্য সর্ব্বশেষে তোমাকে লাভ করে, যেমন নদীসকল যেরূপ পথ দিয়া যাউক না কেন, শেষে মহাসাগরে গিয়া মিলিত হয়।"

"বহুধাপ্যাগমৈর্ভিন্নাঃ পন্থানঃ সিদ্ধিহেতবঃ।
ত্বয্যেব নিপতন্ত্যোঘাঃ জাহ্নবীয়া ইবার্ণবে॥"

(রঘুবংশ)

বেদান্তসূত্রে

"অন্তরাচাপিতু তদ্দৃষ্টে"

"রৈক্য, বাচক্লবি প্রভৃতি বর্ণাশ্রমাচার বিহীন লোকেরাও ব্রহ্মজ্ঞানে অধিকারী, ইহার প্রমাণ বেদে দৃষ্ট হয়।" কেবল যে বর্ণাশ্রমাচারবিহীন হিন্দুরাই পরিত্রাণের অধিকারী, এমন নহে। কিরাত যবন প্রভৃতি অনার্য্য জাতীয়েরাও (যাহারা আর্য্যদিগের প্রতি সর্ব্বদা বিদ্রোহাচরণ করিত এবং তাঁহাদের ধর্ম্মানুষ্ঠানের বিঘ্ন উৎপাদন করিত) একেবারে ধর্ম্মাধিকারে বঞ্চিত অথবা ঈশ্বরের পরিত্যাজ্য নহে, ইহাও পুনঃ পুনঃ উল্লেখ আছে। যথা—

শ্রীমদ্ভাগবতে

"কিরাতহূনান্ধ্রপুলিন্দপুক্কসা আভীরকঙ্কা যবনাঃ খসাদয়ঃ।

যেহন্যেচ পাপা যদপাশ্রয়া শ্রয়াঃ শুদ্ধ্যন্তি তস্মৈ প্রভবিষ্ণবে নমঃ॥"

"কিরাত, হূন, অন্ধ্র, পুলিন্দ, পুক্কস, আভীর, কঙ্ক, খস প্রভৃতি লোক এবং অন্যান্য পাপাচারী ব্যক্তিরা যাঁহার আশ্রয় লইয়া শুদ্ধ হয়, সেই বিষ্ণুকে আমি নমস্কার করি।"

এই অত্যুদারতার প্রতিবাদ করিয়া কেহ কেহ হয়ত বলিবেন যে, গীতাতে স্বয়ং ভগবান্ বলিয়াছেন

"শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মোবিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।

স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ো পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ॥"

এই ভগবদ্বাক্যের গূঢ়ার্থ বিশদ করিয়া ব্যাখ্যা করিবার এখন সময় নাই। কিন্তু ইহার সাধারণ অর্থ গ্রহণ করিলেও ভগবানের উক্তির ঔদার্য্যের বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ থাকিবে না। অর্থ যথা—

"নিজ ধর্ম্মের বিগুণ অর্থাৎ অঙ্গহীন অনুষ্ঠানও ভাল, কিন্তু পর-ধর্ম্মের সুচারু অনুষ্ঠানও শ্রেয়স্কর নহে; স্বধর্ম্মে নিধন হওয়াও ভাল, কিন্তু পরধর্ম্ম ভয়াবহ।"

এই সাধারণ অর্থেও ভগবান্ এরূপ বলেন না যে, সকল মনুষ্য নিজ নিজ ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী হউক। বরং তিনি বলিতেছেন যে প্রত্যেকে নিজ নিজ ধর্ম্মমার্গের দ্বারা উন্নতিসাধন কর। তুমি আর্য্য, আর্য্যধর্ম্মের দ্বারাই তোমার উন্নতি হইবে। তুমি খ্রীষ্টান্, খ্রীষ্টধর্ম্মের দ্বারাই তোমার উন্নতি হইবে। মুসলমানের মুসলমানধর্ম্মের দ্বারাই উন্নতি হইবে। পূর্ব্বপূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্ম-সূত্রানুসারে বিধাতা যাঁহাকে যে ধর্ম্ম নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন, তিনি সেই ধর্ম্মেই উন্নতি সাধন করিতে পারিবেন। যদি ধর্ম্মান্তরে জন্ম গ্রহণ করিলে তোমার ধর্ম্মোন্নতি সুকর হইত, তাহা হইলে তোমার জন্ম নিয়ন্তা সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বর তোমার সেই ধর্ম্মেই জন্মের ব্যবস্থা করিতে পারিতেন।

প্রবন্ধ বিস্তৃত হইয়া যাইতেছে; আর অধিক কথা বলিবার অবসর নাই। কেবল বর্ত্তমানে আর্য্যধর্ম্মের অবনতির কারণ দুই একটীর উল্লেখ করিয়া এই ভূমিকার উপসংহার করিব।

কালে সকল পদার্থেরই হ্রাস বৃদ্ধি হয়। আর্য্যজাতির উচ্চতম অবস্থা যুগে যুগে হ্রাস প্রাপ্ত হইয়া অবশেষে বর্ত্তমান কলিযুগে যবনাদিজাতির অত্যাচারে তাহার গৌরবসূর্য্য অস্তমিতপ্রায় হই-য়াছে। তাহার কারণ দুই চারিটা নিম্নে উল্লেখ করা যাইতেছে।

প্রথমতঃ ভিন্নধর্ম্মাক্রান্ত রাজার নিকট বা রাজবিদ্যালয়ে আর্য্য-

ধর্ম্মের প্রশংসা নাই ; প্রত্যুত নিন্দা ও অবজ্ঞা আছে। সুতরাং পাঠ্যাবস্থাতেই যুবকদিগের এই শাস্ত্রসমুদ্রনিহিত গভীরতত্ত্বজ্ঞানযুক্ত ধর্ম্মের প্রতি সহজেই অনাস্থা উৎপন্ন হয়।

দ্বিতীয়তঃ, হিন্দুধর্ম্মের উপদেষ্টা ব্রাহ্মণেরা জীবিকার জন্য এক্ষণে শাস্ত্রব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া হীনব্যবসা অবলম্বী হইয়াছেন। সুতরাং উপযুক্ত উপদেষ্টার অভাবে শাস্ত্রের গূঢ়ার্থ প্রচার ও প্রতিষ্ঠার একান্ত অভাব। এদিকে যে সকল ব্যক্তি রাজানুমোদিত খ্রীষ্টধর্ম্ম অথবা তদানুকারী কোন সহজসাধ্য ধর্ম্মের প্রতি অনুরাগ ও আর্য্যধর্ম্মের প্রতি বিরাগ প্রদর্শন করেন, তাঁহারা তথা কথিত শিক্ষিত সমাজে সম্মানিত, ও অর্থোপার্জ্জনে সিদ্ধমনোরথ হন।

তৃতীয়তঃ, হিন্দুধর্ম্মানুষ্ঠানে শারীরিক ও মানসিক বহুবিধ তপস্যানুষ্ঠানের বিধান আছে এবং নিত্য ও নৈমিত্তিকাদি যাগ যজ্ঞ ব্রত-পূজাদি অল্পাধিক ব্যয়সাধ্যও বটে ; কিন্তু খ্রীষ্টীয় ও অন্যান্য আধুনিক ধর্ম্মে সেরূপ ব্যবস্থা নাই। সুতরাং অলসপ্রকৃতি, অল্পধর্ম্মভাবাপন্ন, অল্পত্যাগী ও সুখসেবী জনগণ স্বভাবতঃই হিন্দুধর্ম্মানুষ্ঠানে বীতশ্রদ্ধ হইতেছেন।

চতুর্থতঃ, ভিন্নধর্ম্মাবলম্বীরা অণুক্ষণ আর্য্যধর্ম্মের গ্লানি করিয়া সুকুমারমতি বালকদিগের মতিভ্রষ্ট করাইয়া দেন, এবং একখানি মাত্র গ্রন্থপাঠ করিয়া ও একবার মাত্র সাধনমন্দিরে সমবেত উপাসনা করিয়া মোক্ষপ্রাপ্তির অতি সহজ পন্থা (Royal Road) দেখাইয়া দেন। এবং শিক্ষিতমণ্ডলীর ধর্ম্মানুষ্ঠানের অভাব দেখিয়া ইতর সাধারণেও শাস্ত্রবিধিসমূহে বিদ্বেষবুদ্ধিযুক্ত ও বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়িতেছেন।

ফলতঃ যে বিদ্যার চর্চ্চা ও যে শাস্ত্রের অনুষ্ঠান করিলে রাজদ্বারে বা তথাকথিত শিক্ষিত সমাজে পুরস্কার নাই, বরং তিরস্কার আছে, —প্রত্যুত যাহার অনুষ্ঠান না করিলে তিরস্কার নাই, বরং পুরস্কার আছে, সে শাস্ত্রের ও ধর্ম্মের যে অবনতি হইবে ইহার আর বৈচিত্র্য কি ?

খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তিরা অপেক্ষাকৃত বুদ্ধিমান্ ও জ্ঞানাপন্ন হইয়াও কি নিমিত্ত হিন্দুধর্ম্মের প্রতি অশ্রদ্ধা ও বিদ্বেষ প্রদর্শন করেন তাহার কয়েকটী কারণ এখানে উল্লেখযোগ্য।

১ম। খ্রীষ্টীয়দিগের প্রকৃত হিন্দুধর্ম্মে অনভিজ্ঞতা। হিন্দুধর্ম্মের মৃতপ্রায় অবস্থাতে এতদ্দেশে খ্রীষ্টীয়দিগের আগমন হয়। সুতরাং একজন মুমূর্ষু ব্যক্তি অপরিচিত ব্যক্তির নিকট আপনার পাণ্ডিত্য বা আভিজাত্যের যতটুকু পরিচয় দিতে পারে, অপরিচিত খ্রীষ্টধর্ম্মের নিকট হিন্দুধর্ম্ম তৎকালে তাহার অধিক পরিচয় দিতে সমর্থ হয় নাই। সুতরাং খ্রীষ্টীয়েরা যেমন দেখিলেন, তাহাতে আর্য্যধর্ম্মকে অসার বলিয়াই বোধ করিলেন।

২য়। বাইবেল শাস্ত্রের বর্ত্তমান প্রচলিত কদর্থ অনুসারে খ্রীষ্টীয়-দিগের যে কুসংস্কার জন্মিয়াছে, তাহা এই অশ্রদ্ধার দ্বিতীয় কারণ। তাঁহারা বাল্যকাল হইতে ও কয়েক পুরুষানুক্রমে উপদেশ পাইয়াছেন যে জন্মান্তর নাই, যে কর্ম্মফল অবশ্যম্ভাবী নয়, এবং কোনও প্রকার সাকার উপাসনা নরকগমনের অমোঘ কারণ, যে খ্রীষ্টানেতর অন্য কোনও মনুষ্যের মুক্তি একেবারেই অসম্ভব, যে ভগবান্ একবার মাত্র জগতের হিতার্থে খ্রীষ্টরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, আর এই

অনন্তকালের মধ্যে কখনও হন নাই, বাইবেলোক্ত ৬০০০ বৎসর পূর্ব্বে জগতের অস্তিত্ব ছিল না, এইরূপ কুসংস্কারান্ধতা তাঁহাদের অন্য ধর্ম্মের মর্ম্ম উপলব্ধি করিবার সম্পূর্ণ প্রতিকূল। বিদ্বেষবুদ্ধি বা অবজ্ঞার সহিত যে কোনও পদার্থের আদ্যোপান্ত পর্য্যবেক্ষণ করিলেও তাহার ঔৎকর্ষ্য উপলব্ধি হওয়া যে একান্ত অসম্ভব তাহার বোধহয় উল্লেখ অনাবশ্যক। উক্ত ধর্ম্মাবলম্বীদিগের মধ্যে যে কোনও উদারচেতা ব্যক্তি যখনই বিদ্বেষ ও অবজ্ঞা পরিত্যাগ করিয়া, নিজ ও পরধর্ম্মে সম্পূর্ণ পক্ষপাতশূন্য হইয়া আর্য্যধর্ম্মের তত্ত্বালোচনা করিয়াছেন, তখনই তাঁহারা ইহার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন।

৩য়। পূজ্য বৈষ্ণব ও তান্ত্রিক সম্প্রদায়ের মধ্যে এবং অন্যত্রও এমন দুই একটী নীচকর্ম্মাবলম্বী বিভাগ আছে যে তাহারা ধর্ম্মকার্য্য বলিয়া নানাবিধ জঘন্য ও অপবিত্র অনুষ্ঠান করে। তদ্ভিন্ন ব্রাহ্মণজাতির মধ্যেও অতি ঘৃণার্হ কৌলিন্যপ্রথা প্রভৃতি কুসংস্কার এরূপ প্রগাঢ়রূপে প্রবিষ্ট করিয়াছিল (এবং এখনও আছে) যে শিক্ষিতমণ্ডলী বিচার করিলেন যে কিয়ৎকাল সর্ব্বতোভাবে হিন্দুধর্ম্মের বিরুদ্ধে উত্থান না করিলে উহা নিবারিত হওয়া অসম্ভব।

গৃহস্থ ব্যক্তিগণের পক্ষে গৃহ ও পরিবার, শান্তি ও প্রীতির আলয়। কিন্তু এখন পূর্ব্বোল্লিখিত নানাকারণে সেই এক পরিবারের মধ্যে কেহ নাস্তিক, কেহ অর্দ্ধ নাস্তিক, কেহ খ্রীষ্টান, কেহ ব্রাহ্মসমাজভুক্ত, কেহ বা তাহার অর্দ্ধাংশ। সুতরাং সেই শান্তিনিকেতনে অহোরাত্র অশান্তি ও অপ্রীতি গাঢ় প্রবেশ করিয়াছে। শাস্ত্রোপদেশকদিগের সংস্কার, ধর্ম্মানুষ্ঠান নামে যে সকল কুসংস্কার

বা কদাচার হিন্দুসমাজের নিম্নস্তরে প্রবেশ করিয়াছে তাহার নিরাকরণ, নারীজাতির সুশিক্ষার অনুষ্ঠান এবং সামাজিক বহুবিধ কুপ্রথার পরিহার ও বেদাদি শাস্ত্রাধ্যায়নের বিশেষ ব্যবস্থা যতদিন পর্য্যন্ত সংসাধিত না হয়, ততদিন আর্য্যধর্ম্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা নাই।

মহাসাগরের সমস্ত তলপ্রদেশ অন্বেষণ অথবা হিমালয়কে বিচূর্ণ করিয়া তন্মধ্যস্থ রত্নরাজি সংগ্রহ করা যেমন দুরূহ ব্যাপার, আর্য্য-ধর্ম্মশাস্ত্রসমুদ্রের গূঢ়তত্ত্বসকল সংক্ষেপ প্রচার করাও তেমনি অসম্ভব; তত্রাপি যাহাতে আর্য্যসন্তানগণ অল্পায়াসে শাস্ত্রার্থের কথঞ্চিৎ মর্ম্ম সহজে অবগত হইতে পারেন, তদুদ্দেশ্যে কাশীধামস্থ সেণ্ট্রেল হিন্দু কলেজের ট্রাষ্টীগণ (the Trustees of the Central Hindu College, Benares) যে সুন্দর গ্রন্থ ইংরাজীতে সঙ্কলন করিয়াছেন, অত্র পুস্তকে তাহার বঙ্গভাষায় অনুবাদ করা গেল। রাজকীয় কার্য্যের আধিক্যবশতঃ ও অন্যান্য কারণে ইহার মুদ্রাঙ্কণে যে সমস্ত ত্রুটী ঘটিয়াছে, দ্বিতীয় সংস্করণে তাহার পরিহারের বিশেষ চেষ্টা করিব। বর্ত্তমানে সহৃদয় পাঠকের নিকট তজ্জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করিয়া বিদায় লইলাম।

ভবানীপুর,
৫৬নং পদ্মপুকুর রোড।
১৮ই ফাল্গুণ, ১৩১২ সাল।

প্রকাশক

॥ ওঁ তৎসৎ ওঁ ॥

নিরঞ্জনাষ্টকম্ ।

(শঙ্করাচার্য্য বিরচিতং) ।

(১)

"স্থানং ন মানং নচনাদবিন্দু—
রূপং ন রেখা নচ ধাতু বর্ণং ।
দ্রষ্টা ন দৃশ্য শ্রবণং ন শ্রাব্যং
তস্মৈ নমো ব্রহ্মনিরঞ্জনায় ॥"

স্থান, মান, নাদ, বিন্দু, রূপ, রেখা আর
নাহি যাঁর,, নন:ধাতু, নাহি বর্ণ যাঁর,
দর্শক, শ্রবন, দৃশ্য, শ্রাব্য, নাহি যাঁর,
নিরঞ্জন সেই ব্রহ্মে করি নমস্কার ॥

(২)

"বৃক্ষো ন মূলং ন চ বীজকুলং
শাখা ন পত্রং ন চ বল্লিপল্লবং ।
পুষ্পং ন গন্ধং ন ফলং ন ছায়া—
তস্মৈ নমো ব্রহ্ম নিরঞ্জনায় ॥"

বৃক্ষরূপ হন যিনি সদানন্দময়,—
কিন্তু মূল, বীজ, শাখা, পত্র, নাহি যার,

লতা পুষ্প, গন্ধ, ফল, ছায়া, নাহি যার,
নিরঞ্জন সেই ব্রহ্মে করি নমস্কার ॥

(৩)

"বেদং ন শাস্ত্রং নচ শৌচ সন্ধ্যা—
মন্ত্রং ন জাপ্যং নচ ধ্যান ধ্যেয়ং ।
হোমো ন যজ্ঞো নচ দেবপূজা—
তস্মৈ নমো ব্রহ্ম নিরঞ্জনায় ॥"

বেদ, শাস্ত্র, শৌচ, সন্ধ্যা, মন্ত্র, জপ, ধ্যান,
হোম, যজ্ঞ, দেবপূজা নহে ক্রিয়াবান,
নাহি ধ্যেয়, জপনীয় না আছে যাঁহায়,
নিরঞ্জন সেই ব্রহ্মে করি নমস্কার ॥

(৪)

"অধো ন ঊর্দ্ধং ন শিবো ন শক্তিঃ
পুমান্ ন নারী নচ লিঙ্গ মূর্ত্তিঃ ।
ন ব্রহ্মা ন বিষ্ণুর্ন চ দেব রুদ্রো—
তস্মৈ নমো ব্রহ্ম নিরঞ্জনায় ॥"

নাহি ঊর্দ্ধ, অধঃ যাঁর, শিব, শক্তি নয়,—
পুরুষ, প্রকৃতি ; নহে লিঙ্গমূর্ত্তিময়,
নহে ব্রহ্মা, নহে বিষ্ণু, দেব রুদ্র আর,
নিরঞ্জন সেই ব্রহ্মে করি নমস্কার ॥

(৫)

"অখণ্ডখণ্ডং নচ দণ্ডদণ্ডং—
কালোপি জীবো ন গুরুর্ন শিষ্যঃ ।

গ্রহা ন তারা নচ মেঘমালা—
তস্মৈ নমো ব্রহ্ম নিরঞ্জনায় ॥”
নহে জগতের অংশ, কাল—দণ্ডপল,
নহে জীব, গুরুশিষ্য, নহে মেঘ দল,
নহে গ্রহ নহে তারা যিনি, বার বার—
নিরঞ্জন সেই ব্রহ্মে করি নমস্কার ॥

(৬)

“শ্বেতং ন পীতং নচ রক্ত রেতং
হেমং ন রৌপ্যং নচ বর্ণ বর্ণং।
চন্দ্রার্ক-বহ্নে-রুদয়ো ন চাস্তং
তস্মৈ নমো ব্রহ্ম নিরঞ্জনায় ॥”
নহে রক্ত, রেতঃ, সিত বা পীত বরণ,
নহে স্বর্ণ, রৌপ্য কিম্বা, নহে যেইজন—
সোম, সূর্য্য, বহ্নি ; নাহি উদয়াস্ত যাঁর
নিরঞ্জন সেই ব্রহ্মে করি নমস্কার ॥

(৭)

“স্বর্গে ন পংক্তির্নগরে ন ক্ষেত্রে
জাতেরতীতং নচ ভেদ ভিন্নং।
নাহং ন তত্ত্বং ন পৃথক্ পৃথকত্বাৎ
তস্মৈ নমো ব্রহ্ম নিরঞ্জনায় ॥”
স্বরগে নগরে ক্ষেত্রে নাহি অবস্থান,—
জাতির অতীত নাহি কোন ভেদভাগ ;

অপৃথক্ নাহি আমি, তুমি, বা সে যাঁর,
নিরঞ্জন সেই ব্রহ্মে করি নমস্কার ॥

(৮)

"গম্ভীরধীরং ন নিব্বাণশূন্যং—
সংসারসারং নচ পাপপুণ্যং
ব্যক্তং নচাব্যক্তমভেদ ভিন্নং
তস্মৈ নমো ব্রহ্ম নিরঞ্জনায় ॥"
গম্ভীর বা ধীর নয়, ভবে সারধন,
পাপ, পুণ্য, নিবারণ শূন্য যেইজন,—
ব্যক্ত ও অব্যক্ত ; নাহি ভেদ ভাণ যাঁর
নিরঞ্জন সেই ব্রহ্মে করি নমস্কার ॥

সত্যমেব জয়তে নানৃতং ॥

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত ॥

ওঁ তৎ সৎ।

ওঁ শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ।

সনাতন ধর্ম্ম।



অবতরণিকা।

মঙ্গলং দিশতু নো বিনায়কো,
মঙ্গলং দিশতু নঃ সরস্বতী।
মঙ্গলং দিশতু নঃ সমুদ্রজা,
মঙ্গলং দিশতু নো মহেশ্বরী॥

বিনায়ক, সরস্বতী, সমুদ্র-তনয়া।
মহেশ্বরী দিবেন মঙ্গল করি দয়া॥

সনাতন ধর্ম্ম বলিলে চিরন্তন ধর্ম্মকে বুঝায়। (যাহা সত্য তাহা অনন্ত কাল বর্ত্তমান আছে, এই সত্যধর্ম্ম অনাদি কালের সঙ্গে বর্ত্তমান বলিয়াই ইহাকে সনাতন ধর্ম্ম বলা হয়।) ইহা বেদমূলক। বেদনামক পবিত্র গ্রন্থগুলি বহুযুগ পূর্ব্বে মানবগণ প্রাপ্ত হইয়াছিল। এই ধর্ম্মের আর একটি নাম আর্য্যধর্ম্ম; কারণ আর্য্য জাতির আদিম শাখা এই ধর্ম্ম প্রথমে প্রাপ্ত

হইয়াছিলেন। আর্য্য শব্দের অর্থ সম্ভ্রান্ত। যে সমুদায় জাতি জগতের ইতিহাসের প্রথম অবস্থায় বর্ত্তমান ছিল, তাহাদের অপেক্ষা এই জাতীয়গণ অধিক সুশ্রী ও সুচরিত্র বলিয়া এই নামে অভিহিত। এক্ষণে যে দেশ ভারতবর্ষ বা ইণ্ডিয়া নামে বিখ্যাত, তাহারই উত্তরাংশে আর্য্যগণ প্রথম বাস করিয়াছিলেন বলিয়া, ঐ অংশ আর্য্যাবর্ত্ত নামে বিখ্যাত। মনুসংহিতায় লিখিত আছে, "হিমবৎ ও বিন্ধ্যপর্ব্বতের মধ্যস্থিত যে ভূখণ্ড পূর্ব্ব সাগর হইতে পশ্চিম সাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত, তাহাকে পণ্ডিতগণ আর্য্যাবর্ত্ত বলেন।" (১)

কালক্রমে, এই ধর্ম্মই হিন্দুধর্ম্ম নাম প্রাপ্ত হইয়া অদ্যাপি সেই নামেই অভিহিত হইতেছে। বর্ত্তমান সময়ে যত ধর্ম্ম প্রচলিত আছে, ইহা তাহাদের মধ্যে প্রাচীনতম। এই ধর্ম্মাশ্রয়ে যত খ্যাতনামা আচার্য্য, লেখক, পণ্ডিত, মহর্ষি, সাধু, নরপতি, রণবীর, রাজনীতিজ্ঞ, দাতা ও স্বদেশহিতৈষী আবির্ভূত হইয়াছিলেন, এমন আর কোনও ধর্ম্মসম্প্রদায় মধ্যে দৃষ্ট হয় না। যতই তোমরা এই ধর্ম্মতত্ত্ব অবগত হইতে থাকিবে, তত তোমাদের এই ধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধা ও প্রীতি বর্দ্ধিত হইতে থাকিবে; ততই তোমরা এই ধর্ম্মাশ্রয়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছ বলিয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ

(১) আসমুদ্রাত্তু বৈ পূর্ব্বাদাসমুদ্রাত্তু পশ্চিমাৎ।
তয়োরেবান্তরং গির্য্যোরার্য্যাবর্ত্তং বিদুর্ব্বুধাঃ॥
(মনু ২। ২২)

জ্ঞান করিতে থাকিবে। কিন্তু অগ্রে এই ধর্ম্মের যোগ্যপাত্র হইতে হইবে। ইহার উচ্চ হইতে উচ্চতর তত্ত্বে প্রবেশের অধিকার লাভ না করিলে এই মহৎ পবিত্র ধর্ম্ম তোমাদের কোনও উপকারে সমর্থ হইবে না।

সনাতন ধর্ম্মের ভিত্তি।

এই পুরাতন ধর্ম্ম সুদৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত। সেই ভিত্তির উপর ইহার প্রাচীরসমূহ দৃঢ়রূপে নির্ম্মিত আছে।

সেই সুদৃঢ় ভিত্তি শ্রুতি, এবং প্রাচীরগুলি স্মৃতি নামে বিখ্যাত।

শ্রুতিসমূহ, ঋষিগণ দেবতাদিগের নিকট শ্রবণ দ্বারা লাভ করিয়াছিলেন। সেই সমুদায় পবিত্র বাক্য প্রাচীনকালে কখনও লিপিবদ্ধ হইত না। শিষ্যগণ গুরুমুখে শ্রবণপূর্ব্বক অভ্যাস করিয়া রাখিতেন এবং অনবরত আবৃত্তি করিতেন।

গুরু, শিষ্যগণসম্মুখে গান করিতেন; শিষ্যগণ তাঁহার অনুবর্ত্তী হইয়া অল্পে অল্পে গান করিয়া অভ্যাস করিতেন। যত দিন না কণ্ঠস্থ হইত, ততদিন এইরূপে অনবরত অভ্যাস করিতেন। আজিও শ্রুতি সেই প্রাচীন রীতিতে অধীত হইয়া থাকে। তোমরা কোনও বৈদিক পাঠশালায় যাইলে শ্রুতিগান শুনিতে পাইবে।

চারি বেদের নাম শ্রুতি। বেদ শব্দের অর্থ জ্ঞান, অর্থাৎ যাহা জানা যায়। যে জ্ঞান এই পবিত্র ধর্ম্মের ভিত্তি, তাহাই এই চতুর্ব্বেদে আছে। সেই বেদচতুষ্টয়—ঋগ্বেদ, সামবেদ, যজুর্ব্বেদ ও অথর্ব্ববেদ নামে অভিহিত।

প্রত্যেক বেদ তিন ভাগে বিভক্ত। (১) মন্ত্র বা সংহিতা, (২) ব্রাহ্মণ ও (৩) উপনিষদ্। মন্ত্রভাগে, বিশেষ বিশেষ কার্য্যোপযোগী, সুসম্বদ্ধ মন্ত্রবাক্য আছে; উহার শব্দন্যাসের ক্রম হেতু ঐ সমস্ত মন্ত্রের বিশেষ শক্তি আছে। এইগুলি দেবতাদিগের স্তুতি-গান। দেবতাদিগের সহিত মনুষ্যগণের সম্বন্ধ পরে বিবৃত হইয়াছে। ঐ সকল মন্ত্র যথাযথ উচ্চারিত হইলে ফলপ্রদ হইয়া থাকে। মন্ত্র সমুদায় বিবিধ যজ্ঞাদিতে প্রয়োগ হয়। এবং ঐ সমুদায় যথাযথ উচ্চারিত হইলে, যজ্ঞফল লব্ধ হইয়া থাকে।

বেদের ব্রাহ্মণভাগে যজ্ঞবিধি বর্ণিত আছে। মন্ত্রভাগে যে সমুদায় মন্ত্র আছে, তাহার প্রয়োগপদ্ধতি এই ভাগে বর্ণিত হইয়াছে। এবং বিবিধ উপাখ্যান দ্বারা ঐ সকল বিষয় বিশদ করা হইয়াছে।

উপনিষৎসমূহে, ব্রহ্মতত্ত্ববিষয়ক দার্শনিক তত্ত্বসমূহ মীমাংসিত হইয়াছে। এই সমুদায় গ্রন্থে জীবাত্মা ও পরমাত্মা, মানব ও বিশ্ব, বন্ধ ও মোক্ষ বিষয়ে সুচারু আলোচনা আছে। ইহাই সমগ্র দর্শন শাস্ত্রের মূলস্বরূপ। যখন তোমরা উচ্চশিক্ষা লাভ করিবে, তখন তোমরা উপনিষৎসকল আলোচনা করিয়া তৃপ্ত হইবে। উচ্চশিক্ষিত ব্যতীত সাধারণের পক্ষে সেই সকল তত্ত্ব অতীব দুরূহ।

প্রাচীন কালে বেদের চতুর্থ ভাগ বর্ত্তমান ছিল, তাহাকে উপবেদ বা তন্ত্র বলা হইত। তাহাতে বিবিধ বিজ্ঞান ও তাহার প্রয়োগবিধি বর্ণিত ছিল। এক্ষণে সেই মূলতন্ত্রসমূহের অতি অল্পই লোকসমাজে প্রচলিত আছে। ঋষিগণ, বর্ত্তমান সময়ে

ঐ সকল শাস্ত্রের অধিকারীর অভাব দর্শন করিয়া, মানবের দুরধিগম্য আশ্রমসমূহে সেই শাস্ত্র গ্রন্থ সকল রক্ষা করিয়াছেন। এক্ষণে বৈদিক বিধির সঙ্গে ক্রিয়াকাণ্ডসম্বন্ধীয় কতকগুলি তান্ত্রিক বিধি মাত্র প্রচলিত আছে। বর্ত্তমান সময়ে যে সকল গ্রন্থ, তন্ত্র বলিয়া প্রচলিত আছে, তাহা বেদের অন্তর্গত নহে।

শ্রুতির মত সর্ব্বাপেক্ষা মান্য। তাহা সনাতন ধর্ম্মের সকল সম্প্রদায়ের লোকই চরম মীমাংসা বলিয়া স্বীকার করেন। সকল ধর্ম্মসম্প্রদায় এবং সকল দার্শনিকই শ্রুতির মীমাংসা শিরোধার্য্য করেন।

স্মৃতি বা ধর্ম্ম শাস্ত্র, শ্রুতিমূলক; সুতরাং সেই সমুদায়ের স্থানও দ্বিতীয়। স্মৃতিশাস্ত্র প্রধানতঃ চারিখানি* বৃহৎ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। ঐ সমুদায় গ্রন্থ ঋষি-প্রণীত। স্মৃতিতে ব্যক্তিগত,

* মন্বত্রিবিষ্ণুহারীত-যাজ্ঞবল্ক্যোশনাঙ্গিরাঃ।
যমাপস্তম্বসম্বর্ত্ত-কাত্যায়ন বৃহস্পতিঃ।
পরাশরব্যাসশঙ্খলিখিতদক্ষগোতমাঃ।
শাতাতপো বশিষ্ঠশ্চ ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রযোজকাঃ॥

এই সমুদায় স্মৃতিই আজিও বর্ত্তমান আছে। তন্মধ্যে মনু সংহিতাই প্রধান। তবে যে উপরে চারিখানি স্মৃতির কথা বলা হইল, তাহার কারণ এই যে, মনুসংহিতা সত্যযুগের জন্য, যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা ত্রেতাযুগের জন্য, শঙ্খলিখিত স্মৃতি দ্বাপরের জন্য, এবং পরাশর সংহিতা কলির জন্য বিশেষরূপে কল্পিত হইয়াছিল, অর্থাৎ ঐ চতুষ্টয় গ্রন্থেই তত্তৎ যুগধর্ম্ম বিশেষরূপে কথিত আছে।

পারিবারিক, সামাজিক, জাতীয় ও রাজনৈতিক বিবিধ বিধি ও নিষেধ আছে। হিন্দু সমাজ, স্মৃতির ব্যবস্থার উপর স্থাপিত। স্মৃতিগুলি এই—

১। মনুস্মৃতি বা মানব ধর্ম্মশাস্ত্র।

২। যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতি।

৩। শঙ্খলিখিতস্মৃতি।

৪। পরাশরস্মৃতি।

মনুস্মৃতিই স্মৃতিসমূহের মধ্যে প্রধান। ইহাতে আর্য্যধর্ম্মের সমুদায় ব্যবস্থাই বিনিবদ্ধ আছে। মনু, বর্ত্তমান আর্য্যজাতির প্রধান ব্যবস্থাপক। হিন্দু কালবিভাগ অনুসারে জগতের ইতিহাস সাতটি বৃহৎভাগে বিভক্ত; সেই সাত বিভাগের আরম্ভ ও শেষ এক এক জন মনুর দ্বারা নির্দ্দিষ্ট; সেই ভাগগুলি মন্বন্তর নামে অভিহিত। মন্বন্তর শব্দে দুই মনুর অন্তর্ব্বর্ত্তী কাল বুঝায়।

"স্বায়ম্ভুব মনুর বংশে মহাতেজস্বী আরও ছয় জন মনু জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; তাঁহারা স্ব স্ব অধিকার কালে, প্রজা সকল সৃষ্টি করিয়াছিলেন।"* ইহা দ্বারা সিদ্ধান্ত হইতেছে যে, আমরা

কিন্তু তথাপি "বেদার্থের অনুবর্ত্তী বলিয়া মনুরই প্রাধান্য এবং মনু বিপরীত মত যাহা যে স্মৃতিতে আছে, তাহা গ্রাহ্য নহে"।

* স্বায়ম্ভুবস্যাস্য মনোঃ
ষড় বংশ্যা মনবোঽপরে।

চতুর্থ মন্বন্তরে বর্ত্তমান রহিয়াছি। ইহা বিবস্বান্‌তনয় বৈবস্বত মনুর অধিকার কাল। তাঁহার ব্যবস্থাসমূহ মনুস্মৃতিতে অংশতঃ নিবদ্ধ রহিয়াছে।

যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতিও মনুর প্রণালী অনুসারে রচিত। ইহাতেও তদনুরূপ বিষয়সমূহ বর্ণিত আছে। ইহা স্মৃতিসমূহের মধ্যে প্রাধান্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। অপর দুইখানি স্মৃতির বিশেষ ব্যবহার নাই।

শ্রুতি ও স্মৃতি যেমন সনাতনধর্ম্মদুর্গের ভিত্তি ও প্রাচীরস্বরূপ, তেমনি ইহার অবলম্বনস্বরূপ পুরাণ ও ইতিহাস নামে আরও দুইটি অঙ্গ আছে।

পুরাণসমূহে ইতিবৃত্ত, উপাখ্যান ও রূপক ছলে বেদার্থ ব্যাখ্যাত আছে। ঐ সকল গ্রন্থ, যাহারা বেদে অধিকার লাভ করে নাই ও অধিক জ্ঞান লাভ করে নাই, তাহাদের জন্য রচিত। এই গ্রন্থগুলি বড়ই মনোরম, এবং নানা বিষয়পূর্ণ। অনেক রূপক এরূপ গূঢ়ার্থপূর্ণ, যে গুরু-সাহায্য ব্যতীত আয়ত্ত করা যায় না।

ইতিহাস দুইখানি পদ্যগ্রন্থ। (১) রামায়ণ; ইহাতে দশরথের পুত্র শ্রীরামচন্দ্রের, তৎপত্নী সীতার এবং রামচন্দ্রের ভ্রাতৃগণের

স্বষ্টবন্তঃ প্রজাঃ স্বাঃ স্বা
মহাত্মনো মহৌজসঃ ॥
(মু—১।)

মনোরম উপাখ্যান বর্ণিত আছে। তোমরা সকলেই সেই উপাখ্যান অবগত আছ।

(২) মহাভারত। ইহাতে উত্তর ভারতের কুরুরাজবংশের ইতিহাস বিশেষ ভাবে বর্ণিত আছে। ঐ কুরুবংশীয় দুইশাখা কৌরব ও পাণ্ডবগণের মহাযুদ্ধই ইহার প্রধান উপপাদ্য ; আনুষঙ্গিক অনেক মনোরম উপাখ্যান ও নানাবিষয়িণী নীতিকথাদি বর্ণিত আছে।

রামায়ণ ও মহাভারত পাঠে আমরা প্রাচীন ভারতের আচার ব্যবহার, লোক চরিত্র ও শিল্প বাণিজ্য প্রভৃতি বিবিধ বিষয় অবগত হইতে পারি।

যদি তোমরা ঐ মহাগ্রন্থ দুইখানি পাঠ কর, তাহা হইলে, ভারতবর্ষ যে কত উন্নতি লাভ করিয়াছিল, তাহা জানিতে পারিবে এবং সঙ্গে সঙ্গে ভারতের পূর্ব্ববৎ উন্নত অবস্থা লাভের জন্য কি প্রয়োজন, তাহাও জানিতে পারিবে।

যেমন, শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ ও ইতিহাস দ্বারা এই ধর্ম্ম-দুর্গ নির্ম্মিত, তেমনি এই ধর্ম্ম হইতে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর, বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক গ্রন্থনিচয়ের উৎপত্তি হইয়াছে।

বিজ্ঞানসমূহ ষড়ঙ্গ নামে অভিহিত। ঐ ষড়ঙ্গ বর্ত্তমান সময়ে লৌকিক জ্ঞানগ্রন্থ বলিয়াই পরিচিত। প্রাচীন কালে ধর্ম্মতত্ত্ব ও লৌকিকতত্ত্ব একসূত্রে আবদ্ধ ছিল। শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ ও জ্যোতিষ এই ছয় অঙ্গ। ব্যাকরণ, শব্দতত্ত্ব, জ্যোতিষ, কাব্য এবং চতুঃষষ্টি কল্পশাস্ত্র ও শিক্ষাগ্রন্থ

বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত ছিল। যে কেহ ষড়ঙ্গ অধ্যয়ন করিতেন, তাঁহার বহুমুখ গভীর জ্ঞান জন্মিত।

দর্শনও ছয়খানি। এই সকল, শাস্ত্র সাহায্যে সর্ব্ববিধ বস্তুবিচার দ্বারা, স্বরূপ দর্শন করিবার ক্ষমতা জন্মিত বলিয়াই এই সকল শাস্ত্র দর্শন নামে কথিত। সকল দর্শনেরই উদ্দেশ্য পুরুষার্থ লাভ; আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তিই পুরুষার্থ। পরমাত্মার ও জীবাত্মার যোগই সেই পুরুষার্থ। ইহার প্রথম উপায় জ্ঞানলাভ। কিন্তু প্রত্যেকের পন্থা স্বতন্ত্র। ঐ পন্থা মানবের অধিকারানুরূপ। সুতরাং ষড়্‌দর্শনকে একস্থানে গমনের ছয়টী বিভিন্ন পথ বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

এই ছয় দর্শনে যাহা আছে, তাহার যতটুকু তোমাদের ন্যায় সুকুমারমতিগণের বোধগম্য হইতে পারে, তাহাই এস্থলে বিবৃত হইল।

ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শন সমুদায় পদার্থের শ্রেণীবিভাগ করিয়া মীমাংসা করিয়াছেন যে, মানব ঐ সমুদায় বস্তু প্রমাণ দ্বারা জানিতে পারেন। প্রমাণ ত্রিবিধ;—প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগম (ঋষিবাক্য)। তৎপরে এই পৃথিবী কিরূপে অণুপরমাণু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা মীমাংসিত হইয়াছে। তৎপরে ঈশ্বরতত্ত্বই যে চরম ও প্রধান জ্ঞান, তাহা মীমাংসিত হইয়াছে।

সাংখ্যে নূতন প্রণালীতে বিশেষ বিস্তৃত ভাবে প্রকৃতি পুরুষের বিষয় মীমাংসিত হইয়াছে।

যোগশাস্ত্রে, অন্যান্যশাস্ত্র-কথিত দশ ইন্দ্রিয়ের অতীত সূক্ষ্মতম অন্যান্য ইন্দ্রিয় সম্বন্ধে বিচার আছে; এবং কিরূপে ঐ সমুদায় ইন্দ্রিয় বিকাশ লাভ করিয়া যথাযথ কার্য্যক্ষম হইতে পারে, এবং তাহাদের সাহায্যে পরমাত্মার স্বরূপ উপলব্ধি হইতে পারে, তাহার উপায় বর্ণিত আছে।

মীমাংসাদর্শন, পারত্রিক ও ব্যবহারিক কর্ম্মের মীমাংসা করিয়াছেন, এবং তাহাদের কারণস্বরূপ ও ফল নির্ণয় করিয়াছেন। ঐ কর্ম্মবন্ধনে সংসার বাঁধা।

বেদান্তে ব্রহ্ম মীমাংসা আছে। অর্থাৎ আত্মার স্বরূপ, এবং জীব যে সেই আত্মার অংশ, তাহা নির্ণয়পূর্ব্বক, কি উপায়ে কর্ম্ম বন্ধন হইতে পারে না, বেদান্ত তাহার সুমীমাংসা করিয়াছেন। তৎপরে কিরূপে জীব ঈশ্বরের মায়া শক্তি অবগত হইয়া, যোগবলে মোক্ষ লাভ করিতে পারেন, তাহা বর্ণিত আছে।

প্রথম অধ্যায়।



এক।

একমাত্র, অনন্ত, অনাদি, অব্যয় সদ্বস্তু আছেন ; তিনি "সর্ব্ব" ·
তাঁহা হইতে সমস্ত উৎপন্ন হইয়াছে, তাঁহাতেই লয় হইবে।
"তিনি একং এবং অদ্বিতীয়ং"। (১)

তাঁহাতে, যাহা কিছু ছিল, আছে বা থাকিতে পারে, তাহা সমস্তই আছে। যেমন সমুদ্রের তরঙ্গ উঠে, এই জগৎপ্রপঞ্চও সেই সর্ব্বের তরঙ্গ। যেমন সমুদ্রের তরঙ্গ আবার সমুদ্রে মিশায়, সেইরূপ এই বিশ্বপ্রপঞ্চ আবার তাঁহাতেই লয় হইয়া থাকে। যেমন সমুদ্র জলরাশি, তরঙ্গ তাহারই রূপমাত্র, সেইরূপ এই বিশ্ব প্রপঞ্চও তাঁহারই রূপপরিগ্রহ জানিবে। কারণ "এই সমস্তই ব্রহ্ম"। (২)

(১) সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্। তদ্ধৈক আহুরসদেবেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্ তস্মাদসতঃ সজ্জায়েত॥
(ছান্দোগ্য ৬।২।১)

(২) সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলানিতি শান্ত উপাসীত। অথাহুঃ ক্রতুময়ঃ পুরুষো যথা ক্রতুবান্‌লোকে পুরুষো ভবতি, তথেতঃ প্রেত্য ভবতি, স ক্রতুং কুর্ব্বীত॥ (ছান্দোগ্য ৩।১৪।১)

ইহাই ধর্ম্মের চরম সত্য। মানব "সর্ব্ব"কে বহুনাম প্রদান করিয়াছে। সনাতন ধর্ম্মে তাহার নাম ব্রহ্ম। ইংরাজি ভাষায় তাঁহারই নাম গড্। অর্থস্ফুট করিবার জন্য "গড্ ইন্ হিজ্ ওন নেচর" (God in His own nature) বলা হয়। কখনও কখনও হিন্দুগণ সর্ব্বকে নির্গুণব্রহ্ম উপাধি প্রদানপূর্ব্বক, তাঁহার প্রকাশ-রূপ বা সাকার রূপকে সগুণ ব্রহ্ম আখ্যা প্রদান করিয়া থাকেন। তখন তিনি এই চরাচর বিশ্বের মহেশ্বর; সুতরাং ধারণাযোগ্য হয়েন।

সগুণ ও নির্গুণ, সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষ, ব্রহ্মের এই দুইটি ভাব। এই বিষয় অতি গুরুতর, বালকগণ এইটুকু স্মরণ করিয়া রাখিলেই যথেষ্ট হইবে যে, সগুণ ব্রহ্ম, নির্গুণ ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র নহেন, কেবল নির্গুণ ব্রহ্মেরই অপর ভাব মাত্র। তিনি তখন সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ। তিনিই সৎপুরুষ এবং সমুদায়ের মূল কারণ। তাঁহাকে পুরুষো-ত্তমও বলা হয়। তিনি আত্মস্বরূপ হইয়া মূলপ্রকৃতিকে প্রকাশ করেন। প্রকৃতিই মূর্ত্তি গ্রহণ করেন, তাহা হইলে অনন্ত-বিধ আকার জন্মে। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য যাহা কিছু, সকলি প্রকৃতি-জাত। বর্ত্তমানে অপুষ্ট ইন্দ্রিয়াতীত অনেক বিষয় ও প্রকৃতি

(২) এই সমস্ত জগতই ব্রহ্মময়; সমস্তই তাঁহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তাঁহাতেই লীন হইবেক। শান্ত হইয়া তাঁহার উপাসনা করা কর্ত্তব্য। পুরুষ ক্রতুময় (অধ্যবসায় বা ভাবনাযুক্ত) যে যেমন ভাবনা করে, সে পরকালে সেইরূপ হয়। এজন্য ধ্যান করিবে।

হইতে উৎপন্ন। রাসায়নিকের, কঠিন, তরল ও বাষ্পীয় পদার্থ নিচয় প্রকৃতিজাত। আমরা ইতস্ততঃ যাহা কিছু দেখিতেছি,—প্রস্তর, বৃক্ষ, পশু, মানুষ প্রভৃতি সমুদায় প্রকৃতিজাত। কিন্তু এই সমুদায় দ্রব্যের, সমগ্র অংশই প্রকৃতিজ নহে। কারণ তাহাদের প্রত্যেক অণুতেই ঈশ্বরের অংশ আছে, তাহা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে। আমরা প্রকৃতিজাত অংশসমূহ দেহ শরীর কোষ বা উপাধি বলিয়া থাকি; দেহী, সেই আবরণে আচ্ছাদিত হইয়া প্রকাশরূপ ধারণ করেন; সুতরাং তিনি সকল বস্তুতে প্রাণরূপে বর্ত্তমান আছেন। তিনি আত্মা, অজরামর, সমস্ত পদার্থে থাকিয়া তাহাদিগকে চালিত করিতেছেন। কিছুই তাঁহা ছাড়া থাকিতে পারে না। প্রকৃতির আবরণে আবৃত তাঁহার অংশ, জীব বা জীবাত্মা নামে অভিহিত।

আত্মা ও প্রকৃতিতে ভেদ নির্ণীত হইতেছে। মানবের সমুদায় ইন্দ্রিয়ের পূর্ণ বিকাশ হইলে প্রকৃতির স্বরূপ বোধ করা যায়, কিন্তু আত্মার স্বরূপ বোধ হয় না। প্রকৃতিই দেহ ধারণ করেন, আত্মার রূপ নাই। আত্মাই জীবন, আত্মাই চিন্তা করেন, অনুভব করেন ও দর্শন করেন। তিনিই অস্মদাদির “আমিত্ব”। আত্মা সমুদায় পদার্থে একই। যেমন জলের মধ্যে পাঁচটা ঘট ডুবাইয়া রাখিলে, পাঁচটা ঘটের ভিতর জল অবয়ব ধারণ করিয়া থাকিলেও সমুদায় জল এক, ঠিক সেইরূপ। প্রকৃতির চিন্তাদি করিবার সামর্থ্য নাই। প্রকৃতি জড়। তাহাতে চেতন পদার্থ নাই। জড়ের বিভক্ত হইবার চেষ্টা আছে। সুতরাং আত্মা ও

প্রকৃতিই আদি দ্বৈতবস্তু। উভয়ে পরস্পরের বিপরীত। আত্মা জ্ঞাতা, প্রকৃতি জ্ঞেয়।

ছাত্রগণের এই প্রভেদ যথাশক্তি উপলব্ধি করিতে যত্ন করা কর্ত্তব্য। এবং ইহা মনে রাখা উচিত যে, এই আদিদ্বৈত ভাব হইতে জগত উৎপন্ন হইয়াছে।

আত্মা যেমন সৎ চিৎ ও আনন্দস্বরূপ; প্রকৃতিও তেমনি তমঃ, রজঃ, ও সত্ত্বগুণময়ী। তমোগুণবশে প্রকৃতির দার্ঢ্য ও প্রতিরোধ ক্ষমতা, রজোগুণ বশে গতি, এবং সত্ত্বগুণবশে নিয়ম-পরতন্ত্রতা আছে। তুমি বলিবে, প্রস্তর আপনি চলিতে পারে না। কিন্তু বিজ্ঞান পড়িলে জানিতে পারিবে, প্রস্তরের প্রত্যেক পরমাণু নিরন্তর গতিশীল। ঐ গতি অতি দ্রুত অথচ সুশৃঙ্খলা-যুক্ত। ইহাই বিজ্ঞানের স্পন্দন। ঈশ্বরের যে শক্তিবলে পদার্থ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে, তাহার নাম মায়া বা দৈবী প্রকৃতি। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন,—আমার অপর উৎকৃষ্ট জীব নামক পরা প্রকৃতি, জগতের জীবনস্বরূপ হইয়া এই জগৎ ধারণ করিয়া আছেন। (১)

---

(১) ভূমিরাপোহনলোবায়ুঃ খং মনোবুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা॥
অপরেয়মতস্তন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মেহপরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥

(গীতা ৭ ৪-৫)

এই পুরুষ ও মূল প্রকৃতি জগতের আদি দ্বৈত রূপ। পুরুষ প্রকাশ ও প্রকৃতি গুণস্বরূপ; উভয়েই পরস্পরের সাহায্য করিয়া এই অসংখ্যমূর্ত্তিপূর্ণ ব্রহ্মাণ্ড উৎপন্ন করিয়াছেন। এই শক্তি মায়া, সুতরাং ঈশ্বর মায়ানাথ।

সকল বালকেরই স্মরণ রাখা উচিত যে, শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা পড়িতে গেলে এই সকল তত্ত্ব আয়ত্ত করিতে হয়। এবং গীতা প্রত্যেক হিন্দু বালকের অবশ্যপাঠ্য গ্রন্থ। এস্থলে ইহা বলাও অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, মূলপ্রকৃতি ও প্রকৃতি একার্থবোধক।

*
* *

জ্ঞেয়ং যত্তৎ প্রবক্ষ্যামি যজ্‌জ্ঞাত্বামৃতমশ্নুতে।
অনাদিমৎ পরং ব্রহ্ম ন সৎ তৎ নাসদুচ্যতে ॥ ১২ ॥
সর্ব্বতঃ পাণিপদং তৎ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্।
সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥ ১৩ ॥
সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবর্জিতম্।
অসক্তং সর্ব্বভৃচ্চৈব নির্গুণং গুণভোক্তৃ চ ॥ ১৪ ॥
বহিরন্তশ্চ ভূতানামচরং চরমেব চ।
সূক্ষ্মত্বাৎ তদবিজ্ঞেয়ং দূরস্থং চান্তিকে চ তৎ ॥ ১৫ ॥
অবিভক্তং চ ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতম্।
ভূতভর্ত্তৃ চ তজ্‌জ্ঞেয়ং গ্রসিষ্ণু প্রভবিষ্ণু চ ॥ ১৬ ॥
জ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতিস্তমসঃ পরমুচ্যতে।
জ্ঞানং জ্ঞেয়ং জ্ঞানগম্যং হৃদি সর্ব্বস্য বিষ্ঠিতম্ ॥ ১৭ ॥

(গীতা ১৩ অঃ)

জ্ঞেয় যাহা, তাহা এবে বলিব তোমায়।
জানিলে যাহারে জীব মোক্ষপদ পায়॥
অনাদি পরম ব্রহ্ম জানিও তাঁহারে।
সৎ বলি কেহ তাঁরে প্রমাণিতে নারে॥
অথচ অসৎ নন জানিহ নিশ্চয়।
সত্ত্ব তাঁর বুঝিবারে পারে সে হৃদয়॥ ১২॥
সর্ব্বত্রেই পাণিপাদ চক্ষু শির আর।
মুখ, আদি সর্ব্বেন্দ্রিয় বিরাজিত তাঁর॥
যা কিছু আছয়ে ভবে, ব্যাপিয়া সকল।
বিরাজিত নিরন্তর অনাথ সম্বল॥ ১৩॥
নাহিক ইন্দ্রিয় যন্ত্র আছে গুণাভাস।
সঙ্গহীন অথচ সর্ব্বতঃ সপ্রকাশ॥
তিনি সত্ত্ব রজঃ আদি গুণের অতীত;
অথচ সে গুণসব তাঁহারি আশ্রিত॥ ১৪॥
চরাচর সকলের অন্তর বাহির।
সূক্ষ্ম বলি অবিজ্ঞেয় জানিও সুস্থির॥
অজ্ঞানীর চক্ষে তিনি রয়েছেন দূরে।
জ্ঞানীর নিকটে তিনি সদা দেহপুরে॥ ১৫॥
অবিভক্ত, তবু দেখ বিভক্তের মত।
সৃজন পালন লয় হয় তাঁহে কত॥ ১৬॥
জ্যোতিষ পরম জ্যোতি অন্ধকারাতীত।
জ্ঞান, জ্ঞেয়, জ্ঞানগম্য, হৃদে অধিষ্ঠিত॥ ১৭

আসীদিদং তমোভূতমপ্রজ্ঞাতমলক্ষণম্ ।
অপ্রতর্ক্যমবিজ্ঞেয়ং প্রসুপ্তমিব সর্ব্বতঃ ॥ ৫ ॥
ততঃ স্বয়ম্ভুর্ভগবানব্যক্তো ব্যঞ্জয়ন্নিদং ।
মহাভূতাদি বৃত্তৌজাঃ প্রাদুরাসীত্তমোনুদঃ ৬ ॥
সোঽসাবতীন্দ্রিয়গ্রাহ্যঃ সূক্ষ্মোঽব্যক্তঃ সনাতনঃ ।
সর্ব্বভূতময়োঽচিন্ত্যঃ স এব স্বয়মুদ্বভৌ ॥ ৭ ॥ (মনু ১ অঃ)

আগেতে আছিল ইহা ঘোর অন্ধকার ।
অজ্ঞাত, লক্ষণহীন ছিল চারিধার ॥
অপ্রতর্ক্য, অবিজ্ঞেয়, প্রসুপ্তের মত ।
চারিধারে চরাচরে দেখিতেছ যত ॥ ৫ ॥
পরে সেই অব্যক্ত স্বয়ম্ভু ভগবান ।
ব্যক্ত করিলেন ইহা বুঝহ সন্ধান ।
মহাভূত-আদি সব তাঁর শক্তি সনে ।
তমোহন্তা হয়ে প্রকাশিলা এ ভুবনে ॥ ৬ ॥
অতীন্দ্রিয় গ্রাহ্য সেই সূক্ষ্ম, সনাতন ।
অচিন্ত্য অব্যক্ত যাঁরে বলে জ্ঞানিগণ ॥
সর্ব্বভূতময় সেই অনাদি ঈশ্বর ।
নিজে প্রকাশিয়ে প্রকাশিলা চরাচর ॥ ৭ ॥

***

অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্ব্বভূতাশয়স্থিতঃ ।
অহমাদিশ্চ মধ্যশ্চ ভূতানামন্ত এব চ ॥ ২০ ॥
(গীতা ১০ অঃ)

ওহে, গুড়াকেশ, আমি আত্ম-রূপী হয়ে।
রয়েছি সর্ব্বদা সর্ব্ব ভূতের হৃদয়ে ॥
আমি আদি আমিই সে মধ্য সবাকার।
সকলের অন্ত আমি জেনো ইহা সার ॥ ২০ ॥

***

দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ।
ক্ষরঃ সর্ব্বাণি ভূতানি কূটস্থোঽক্ষর উচ্যতে ॥ ১৬ ।
উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ।
যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ ১৭ ॥
যস্মাৎ ক্ষরমতীতোঽহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ।
অতোঽস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ ॥ ১৮
(গীতা, ১৫ অঃ

ক্ষর ও অক্ষর নামে পুরুষ দুজন।
প্রসিদ্ধ আছেন ভবে শুন দিয়া মন ॥
ক্ষর, জেনো, ভূতচয়, ব্যাপিত সংসার।
অক্ষর, কূটস্থ যিনি জেনো ইহা সার ॥ ১৬ ॥
এই দুই হ'তে শ্রেষ্ঠ পুরুষ যে জন।
পরমাত্মা নামে তিনি বিদিত ভুবন ॥
লোকত্রয়ে অনুস্যুত রহি নিরন্তর।
পালন করেন ইহা অব্যয় ঈশ্বর ॥ ১৭ ॥
সেই আমি ক্ষর হতে অতীত নিশ্চয়।
উত্তম অক্ষর হইতে নাহিক সংশয় ॥
সে কারণে লোকে আর বেদেতে তাহারে।

পুরুষ উত্তম বলি প্রচারে সংসারে ॥ ১৮

*
**

মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।
মনঃষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি ॥ ৭ ॥
(গীতা ১৫ অঃ)

জীবলোকে মম এক অংশ সনাতন।
মায়াবশে জীব রূপ করিল ধারণ ॥
প্রকৃতিস্থ মনঃ আদি ইন্দ্রিয় যে ছয়।
উপভোগ জন্য ভবে সঙ্গে করি লয় ॥ ৭ ॥

সমং সর্ব্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরম্।
বিনশ্যৎস্ববিনশ্যন্তং যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥ ২৭ ॥

... ...

যদা ভূতপৃথগ্ভাবমেকস্থমনুপশ্যতি।
তত এব চ বিস্তারং ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা ॥ ৩০ ॥

... ...

যথা প্রকাশয়ত্যেকঃ কৃৎস্নং লোকমিমং রবিঃ।
ক্ষেত্রং ক্ষেত্রী তথা কৃৎস্নং প্রকাশয়তি ভারত ॥ ৩৩ ॥
(গীতা ১৩ অঃ)

সর্ব্বভূতে অবস্থিত সদা সমভাবে।
অবিনাশী পরম-ঈশ্বরে যেই ভাবে ॥
অবিনাশী দেখে যেই বিনাশী-অন্তরে।
তারি দেখা দেখা ইহা জানিও অন্তরে ॥ ২৭ ॥

... ...

একেতে অনেক যবে করে দরশন।
তখনি বিস্তার হয়ে ব্রহ্মেতে মিলন ॥ ৩০ ॥

... ...

একমাত্র সূর্য্য যেন প্রকাশে ভুবন।
সেইমত ক্ষেত্রী হ'তে ক্ষেত্র প্রকাশন ॥ ৩৩

*
* *

ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা ॥ ৪ ॥
অপরেয়ং ইতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ ॥ ৫ ॥

(গীতা ৭ অঃ)

ক্ষিত্যপ্‌তেজ মরুদ্ব্যোম মন বুদ্ধি আর।
অপরা প্রকৃতি মোর আর অহঙ্কার ॥ ৪ ॥
পরমা প্রকৃতি মোর জীব নাম যার।
আছেন ধারণ করি এ তিন সংসার ॥ ৫ ॥

*
* *

সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবাঃ
নিবধ্নন্তি মহাবাহো দেহে দেহিনমব্যয়ম্ ॥ ৫ ॥

(গীতা ১৪ অঃ)

বিখ্যাত সে তিন গুণ সত্ত্ব রজঃ তম।
প্রকৃতি হইতে, বীর, লভিল জনম ॥
সেই তিন, মহাবাহো, শুন দিয়া মন।
অব্যয় দেহীরে করে দেহেতে বন্ধন ॥ ৫ ॥

দ্বিতীয় অধ্যায়।



বহু।

ঈশ্বর প্রকৃতিতে প্রতিবিম্বিত হইয়া, তাঁহাকে বহু আকারে পরিণত করিলেন। সেই সমুদায় মূর্ত্তির প্রথম প্রকাশ ত্রিমূর্ত্তি। ত্রিমূর্ত্তি প্রকাশ এই ব্রহ্মাণ্ড ঘটনার জন্য। ব্রহ্মাণ্ড=ব্রহ্ম+অণ্ড ; ইহাই এই বিশ্বের সুনিয়ন্ত্রিত অবস্থা। যে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টি করেন, তাহার নাম ব্রহ্মা। যে মূর্ত্তিতে তিনি ইহাকে পালন করেন, তাহাই বিষ্ণু-মূর্ত্তি। আর যখন ব্রহ্মাণ্ড জীর্ণ ব্যবহারাযোগ্য অবস্থা প্রাপ্ত হয়, সেই সময় যে মূর্ত্তিতে তিনি ইহাকে লীন করিয়া পুনর্ব্বিকাশের উপযোগী করেন, সেই মূর্ত্তি শিব বা মহাদেব নামে বিখ্যাত। শিব লয়কর্ত্তা। এই ত্রিমূর্ত্তি ঈশ্বরের প্রথম প্রকাশ। সেই এক অর্থাৎ সগুণ ব্রহ্ম এই তিন প্রকাশে প্রকাশিত আছেন।

ব্রহ্মা প্রকৃতিকে সপ্ত তত্ত্বে পরিণত করেন, উহারা মহাভূত নামে অভিহিত। প্রথম দুটিকে ভিন্ন ভিন্ন নাম দেওয়া হইয়াছে। আমরা সৌকার্য্যার্থে মহৎ বুদ্ধি ও অহঙ্কার শব্দ ব্যবহার করিতে পারি। অহঙ্কার বিশ্লেষণ শক্তি। ইহা দ্বারা প্রকৃতি সূক্ষ্মতম পরমাণুতে বিভক্ত হয়। আর পঞ্চতত্ত্ব যথাক্রমে আকাশ, বায়ু, অগ্নি, অপ্ ও পৃথ্বী নামে অভিহিত। এই

সৃষ্টি, ভূতাদি সৃষ্টি নামে কথিত। উহার উপাদানে সমস্ত বস্তু কিয়ৎ পরিমাণে সৃষ্ট হইয়াছে। এই সমুদায় ভূতে, সত্ব ও রজো গুণাপেক্ষা তমোগুণের আধিক্য বর্ত্তমান। সেইজন্য ভৌতিক পদার্থসমূহ প্রধানতঃ জড়প্রকৃতিবিশিষ্ট। জীব এই আবরণ ভেদ করিয়া সহজে স্বশক্তির পূর্ণরূপে প্রকাশ করিতে পারে না।

ভূতসৃষ্টির পর ইন্দ্রিয়গণের সৃষ্টি হইয়াছিল। প্রথমতঃ এই সমুদায় ব্রহ্মার মনে ভাবরূপে বর্ত্তমান ছিল, অবশেষে ভৌতিক আকার ধারণ করে। ইন্দ্রিয় সমুদায়, জ্ঞান শক্তির কেন্দ্র। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্ যথাক্রমে দর্শন, শ্রবণ, ঘ্রাণ, আস্বাদন ও স্পর্শ দ্বার মাত্র। আবার বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ—পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় অর্থাৎ পঞ্চবিধ কর্ম্মের দ্বার স্বরূপ। এই সমুদায় ইন্দ্রিয়ে সত্ত্ব বা তমোগুণ অপেক্ষা রজোগুণেরই আধিক্য আছে।

ইন্দ্রিয় সৃষ্টির পরে, ব্রহ্মা স্বীয় মানস হইতে ইন্দ্রিয়গণের, অধিষ্ঠাত্রীদেবগণের এবং মনের সৃষ্টি করিলেন। মন পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সহিত ষষ্ঠ ও দশ ইন্দ্রিয়ের অধিপতিরূপে একাদশ ইন্দ্রিয়রূপে পরিগণিত। ইহারই সাহায্যে বাহ্য জগতের বস্তুনিচয় হইতে ইন্দ্রিয়ের উপযোগী দ্রব্য নির্ব্বাচিত ও সংগৃহীত হয়। এই সমুদায় দেবতাতে ও মনে রজো ও তমোগুণাপেক্ষা সত্ত্বগুণের আধিক্য আছে।

ছাত্রগণের জানা উচিত, গুণত্রয় পরস্পর স্বতন্ত্র ভাবে থাকিতে পারে না। কিন্তু কোন পদার্থে কোন গুণের প্রাধান্য দৃষ্ট হয়।

যাহাতে তমোগুণাধিক্য, তাহাকে তামসিক বলা হয়। রজোগুণের আধিক্যে রাজসিক এবং সত্ত্বগুণের আধিক্য বশতঃই সাত্ত্বিক বলা হয়। সকল দ্রব্যই এই তিনের অন্যতম বিভাগ-ভুক্ত।

তৎপরে ব্রহ্মার মানস হইতে দেবগণের উৎপত্তি হইল। তাঁহারা ঈশ্বরের বিধির বশবর্ত্তী হইয়া সমগ্র জগতের যথোপ-যুক্ত রক্ষা বিধান করেন। ঈশ্বর সকলের একমাত্র অধীশ্বর, দেবগণ তাঁহার অমাত্য। ছাত্রগণ, ঈশ্বর ও দেবতা শব্দের পার্থক্য ভুলিও না; ব্রহ্মে ও দেবতাতে একত্ব মনে করিও না। দেবগণ এই ব্রহ্মাণ্ডের পরিচালন জন্য তাঁহার উচ্চতর কর্ম্মচারী স্বরূপ, আমরা মনুষ্য এই পৃথিবীতে তাঁহারই নিম্নতর কর্ম্মচারী মাত্র।

দেবগণের অপর নাম সুর। তাঁহারা প্রত্যেক মনুষ্যকে কর্ম্মানু-রূপ ফল দান করিয়া থাকেন; তাঁহাদের হস্তেই মানবগণের কর্ম্মানুরূপ উন্নতি বা অবনতির ভার। তাঁহারা মানবগণকে বহু উপায়ে সাহায্য করিয়া থাকেন। তাঁহাদের প্রতি মানবগণের সমুদায় কর্ত্তব্য, তাহার অবহেলা ঘটিলেই, অকাল মৃত্যু, পীড়া, দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি জাতীয় দুর্ঘটনা সমূহ উৎপন্ন হয়। দেবগণের সংখ্যা অনেক, তাঁহারা পাঁচজন অধিপতির অধীনে শ্রেণীবদ্ধ। সেই পাঁচজন—ইন্দ্র, বায়ু, অগ্নি, বরুণ ও কুবের। ইহারা পাঁচজনে পঞ্চভূতের অধীশ্বর;—ইন্দ্র ব্যোমপতি, বায়ু মরুৎপতি, অগ্নি তেজোপতি, বরুণ জলেশ, এবং কুবের ক্ষিতিপতি। এই পঞ্চাধি-

পতির অধীনগণের, বিভিন্ন নাম পুরাণ ও ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায়। ভীম, কুবেরানুচর যক্ষগণের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন, একথা, তোমরা মহাভারতে পাঠ করিয়া থাকিবে।

এই দেবগণ রজোগুণ প্রধান। মনু, কর্ম্মই ইঁহাদিগের প্রকৃতি বলিয়াছেন।

অসুরগণ দেবগণের শত্রু। তাহারা প্রকৃতির জড়ত্ব বা বাধক ভাবের প্রতিমূর্ত্তি এবং তমোগুণ প্রধান।

তৎপরে ব্রহ্মার মনে স্থাবর, উদ্ভিদ্, পশু পক্ষী প্রভৃতি ইতর জীব সমুদায় ও মানবের উৎপত্তি হইল। এইরূপে জীবশক্তির যেরূপে ক্রম বিকাশ হইবে, তাহার ক্ষেত্র প্রস্তুত হইল। সংস্কৃত শাস্ত্রে এই জগতের ক্রমবিকাশচক্রকে সংসারচক্র আখ্যা প্রদান করা হইয়াছে।

এই সংসারচক্রে সমস্ত জীব বদ্ধ।

এইরূপে ব্রহ্মার সৃষ্টিকার্য্য সমাপ্ত হইলে তখনও ঐ সমস্ত মূর্ত্তির ভৌতিক দেহের অভাব ছিল। ঐ কার্য্য বিষ্ণু কর্ত্তৃক সম্পন্ন হইল, তিনি সমস্তের স্থিতি ও রক্ষাকর্ত্তা। পুরাণে লিখিত আছে, তিনি প্রাণরূপে সর্ব্বত্র প্রবেশ করিয়াছেন। কিন্তু ইহাই যথেষ্ট নহে। মানব উৎপত্তি হইবার পর ঈশ্বরের তৃতীয় মূর্ত্তি মহাদেব তাহাদিগকে স্বীয় জীবনীশক্তির ভাগী করিয়া পূর্ণ করিলেন। মানব, ভাবাত্মক ঈশ্বরের পূর্ণ প্রতিবিম্বস্বরূপে প্রকাশিত হইল। মানবজীব পূর্ব্ব পূর্ব্ব কল্পে স্থাবর, উদ্ভিদ ও পশ্বাদি দেহে ভ্রমণপূর্ব্বক এতদিনে মানবদেহ গ্রহণপূর্ব্বক

ক্রমবিকাশ লাভ করিতে লাগিল। এই ক্রমবিকাশের সুন্দর বিবরণ ঐতরেয় আরণ্যকে আছে। ঐ কথা বয়স্থ ছাত্রগণ সেই গ্রন্থে, এবং উচ্চশ্রেণীর পাঠ্য সনাতন ধর্ম্মগ্রন্থে দেখিতে পাইবেন।

বিষ্ণুর বিশেষ অবতার বিবরণও এস্থলে উল্লেখযোগ্য। অবতার বলিলে তিনি অবতীর্ণ হইয়াছিলেন; ইহাই বুঝিতে হইবে। কোনও বিশেষ প্রয়োজন সাধন জন্য তাঁহাকে তৎকার্য্য-সাধনোপযোগী যে দেহ পরিগ্রহ করিতে হয়, তাহাই অবতার নামে কথিত। যখন পৃথিবীতে কোনও বিশৃঙ্খলতা উপস্থিত হয়, এবং জগতের উন্নতি কার্য্য যথাযথ চলিবার কোনও ব্যাঘাত ঘটে, তখনই ভগবান্ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া আবার, সুশৃঙ্খলা স্থাপন করিয়া থাকেন।

তাঁহার অবতার অসংখ্য, তন্মধ্যে দশ অবতার প্রধান ও প্রসিদ্ধ—

১। মৎস্য। বৈবস্বত মনু একদা তীর্থে একটি ক্ষুদ্রকায় মৎস্যকে দেখিয়া তাহাকে একটি জলপাত্রে রক্ষা করেন। মৎস্য বর্দ্ধিত হইলে, ঐ পাত্রে তাহার স্থান সঙ্কুলান না হওয়ায় তাহাকে একটি বৃহৎ পাত্রে, পরে ক্রমে ক্রমে, পুষ্করিণী, সরোবর ও নদী, অবশেষে সাগরে স্থানান্তরিত করিলেও সেই মৎস্য বর্দ্ধিত হইয়া আধার পূর্ণ করিয়াছিল। অবশেষে মনু বুঝিতে পারিলেন যে, এই মৎস্য তাঁহার জীবন সূত্রের সহিত সম্বন্ধ। অতএব প্রলয়-জলে, বীজ রক্ষার্থ বহিত্র নির্ম্মাণপূর্ব্বক, ঋষিগণ ও সমুদায়

জীবের বীজ তাহাতে গ্রহণ করিলেন। তখন সেই মহামীন, সেই বহিত্র রক্ষাপূর্ব্বক মনুকে নূতন জগতে স্থাপন করিয়াছিলেন। এই জীবসৃষ্টির প্রথম আরম্ভ।

২। কূর্ম্ম। বিষ্ণু কূর্ম্মাবতারে, পৃষ্ঠে মন্দার ধারণপূর্ব্বক ভূত-সাগর মন্থন করিয়াছিলেন। তাহা হইতে প্রয়োজনীয় সমুদায় দ্রব্য উৎপন্ন হইয়াছিল। কূর্ম্মাবতার জীবসৃষ্টির দ্বিতীয় তরঙ্গ।

৩। বরাহ। বিষ্ণু বরাহাবতারে পৃথিবীকে উদ্ধার করিয়াছিলেন। এই অবতার স্তন্যপায়ী জীবসৃষ্টির প্রতিভূ। এই সময় হইতে জীব শুষ্ক ভূমিতে বাস আরম্ভ করিয়াছে।

নব্য বিজ্ঞান জীবসৃষ্টির যে তিন স্তর স্বীকার করে, তাহা হিন্দুধর্ম্মোক্ত এই তিন অবতার দ্বারা সূচিত হয়।

৪। নৃসিংহ। এই অবতারে ভগবান্ ধরাকে দৈত্যের অত্যাচার হইতে মুক্ত করেন। দৈত্যবংশে প্রহ্লাদ নামক একটি শিশু জন্মিয়াছিলেন। সেই শিশু অতিশয় বিষ্ণুভক্ত ছিলেন। তাঁহার পিতার বহু উৎপীড়নেও সেই ভক্তি বিচলিত হয় নাই। তাঁহার পিতা তাঁহাকে বহু কষ্ট দিবার পর, ভগবান্ স্তম্ভ ভেদ পূর্ব্বক নৃসিংহমূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইয়া সেই দৈত্যরাজকে বিনাশ করেন।

৫। বামন। অবশেষে তিনি বামন মূর্ত্তি গ্রহণ পূর্ব্বক, মানব সৃষ্টির সহায়তা করিয়া বলির নিকট ত্রিপাদ ভূমি ভিক্ষা-চ্ছলে ত্রিভুবন গ্রহণপূর্ব্বক মানব-উন্নতির ক্ষেত্র কণ্টকশূন্য করিয়াছিলেন।

৬। পরশুরাম। ভগবান্ পরশুরাম্ অবতারে দুর্দ্দান্ত ক্ষত্রিয়গণকে শাসনপূর্ব্বক তাহাদিগকে শিক্ষা দিয়াছিলেন যে, অত্যাচারী নিজ ক্ষমতার অপব্যবহার করিলে তাহার মঙ্গল হয় না।

৭। শ্রীরাম। ভগবান্, দশরথাত্মজ রামচন্দ্ররূপে অবতীর্ণ হইয়া তিন ভ্রাতার সহিত ক্ষত্রিয়ের ও রাজার আদর্শ রূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি পূর্ণ মানবের দৃষ্টান্তরূপে বিরাজমান। সুসন্তান, সুপতি, সুভ্রাতা, সুবীর ও সুনরপতিরূপে তিনি প্রজার পালকরূপে বর্ত্তমান ছিলেন; সুতরাং তিনি মানবের পূর্ণ আদর্শ। বাল্মীকির রামায়ণে তাঁহার জীবনী সুগীত হইয়াছে। তুলসীদাসকৃত ভাষাগ্রন্থ উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে এবং কৃত্তিবাসকৃত ভাষাগ্রন্থ বঙ্গের ঘরে ঘরে রামমাহাত্ম্য প্রচার করিতেছে।

৮। শ্রীকৃষ্ণ। ভগবানের প্রেমাবতার শ্রীকৃষ্ণ। তিনি এই মূর্ত্তিতে অসংখ্য ভারতবাসীর পূজ্য। ব্রজে ও বৃন্দাবনে তিনি অদ্ভুত বালকবেশী, অর্জ্জুনের সখা, পাণ্ডবগণের সচিব, ভীষ্মের পরমারাধ্য। এমন ভারতীয় বালক নাই, যে তাঁহার কথা জানে না। তিনি মহাভারত গ্রন্থের মধ্যমণি। বহু পুরাণে তাঁহার জীবনী সুগ্রথিত আছে।

৯। বুদ্ধ। এই অবতারে রাজপুত্র হইয়াও তিনি সিংহাসন ও সুখসম্পদ ত্যাগ করিয়া যতিবেশে সত্যধর্ম্ম প্রচার করিয়া দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। তিনি শাক্যমুনি, গৌতম ও সিদ্ধার্থ নামে পরিচিত। বৌদ্ধ ধর্ম্মের তিনি আদি প্রবর্ত্তক। আজি কোটী

কোটী মানব সেই ধর্ম্মানুসরণ করিতেছে। এইরূপে ভগবান্, বহু অনার্য্যজাতিকে ধর্ম্মপথে প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন।

১০। কল্কী। ভগবান্ কল্কী অবতার হইয়া কলিযুগের সমাধান করিবেন। তাঁহার আগমনের পর আবার সত্যযুগের সঙ্গে নূতন মহাযুগ আরব্ধ হইবে।

পশ্যামি দেবাংস্তব দেব দেহে
সর্ব্বাংস্তথা ভূতবিশেষসংঘান্।
ব্রহ্মাণমীশং কমলাসনস্থং
ঋষীংশ্চ সর্ব্বানুরগাংশ্চ দিব্যান্॥ ১৫ ॥

... ...

রুদ্রাদিত্যা বসবো যে চ সাধ্যা
বিশ্বেঽশ্বিনৌ মরুতশ্চোষ্মপাশ্চ।
গন্ধর্ব্বযক্ষাসুরসিদ্ধসঙ্ঘাঃ
বীক্ষন্তে ত্বাং বিস্মিতাশ্চৈব সর্ব্বে॥ ২২ ॥

(গীতা ১১ অঃ)

ওহে দেব, দেহে তব হেরিতেছি দেব সব,
হেরিতেছি প্রাণী অগণন।
হেরি দিব্য ঋষিগণ, সমুদায় নাগগণ,
ঈশ ব্রহ্মা কমললোচন॥ ১৫ ॥
রুদ্রাদিত্যবসুগণ, আর সাধ্য অগণন,
বিশ্বদেব অশ্বিনীকুমার।

মরুৎ উষ্মপা আর যক্ষাসুর নাহি পার,
যতেক গন্ধর্ব্ব সিদ্ধ আর।
বিস্ময় পূরিত প্রাণে হেরিছে তোমার পানে
ভাবিছেন মহিমা তোমার ॥ ২২ ॥

***

ইন্দ্রং মিত্রং বরুণমগ্নিমাহু-
রথো দিব্যঃ স সুপর্ণো গরুত্মান্।
একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্ত্য-
গ্নিং যমঃ মাতরিশ্বানমাহুঃ ॥

(ঋক্ ১।৬৪।৪৬)

ইন্দ্রমিত্র বরুণাগ্নি বলে সবে তাঁরে,
তিনি সে সুবর্ণ পক্ষধারী গরুত্মান্।
মুনিগণ, একে বহু ঘোষেন সংসারে,
মাতরিশ্বা অগ্নি যম নামে করে গান ॥ ৪৬ ॥

***

আত্মৈব দেবতাঃ সর্ব্বাঃ সর্ব্বমাত্মন্যবস্থিতম্।

(মনু ১২।১১৯)

সকল দেবতা আত্মা নাহিক সংশয়।
সকলি আত্মাতে, দেখ, অবস্থিত রয় ॥ ১১৯ ॥

***

এতমেকে বদন্ত্যগ্নিং মনুমন্যে প্রজাপতিম্।
ইন্দ্রমেকেঽপরে প্রাণমপরে ব্রহ্ম শাশ্বতম্ ॥

(মনু ১২।১২৩।)

কেহ বলে অগ্নি, কেহ মনু, প্রজাপতি।
কেহ ইন্দ্র, কেহ প্রাণ, সর্ব্বজীবগতি॥
অপরে তাঁহারে বলে ব্রহ্ম সনাতন।
এক তিনি বহুরূপ করিলা ধারণ॥ ১২৩।

***

যথা সুদীপ্তাৎ পাবকাদ্বিস্ফুলিঙ্গাঃ
সহস্রশঃ প্রভবন্তে সরূপাঃ।
তথাক্ষরাদ্বিবিধাঃ সৌম্যভাবাঃ
প্রজায়ন্তে তত্র চৈবাপি যান্তি॥

... ...

এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ।
খং বায়ুর্জ্যোতিরাপশ্চ পৃথ্বী বিশ্বস্য ধারিণী॥

... ...

তস্মাচ্চ দেবা বহুধা সম্প্রসূতাঃ
সাধ্যা মনুষ্যা পশবো বয়াংসি॥

(মুণ্ডকোপনিষৎ ২।১।১-৭)

প্রদীপ্ত পাবক হইতে স্ফুলিঙ্গ যেমন,
সহস্র সহস্র উঠে সবে একাকার।
সেইমত অক্ষর হইতে অগণন
ভাবের উৎপত্তি, লয় সন্দেহ কি তার॥

... ...

সেই সে অক্ষর হ'তে প্রাণ আর মন।
উৎপন্ন হয়েছে যত ইন্দ্রিয়ের গণ॥
আকাশ, বাতাস, জ্যোতি, জল তত্ত্ব আর।
বিশ্বের ধারিণী ধরাতত্ত্ব চমৎকার॥

... ...

তাঁ'হতে বহুধা করে আকাশ ধারণ
দেব সিদ্ধ নর আর পশু পক্ষিগণ॥

***

সত্ত্বাৎ সঞ্জায়তে জ্ঞানং রজসো লোভ এব চ।
প্রমাদমোহৌ তমসো ভবতোঽজ্ঞানমেব চ॥ ১৭॥
ঊর্দ্ধং গচ্ছন্তি সত্ত্বস্থা মধ্যে তিষ্ঠন্তি রাজসাঃ।
জঘন্যগুণবৃত্তিস্থা অধো গচ্ছন্তি তামসাঃ॥ ১৮॥

(গীতা ১৪ অঃ)

সত্ত্ব হ'তে জ্ঞান জন্মে, লোভ রজঃ হ'তে।
অজ্ঞান প্রমাদ মোহ তমস হইতে॥ ১৭॥
সত্ত্বাশ্রয়ী ঊর্দ্ধদেশে রহে অনুক্ষণ।
রাজস প্রকৃতি মধ্যে করে বিচরণ॥
জঘন্য যে গুণবৃত্তি করিয়া আশ্রয়।
তামস প্রকৃতি জন অধোগামী হয়॥ ১৮॥

***

সত্ত্বং সুখে সঞ্জয়তি রজঃ কর্ম্মণি ভারত।
জ্ঞানমাবৃত্য তু তমঃ প্রমাদে সঞ্জয়ত্যুত॥ ৯॥

রজস্তমশ্চাভিভূয় সত্ত্বং ভবতি ভারত।
রজঃ সত্ত্বং তমশ্চৈব তমঃ সত্ত্বং রজস্তথা ॥ ১০ ।
সর্ব্বদ্বারেষু দেহেঽস্মিন্ প্রকাশ উপজায়তে।
জ্ঞানং যদা তদা বিদ্যাৎ বিবৃদ্ধং সত্ত্বমিত্যুত ॥ ১১ ॥
লোভঃ প্রবৃত্তিরারম্ভঃ কর্ম্মণামশমঃ স্পৃহা।
রজস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে ভরতর্ষভ ॥ ১২ ॥
অপ্রকাশোঽপ্রবৃত্তিশ্চ প্রমাদো মোহ এব চ।
তমস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে কুরুনন্দন ॥ ১৩ ॥
(গীতা ১৪ অঃ)

সত্ত্বগুণে সুখসনে হয় যে মিলন।
হে ভারত, রজোগুণে কর্ম্মের বন্ধন ॥
তমোগুণ অনুদিত জ্ঞান আবরিয়া।
দেহীকে প্রমাদে রাখে আবদ্ধ করিয়া ॥ ৯ ॥
হে ভারত, রজোতমঃ করি অভিভব।
কভু বিশেষিয়া হয় সত্ত্বের উদ্ভব ॥
কভু সত্ত্ব-তমোগুণে পরাভূত করি।
রজোগুণ বৃদ্ধি পায় সবার উপরি ॥
কভু সত্ত্ব-রজঃ দুই দমন করিয়া।
তমোগুণ বৃদ্ধি পায় প্রবল হইয়া ॥ ১০ ॥
যেই কালে এদেহের সর্ব্বদ্বার পথে,
জ্ঞানময় প্রকাশ করিবে দরশন।
জানিও হয়েছে সত্ত্বগুণের বিকাশ,
সত্ত্বগুণে প্রকাশ যে শাস্ত্রের লিখন ॥ ১১ ॥

শুনহে ভরতর্ষভ দেহে যেই কালে,
প্রবৃত্তি, অশান্তি, লোভ হয়েছে উদয়।
কর্ম্মের আরম্ভ, স্পৃহা জন্মিবে যে কালে।
রজোগুণ বৃদ্ধি তবে জানিহ নিশ্চয়॥ ১২॥
প্রকাশের নাশ, আর উদ্যম অভাব।
মিথ্যা বস্তু সত্যজ্ঞান প্রমাদের ভাব॥
অনৃত বিষয়ে সদা মনের নিবেশ।
তমোবৃদ্ধিলক্ষণ সে জানিবে বিশেষ॥ ১৩॥
যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহং॥ ৭॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥ ৮॥
যেই কালে ধর্ম্মগ্লানি, অধর্ম্ম উদয়।
অবতার হই আমি সেইত সময়॥ ৭॥
দুষ্কৃতির নাশ করি সাধুর রক্ষণ।
যুগে যুগে অবতরি ধর্ম্মের কারণ॥ ৮॥

তৃতীয় অধ্যায়।

পুনর্জন্ম তত্ত্ব।

পূর্ব্ব অধ্যায়ে ক্রমোন্নতির কথা বলা হইয়াছে। জীবাত্মা দেহ হইতে দেহান্তর ভ্রমণ দ্বারা এই ক্রমোন্নতি লাভ করে। প্রসুপ্ত শক্তির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তাহার দেহেরও উন্নতি হয়। এই দেহান্তর গমন বা ভ্রমণ-ব্যাপারেরই নামান্তর পুনর্জন্ম। পুনর্জন্ম বলিলে, পুনরায় স্থূলভৌতিকদেহগ্রহণ বুঝায়। এই পুনর্জন্ম রহস্যটী কি, তাহা একটু আলোচনা করা যাউক।

জীব ব্রহ্মের অংশ। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় বলিয়াছেন—

"মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।"

জীবে ব্রহ্মশক্তি সমুদায় বর্ত্তমান আছে, অতএব জীব ব্রহ্ম। শ্রুতি বলিতেছেন "তত্ত্বমসি" "তুমিই সেই ব্রহ্ম।" কিন্তু তথাপি দেশ ও কালজনিত প্রভেদ আছে। বীজ, বৃক্ষের অংশ হইলেও, বৃক্ষ হইবার ক্ষমতা রাখিলেও, বীজাবস্থায় তাহা বীজ বই বৃক্ষ নহে। বৃক্ষ বীজকে উৎপন্ন করিয়াছে, বীজমধ্যে বৃক্ষের প্রকৃতি ও শক্তি প্রচ্ছন্নভাবে বর্ত্তমান আছে। বৃক্ষ হইতে বীজ চ্যুত হইয়া ধীরে ধীরে বর্দ্ধিত হয় এবং ক্রমশঃ স্বীয় প্রচ্ছন্নশক্তিসমূহের বিকাশ করে, অবশেষে স্বীয় জনকের ন্যায় বৃক্ষে পরিণত হয়। বীজের আর কিছু হইবার সাধ্য নাই, কারণ, তাহাতে জনকের স্বভাব প্রচ্ছন্নভাবে

বর্ত্তমান। জীব সম্বন্ধেও সেই কথা বলা যাইতে পারে। জীব ঈশ্বর হইতে বীজবৎ প্রকৃতিক্ষেত্রে পতিত এবং ক্রমে বর্দ্ধিত হইয়া, প্রচ্ছন্নশক্তিসমূহের বিকাশ করিতে করিতে ক্রমে ঈশ্বরত্বই প্রাপ্ত হইবে। তাহার আর কিছু হইবার সম্ভাবনা নাই, তাহাতে স্বীয় জনকের সমুদায় গুণ প্রচ্ছন্নভাবে নিহিত রহিয়াছে।

ঈশ্বর জ্ঞানময় ও সর্ব্বশক্তিমান্। কিন্তু জীব অজ্ঞ ও শক্তিহীন। শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে লিখিত আছে—

"জ্ঞাজ্ঞৌ দ্বাবজাবীশনীশা বজাহ্যেকাভোক্তৃর্ভোগ্যার্থযুক্তা।

অনন্তশ্চাত্মা বিশ্বরূপোহ্যকর্ত্তা ত্রয়ং যদা বিন্দতে ব্রহ্মমেতৎ॥"

সেই শক্তিহীন ও অজ্ঞ জীব ক্রমবিকাশবশে জ্ঞান ও শক্তির বৃদ্ধি দ্বারা ক্রমে স্বরূপ লাভ করিবে।

ইতিপূর্ব্বে আলোচিত হইয়াছে, জীব ভৌতিক আবরণে আবৃত হইয়া সর্ব্বপ্রথমে স্থূলজগতে প্রবেশ করে। সেই সময়ে বাহ্যজগতের বিষয়ে তাহার বিন্দুমাত্রও জ্ঞান থাকে না। বাহ্যজগতের ঘটনাচক্রের পীড়নে ক্রমে তাহার সে জ্ঞান, ও পরে তাহার স্বীয় অস্তিত্ব জ্ঞান উদ্দীপিত হইতে থাকে। ভূকম্পন, আগ্নেয়গিরির প্রস্রবণ, ভূভঙ্গ প্রভৃতি ভয়ঙ্কর বাহ্যজগতের শক্তির ঘাত-প্রতিঘাতে জীবে ক্রমে বহির্জ্ঞানের উদ্দীপন হয়, ক্রমে জীব বুঝিতে থাকে সে একা নহে, বাহিরে আরও অনেক কি আছে। পাঠক ভূমণ্ডলের আত্মাবস্থার ইতিহাস বা প্রত্নতত্ত্ব পাঠ করিলে দেখিতে পাইবেন যে, সেই সময়ে ঐ প্রকার ভীষণ ঘটনার বিশেষ প্রাচুর্য্য ছিল; কারণ তখন বালাত্মার প্রবোধনের জন্য ঐ সকল

ঘটনার প্রয়োজন ছিল। অনেক কাল এইরূপ বহু ঘাতপ্রতিঘাতের সাহায্যে জীবাত্মা কতকটা প্রবুদ্ধ হইয়া ক্রমে ধাতু অপেক্ষা কোমলতর দেহলাভের উপযোগী হয় ও উদ্ভিদ দেহ ধারণ করে। আর ঈশ্বর হইতে ধারাবাহিক্রমে-প্রসৃত নূতন জীবাত্মা আসিয়া ধাতুজগতে তাহার স্থান অধিকার করে।

অতঃপর উদ্ভিদ্‌দেহস্থ জীবাত্মা পুনঃ পুনঃ বহির্জগতের সংসর্গে অধিকতর প্রবুদ্ধ হইয়া, প্রখর সূর্য্যকিরণ, মধুর মন্দ সমীরণ, সুস্নিগ্ধ বারিপতন, অনুভব করিতে করিতে কিঞ্চিদধিক পরিমাণে বহিঃপ্রজ্ঞ হইয়া ক্রমশঃ অপেক্ষাকৃত দীর্ঘজীবি গুল্মাদিকে আশ্রয় পূর্ব্বক অধিকতর শক্তি বিকাশ করিতে লাগিল। অবশেষে এইরূপ ক্রমবিকাশ দ্বারা প্রাণীজগতে প্রবেশের উপযোগী হইলে ঐ উদ্ভিদ-রূপিজীবাত্মা তখন প্রাণী দেহ প্রাপ্ত হয়। ধাতুরাজ্য হইতে নূতন জীব আসিয়া উদ্ভিদরাজ্যে তাহার স্থান অধিকার করে এবং ঈশ্বর হইতে নূতন জীবাত্মা ধাতুদেহ গ্রহণ করিয়া পূর্ব্বোক্ত জীবাত্মাগণের ত্যক্তস্থান অধিকার করিয়া থাকে।

প্রাণী দেহলাভ করিলে পর জীবাত্মার বিকাশকার্য্য দ্রুততর সম্পন্ন হইতে থাকে। আহার জন্য বা কলহবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য পরস্পরকে যুদ্ধ ও বুদ্ধি দ্বারা পরাভূত করিবার চেষ্টায় তাহাদের ইন্দ্রিয়শক্তি ও সামান্য সামান্য মানসিক শক্তির উত্তরোত্তর স্ফূর্ত্তি হয়। অবশেষে পশুদেহ তাহাদের ক্রমাভিব্যক্তির অনুপযোগী হইয়া পড়িলে, তাহারা মানবদেহ লাভ করিয়া [redacted] ক্রমবিকাশের উচ্চতর সোপানে আরোহণ করিতে থাকে।

পাঠক জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, "কিরূপে নির্ভিন্ন দেহ জীবের স্বীয় শক্তির অনুরূপ হয়?" তাহার উত্তর এই, জীবের নিজ আন্তরিক চেষ্টাই তাহার কারণ। যে ভৌতিক আবরণে সে আবৃত, সেই আবরণ উন্মুক্ত করিয়া সে স্বীয় অনায়ত্ব বিষয় আয়ত্বাধীন করিতে চায়। দেখিবার ইচ্ছা হইলে তাহার বহির্মুখী দৃষ্টি-শক্তি বহিরাবরণ ধীরে ধীরে ভেদ করিয়া চক্ষুগোলক নির্ভিন্ন করে। অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের বিকাশও এই ভাবে হইয়া থাকে। সকল ইন্দ্রিয় জীবাত্মার বহির্মুখি প্রবৃত্তির বশে অন্তর হইতে বাহিরে প্রকাশিত হইয়া থাকে। জীব স্বীয় প্রচ্ছন্নশক্তি বিকাশের ইচ্ছা ও চেষ্টা দ্বারা সেই সমুদায়ের প্রকাশ করে। ইন্দ্রিয়াদির অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণ স্বীয় শরীরস্থ ও তত্তৎকার্য্যে উপযুক্ত তত্ত্ব সকল দানে তৎকার্য্যে সহায়তা করিয়া থাকেন। যখন দর্শনেচ্ছা প্রবল হয়, অগ্নি তাহাকে স্বীয় আগ্নেয় তত্ত্ব প্রচুরভাবে প্রদান করেন, সুতরাং উহা আলোকরশ্মির প্রকম্পনে প্রকম্পিত হইতে পারে, এবং তাহাতে দর্শনজ্ঞানের উপযুক্ত বহিরিন্দ্রিয় উৎপন্ন হয়। আস্বাদন স্পৃহা জন্মিলে বরুণদেব, তাঁহার আপস্তত্ত্ব হইতে জলীয় উপাদান দিয়া স্বাদগ্রহণ উপযোগী বহিরিন্দ্রিয় উৎপাদন করেন। এইরূপেই, তাহার দেহ ক্রমশঃ ইচ্ছাও প্রয়োজনানুরূপ গঠিত হইতে থাকে। একটী দেহ একেবারে ক্রমোন্নতির অনুপযোগী হইয়া পড়িলে, জীবাত্মা সে দেহ ত্যাগ করিয়া দেহান্তর গ্রহণ করেন। তাঁহার বিকাশ ক্রমশঃই দ্রুততর সাধিত হইতে থাকে। কারণ, প্রচ্ছন্ন-শক্তি সমূহ যত অধিক স্বাধীন ভাবে কার্য্য করিবার উপযোগী

হয়, ততই জীব ইন্দ্রিয়গণের পটুত্ব নিবন্ধন শীঘ্র শীঘ্র অভীষ্ট ফল লাভ করিয়া দ্রুততর প্রবুদ্ধ হইতে থাকে। ইহাই ক্রমবিকাশের সাধারণ নিয়ম।

পাঠকগণ যাহাতে পুনর্জ্জন্মের মূলতত্ত্ব সহজে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন এই আশায়, ক্রমবিকাশের স্তরগুলি স্থূলতঃ উপরে বিবৃত হইল। বাস্তবিক কিন্তু ক্রমবিকাশতত্ত্ব ইহা অপেক্ষা অনেক জটিলতর এবং জীবের ক্রমোন্নতিমূলক সংসারবৃক্ষ বহুশাখাযুক্ত ও অনন্ত। জীবের ক্রমোন্নতি মার্গের বিশিষ্ট সোপান হইতেও পতনের সম্ভাবনা আছে, এবং কখন কখন তাহাকে একাবস্থায় বহুদিন থাকিতেও হয়। কোনও শক্তির হয়ত বিকাশ হয় নাই, হয়ত কিছু শিখিতে বাকি আছে, সেই শক্তি, সেই জ্ঞান পাইবার জন্য তাহাকে আবার, স্কুলে অমনোযোগী ছাত্রের ন্যায়, নিম্নতর স্তরে নামিয়া আসিতে হইতে পারে। এইরূপে মানবকে পশুদেহ বা উদ্ভিদদেহ, এমন কি অত্যন্ত তামসিক স্বভাব হইলে, প্রস্তরদেহও প্রাপ্ত হইতে হয়। পূর্ব্বে মানবদেহের অব্যবহারের ফলে, সেই নীচ দেহে কিছুকাল কারারুদ্ধ থাকিয়া জীবাত্মা ভবিষ্যতে মানবদেহের যথোচিত ব্যবহারের আবশ্যকতা তাহার উপলব্ধি করে। উচ্চশক্তিশালী জীবাত্মা, নিম্নশক্তি বিকাশোপযোগী দেহে আবদ্ধ থাকে বলিয়া ইহা তাহার পক্ষে কারাবাসাবস্থার ন্যায়। তখন স্বাধীনতার অভাবে, মানবশক্তি বিকাশ করিবার উপাধি অভাবে, তাহার বড়ই কষ্ট হয়।

কিন্তু জীব চিরদিন এই জন্মমৃত্যু-চক্রে আবদ্ধ থাকিবে না। কেবলমাত্র বাসনারজ্জু দ্বারা সে এই চক্রে আবদ্ধ। যতদিন পার্থিব

বাসনা থাকিবে, ততদিন পৃথিবীতে আসা যাওয়া ঘুচিবার নহে। কিন্তু বাসনার নাশে আর বন্ধন থাকে না ; তখন জীব মুক্ত হয়। তখন আর তাহার জন্ম লইবার প্রয়োজন থাকে না, কারণ তখন তিনি মুক্ত জীব।

প্রায়শঃ মুক্তাত্মাগণ অপরকে মোক্ষলাভে সাহায্য করিবার জন্য (কর্ম্ম বশে নহে) এই জগতে দেহ ধারণ করিয়া থাকেন। সেইরূপ মুক্তাত্মাগণের বিবরণ আমরা বেদ ও পুরাণেতিহাসাদিতে দেখিতে পাই। কোনও স্থানে তাঁহারা ঋষি, কোথাও বা রাজা, কোথাও বা সাধারণ মনুষ্যরূপে থাকেন। কিন্তু বাহ্যমূর্ত্তিতে তাঁহারা যাহাই হউন না কেন, তাঁহারা পবিত্রতম, নিঃস্বার্থ ও শান্ত। তাঁহাদের জীবন কেবল লোকহিতার্থে। তাঁহারা জগতের উপকারার্থ জীবনপাত করিয়াই সন্তুষ্ট। কারণ তাহারা ঈশ্বরের সহিত অভিন্নত্ব লাভ করিয়াছেন।

***

দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা ।
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তির্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি ॥ ১৩ ॥
(গীতা ২ অঃ)

দেহীর এদেহে যথা কৌমার যৌবন ।
পরে জরা ধীরে ধীরে করে আগমন ।
সেইরূপ দেহান্তর প্রাপ্তি সুনিশ্চয় ।
বুদ্ধিমানে তার তরে দুঃখিত না হয় ॥ ১৩ ॥

***

অন্তবন্ত ইমে দেহা নিত্যস্যোক্তাঃ শরীরিণঃ ।
অনাশিনোঽপ্রমেয়স্য তস্মাদ্ যুধ্যস্ব ভারত ॥ ১৮ ॥
য এনং বেত্তি হন্তারং যশ্চৈনং মন্যতে হতং ।
উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হন্তি ন হন্যতে ॥১৯॥
ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচি-
ন্নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ॥ ২০ ॥
বেদাবিনাশিনং নিত্যং য এনমজমব্যয়ং ।
কথং স পুরুষঃ পার্থ কং ঘাতয়তি হন্তি কং ॥ ২১ ॥
বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি ।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা-

অন্যানি সংযাতি নবানি দেহী ॥ ২২ ॥

(গীতা ২ অঃ)

অবিনাশী অপ্রমেয় নিত্য যেই জন ।
সে দেহীর নাশশীল এই দেহগণ ॥
অতএব মিথ্যা মোহ করি পরিহার ।
যুদ্ধ কর, হে ভারত, কহিলাম সার ॥ ১৮ ॥
হন্তা কিম্বা হত তারে ভাবে যেইজন ।
জানে না সে, নহে হন্তা, হত, কদাচন ॥ ১৯ ॥
না আছে জনম তার না আছে মরণ ।
প্রকাশের পরে নাহি অসত্বা কথন ॥
অজ নিত্য পুরাতন শাশ্বত নিশ্চয়
শরীরের নাশে তার নাশ নাহি হয় ॥ ২০ ॥
অবিনাশী জন্মহীন নিত্য সে অব্যয় ।
যে জানে, সে, বল পার্থ, করে কারে ক্ষয় ॥ ২১ ॥
যথা জীর্ণবাস গুলি পরিহার করি ।
সুসজ্জিত হয় নর নববস্ত্র পরি ॥
সেইরূপ জীর্ণ দেহ করি পরিহার ।
নবদেহ ধরি দেহী সাজে আর বার ॥ ২২ ॥

***

দেহী নিত্যমবধ্যোঽয়ং দেহে সর্ব্বস্থ ভারত ।
তস্মাৎ সর্ব্বাণি ভূতানি ন ত্বং শোচিতুমর্হসি ॥৩০॥

(গীতা ২ অঃ)

***

সকল দেহের দেহী অবধ্য নিশ্চয়।
হে ভারত, সেই হেতু শোক ভাল নয় ॥৩০॥

***

তদ্‌যথা পেশস্কারো পেশসো মাত্রামুপাদায়ান্যন্নবতরং কল্যাণতরং রূপং তনুত এবমেবায়মাত্মেদং শরীরং নিহত্যাবিদ্যাং গময়িত্বান্যন্নবতরং কল্যাণতরং রূপং কুরুতে ॥

(বৃহদারণ্যক ৪।৪।৪)

যথা স্বর্ণকার স্বর্ণখণ্ড ল'য়ে
অন্যাকার করে তার।
নবতর রূপ প্রদানি তাহারে
সুন্দর করে আকার ॥
আত্মা সেইরূপ এই দেহ ত্যজি
অবিদ্যার নাশ করি।
করে নবতর দেহের আশ্রয়
সুসুন্দর রূপ ধরি ॥৪॥

***

ব্রহ্মণ্যাধায় কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা করোতি যঃ
লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা ॥১০॥
কায়েন মনসা বুদ্ধ্যা কেবলৈরিন্দ্রিয়ৈরপি।
যোগিনঃ কর্ম্ম কুর্ব্বন্তি সঙ্গং ত্যক্ত্বাত্মশুদ্ধয়ে ॥১১॥

যুক্তঃ কর্ম্মফলং ত্যক্ত্বা শান্তিমাপ্নোতি নৈষ্ঠিকীং।
অযুক্তঃ কামকারেণ ফলে সক্তো নিবধ্যতে ॥১২॥
(গীতা ৫ অঃ ১২)

যেই জন ব্রহ্মে কর্ম্ম করি সমর্পণ।
আসক্তি ত্যজিয়া করে কর্ম্ম আচরণ ॥
পদ্মপত্রে জল যথা লিপ্ত নাহি হয়।
সেইরূপ সেইজন পাপ মুক্ত রয় ॥১০॥
আসক্তি বিহীন যোগী আত্মশুদ্ধি তরে।
দেহ মন বুদ্ধি নিজ নিয়োজিত করে।
অথবা সে কর্ম্ম-অভিনিবেশ বিহীন।
ইন্দ্রিয় সহায়ে কর্ম্ম করে অনুদিন ॥১১॥
যুক্ত-জন কর্ম্ম-ফল আসক্তি ছাড়িয়া।
লবেন নৈষ্ঠিকী শান্তি করম করিয়া ॥
অযুক্ত যে জন তাঁর কামনার ফলে।
বদ্ধ হয় কর্ম্মফাঁসে আসক্তির বলে ॥১২॥

***

বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনি চৈব স্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ ॥১৮॥
ইহৈব তৈর্জিতঃ সর্গো যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ।
নির্দোষং হি সমং ব্রহ্ম তস্মাদ্‌ব্রহ্মণি তে স্থিতাঃ ॥১৯॥
ন প্রহৃষ্যেৎ প্রিয়ং প্রাপ্য নোদ্বিজেৎ প্রাপ্য চাপ্রিয়ং।
স্থিরবুদ্ধিরসংমূঢ়ো ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মণি স্থিতঃ ॥২০॥

বাহ্যস্পর্শেষ্বসক্তাত্মা বিন্দত্যাত্মনি যৎ সুখং ।
স ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা সুখমক্ষয়মশ্নুতে ॥২১॥
বিদ্যা আর বিনয়েতে যুক্ত যে ব্রাহ্মণ ।
জ্ঞানী, করে চণ্ডালেতে সমদরশন ॥
গাভী, হস্তী অথবা সে কুকুরের সনে ।
তুল্যভাব, ভেদাভেদ নাহি কিছু মনে ॥১৮॥
সাম্যভাবে অবস্থিত যাঁহাদের মন ।
সংসারে সংসারজয়ী জেনো সেই জন ॥
সকল স্থানেই ব্রহ্ম নির্দোষ সমান ।
এই হেতু ব্রহ্মে স্থিত সেই মতিমান ॥১৯॥
ব্রহ্মবিৎ সেই জন ব্রহ্মে অবস্থিত ।
স্থির বুদ্ধি তিনি সদা মোহ বিরহিত ।
প্রিয়বস্তু পেলে তার হর্ষ নাহি হয় ।
অপ্রিয় হ'লেও নাহি উদ্বেগ নিশ্চয় ॥২০॥
বাহ্য বিষয়েতে যিনি অনাসক্ত মন ।
আত্মাতে যে শান্তিসুখ লভে সেইজন ॥
ব্রহ্মে যোগযুক্ত হ'য়ে সেই ভাগ্যবান ।
অক্ষয় সুখেতে হন বিভোর পরাণ ॥২১॥

***

যোঽন্তঃসুখোঽন্তরারামস্তথান্তর্জ্জ্যোতিরেব যঃ ।
স যোগী ব্রহ্মনির্ব্বাণং ব্রহ্মভূতোঽধিগচ্ছতি ॥২৪॥
লভন্তে ব্রহ্মনির্ব্বাণমৃষয়ঃ ক্ষীণকল্মষাঃ ।

ছিন্নদ্বৈধা যতাত্মানঃ সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ ॥২৫॥
কামক্রোধাবযুক্তানাং যতীনাং যতচেতসাং ।
অভিতো ব্রহ্মনির্ব্বাণং বর্ত্ততে বিদিতাত্মনাম্ ॥২৬॥
(গীতা ৫ অঃ)

আত্মাতেই সুখ যাঁর, আমোদ আত্মায় ।
আত্মাতেই দৃষ্টি সেই মোক্ষ পদ পায় ॥২৪॥
ক্ষীণ পাপ যিনি, যাঁর নাহিক সংশয় ।
সংযত হয়েছে চিত্তবৃত্তি সমুদয় ।
সর্ব্বভূতহিতে রত সমদরশন ।
লভেন ব্রহ্মনির্ব্বাণ হেন ঋষিগণ ॥২৫॥
কামক্রোধ বিমুক্ত যে যতি যত-চিত ।
সুনিকট মোক্ষ তাঁর জীবিত কি মৃত ॥২৬॥

চতুর্থ অধ্যায়

কর্ম্ম অর্থে বর্ত্তমানে যাহা করা হইতেছে, তাহার সহিত ভবিষ্যৎ ফলের যে নির্দ্দিষ্ট ও বিশিষ্ট সম্বন্ধ তাহাই বুঝায়। কোন বিষয়ই অকস্মাৎ বা অকারণে ঘটে না; সকলেরই কারণ আছে। তাহারা নিয়মিতভাবে পর্য্যায়ক্রমে সংঘটিত হয়।

একটি বীজ বপন করিলে, তাহা অঙ্কুরিত হইয়া ক্ষুদ্র কাণ্ড উৎপন্ন করে। সেই কাণ্ডে পত্র হয়। তাহাতে পুষ্পোদ্গম হয়; তার পর ফল হয়। ফলে পুনরায় বীজ জন্মে; সেই বীজ হইতে আবার পূর্ব্বক্রমে কাণ্ড, পত্র, পুষ্প, ফল ও বীজ উৎপন্ন হইয়া থাকে। যে বৃক্ষের বীজ, তাহাতে সেই বৃক্ষই জন্মে। ধান্য হইতে ধান্য হয়; যবে যবেরই উৎপত্তি হইয়া থাকে; গোধুম হইতে গোধুম জন্মে; কণ্টকে কণ্টকেরই উৎপত্তি হয়। কেহ কণ্টক রোপণ করিয়া তাহাতে সুমধুর দ্রাক্ষার আশা করিতে পারে না। ইহাই কর্ম্মফল। মানুষের ইহা জানিয়া অভিলাষানুরূপ বীজ বপন করা উচিত, কর্ম্মের এই নিয়মটী সাধারণতঃ সকলেরই স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য।

কর্ম্মতত্ত্ব যত সহজ মনে করা যায়, তত সহজ নহে। যদি আমি

কাহাকেও জিজ্ঞাসা করি, "আপনি নগরে গিয়াছিলেন কেন ?" তিনি হয়ত বলিলেন, "আমার এক জোড়া জুতার প্রয়োজন হইয়াছিল, ও মনে করিয়াছিলাম, সেখানে জুতা পাওয়া যাইবে"। অথবা বলিবেন, "আমার কোনও বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ করিবার প্রয়োজন ছিল, ও মনে করিয়াছিলাম, সেখানে তিনি আছেন।" এইরূপ সকল কার্য্যেরই একটা প্রয়োজন ও একটা মনন বা সঙ্কল্প দেখা যায়। ক্রিয়া, মনন ও প্রয়োজন সর্ব্বদা এক সূত্রে গ্রথিত থাকে।

ঐ প্রয়োজনের নাম বাসনা। প্রথমতঃ আমরা বাসনা করি, এইটি কর্ম্মের প্রথম অবস্থা; তাহার পর সঙ্কল্প করি, কি রূপে সেই বাসনা সিদ্ধ হইবে, ইহাই দ্বিতীয় অবস্থা; অবশেষে অভীষ্টলাভ জন্য কার্য্য করি ইহাই কর্ম্মের তৃতীয় অবস্থা। ইহাই কর্ম্মের ক্রম। প্রত্যেক কার্য্যের পশ্চাতেই সংকল্প ও বাসনা আছে এবং প্রত্যেক সংকল্পের পশ্চাতে বাসনা থাকে।

এই কর্ম্ম, সংকল্প ও বাসনা কর্ম্মরজ্জুর তিনটি সূত্র; এই তিনের মিলনে কর্ম্মরজ্জু। আমাদের কর্ম্ম দ্বারা আমাদের সন্নিহিত ব্যক্তিগণ সুখী বা অসুখী হন। যদি সুখী হন, তবে আমি সুখের বীজ বপন করিলাম, তাহা হইতে অবশ্যই আমার সুখ উৎপন্ন হইবেক। পক্ষান্তরে অসুখের বীজ বপন করিলে, অসুখ উৎপন্ন হইবেক, তাহাতে সন্দেহ নাই। যদি নিষ্ঠুরের কার্য্য করি, তবে নিষ্ঠুরতার বীজবপন করা হইল; তাহার ফলে আমাদের ভাগ্যে নিষ্ঠুরতাই লব্ধ হইবেক। সেইরূপ দয়ার বীজ বপন করিলে,

দয়া লাভ হইবেক, তাহাতে সন্দেহ নাই। যে বীজ বপন করা যায়, তাহার ফলই আমাদের ভোগ করিতে হয়। ইহাই কর্ম্মফল।

কিন্তু পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে, প্রত্যেক কর্ম্মের পশ্চাতে সংস্কল্প আছে। যেমন ক্রিয়া হইতে সুখদুঃখ ফল লাভ হয়, সেইরূপ সেই সংস্কল্পবশেই আমাদের চরিত্র গঠিত হয়। চরিত্রেই আমাদের মনের অবস্থা বা প্রকৃতির বিকাশ। আমরা যে বিষয়ে বহু চিন্তা করি, আমাদের মন তদবস্থা প্রাপ্ত হয়। কেবল দয়ার ব্যাপার চিন্তা করিলে আমরা নিশ্চয়ই দয়ালু হইব। ক্রূর কর্ম্ম চিন্তা করিলে ক্রূরতা আমাদের স্বভাব হইয়া যাইবেক। অনবরত প্রতারণা চিন্তা করিতে করিতেই প্রবঞ্চক হইতে হয়। সচ্চিন্তার ফলই সাধুভাব। এইরূপে সংস্কল্প হইতেই চরিত্র গঠিত হইয়া থাকে। ইহ জন্মে যেরূপ চিন্তা করিতেছি, পুনর্জন্ম সময়ে আমাদের সেইরূপ চরিত্র হইবেক, সন্দেহ নাই। আমরা আমাদের স্বভাবানুরূপ কার্য্য করিয়া থাকি—দয়ালু ব্যক্তিই দয়ার কার্য্য করেন; ক্রূর ব্যক্তির কার্য্যই ক্রূরতাযুক্ত। সুতরাং আমাদের বর্ত্তমান জীবনের সঙ্কল্প হইতেই পর জন্মের চরিত্র ও ঘটনা সংঘটিত হইবেক, তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহাই কর্ম্ম।

সংস্কল্পের মূলে বাসনা আছে। বাসনাবশেই আমরা অভীষ্ট প্রাপ্ত হই। চুম্বক যেমন লৌহ আকর্ষণ করে, কামনা সেইরূপ অভীষ্ট বস্তুকে আকর্ষণ করিয়া থাকে। ধনের কামনা করিলে জন্মান্তরে ধনবান হইবার সুযোগ পাওয়া যায়। জ্ঞানের কামনা করিলে জন্মান্তরে জ্ঞানবান হইবার সুযোগ ঘটে। প্রেমের কামনায়

জন্মান্তরে প্রেমালাপ হইতে পারে; শক্তি লাভের বাসনায়, জন্মান্তরে শক্তিশালী হইতে পারা যায়। ইহাই কর্ম্ম ফলবাদ। *

ছাত্রগণের এই দুরূহ বিষয়টী বারম্বার ভাবনা দ্বারা হৃদয়ঙ্গম করিয়া লওয়া কর্ত্তব্য। এইটী ভাল না বুঝিলে কর্ম্মবাহুল্যের দুরূহাংশ সমূহ বুঝিতে পারা যায় না। কর্ম্মফল সম্বন্ধে এক কথায় এই বলা যাইতে পারে" অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃতং কর্ম্ম শুভাশুভম্।"

---

* পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে কর্ম্মফলতত্ত্ব বিষয়টী অতি দুর্ব্বোধ্য; অথচ এই-টীই সৃষ্টির মূলনীতি বা আদিতত্ত্ব। সৃষ্ট জগতের সকল তত্ত্বই এই আদিতত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। যে হেতু বিশ্বরচনা বা বিশ্বকল্পনাই সৃষ্টির আদি কর্ম্ম। আবার প্রলয়কালে বিশ্বের নাশই সৃষ্টির শেষ কর্ম্ম। অতএব সৃষ্টির আদি হইতে শেষ পর্য্যন্ত সমস্তই এই কর্ম্মতত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। আজ কাল বিজ্ঞানানু-শীলনগর্ব্বী অদূরদর্শী আত্ম-মত্ত-প্রমত্ত ইংরাজী শিক্ষিত যুবকেরা কর্ম্মফলবাদের কথা শুনিলেই শিহরিয়া উঠেন। কিন্তু চিন্তাহীন যুবক কর্ম্মফলবাদে তাঁহার সম্পূর্ণ অনাস্থার কথা তিনি যতই দৃঢ়তার সহিত সমর্থন করিতে চেষ্টা করুণ না কেন, একটু ভাবিয়া দেখিলেই উপলব্ধি করিতে পারিবেন যে, কর্ম্মবাদে তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ বিশ্বাস না থাকিলে তিনি ক্ষণমাত্রও জীবন ধারণ করিতে পারিতেন না। যে কর্ম্ম যে ফলে পরিণত হয় তাহাতে তাঁহার জ্ঞান অথবা বিশ্বাস না থাকিলে তিনি কখনও সে কর্ম্ম করিতেন না। অন্নভক্ষণরূপ ক্রিয়াদ্বারা ক্ষুধা নিবৃত্তি হয়, ইহা যদি তাঁহার জানা না থাকিত এবং ভোজনের ফল ক্ষুধা নিবৃত্তি, ইহা যদি তিনি বিশ্বাস না করিতেন, তবে বুভুক্ষিত হইলে তিনি ভোজনে প্রবৃত্ত হইতেন না। জল চাহিলে তৃষ্ণা নিবৃত্তির উপাদান আনয়ন করিয়া দেয় ইহা যদি তিনি বিশ্বাস না করিতেন, তবে তৃষিত হইলে তিনি কখনও জল চাহিতেন না। আপনি যদি বিশ্বাস না করেন যে, আম্রবীজ হইতে আম্রবৃক্ষই উৎপন্ন হয়, অন্য বৃক্ষ উৎপন্ন হয় না অথবা আপনি যদি বিশ্বাস করেন যে আম্রবীজ হইতে যে কোন বৃক্ষ উৎপন্ন হইতে পারে তাহা হইলে আপনি আম্রবীজ রোপণে কখনও প্রবৃত্ত হন না।

ফলাকাঙ্খী মানুষ অনুক্ষণই ফলের চেষ্টায় সকল কর্ম্মেই রত হন। কর্ম্ম ফলের সহিত যাঁহাদের জীবনের প্রত্যেক চিন্তা, স্মৃতি, উক্তি ও ক্রিয়া এরূপ ঘনিষ্ঠভাবে বিজড়িত, তাঁহারা কিরূপে বাতুলের ন্যায় কর্ম্মফলবাদের প্রতিবাদ করেন, ইহা বুঝিয়া উঠা কঠিন।

যেমন বীজ বপন করা যায়, ফলও তদনুরূপই হইয়া থাকে। ছাত্রগণ এস্থলে এরূপ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, যদি আমাদের বর্ত্তমান কর্ম্ম অতীত সঙ্কল্পের ফল হয়, এবং অতীত সঙ্কল্প সমূহ অতীত বাসনার ফল হয়, তবে ত অসহায় রূপে আবদ্ধ জীব। অতীত জন্মের সঙ্কল্পানুসারেই ত আমরা কর্ম্ম করিতে বাধ্য, জন্মান্তরীন বাসনানুসারেই আমাদের সঙ্কল্পের উদয় হইবেক” একথা যথার্থ বটে, কিন্তু ইহার একটী সীমা আছে। কারণ জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের পরিবর্ত্তন সাধিত হইতেছে। উত্তরোত্তর জ্ঞান লাভের সঙ্গে সঙ্গে, জীব তাহার বাসনা পরিবর্ত্তিত করিতেছেন। সুতরাং একথা বলিতে পারি, অতীত জীবনে আমরা যে ভাবের বাসনা, সঙ্কল্প ও কর্ম্ম করিয়াছিলাম, তাহা হইতে অন্য ভাবের বাসনা ও সঙ্কল্প ও ত করিতে পারিতাম। এখনও চেষ্টা দ্বারা ঐ সমুদায়ের গতি ভিন্ন করিতে পারা যায় এবং জ্ঞান বলে তাহাদের কুফলের অস্তিত্ব বুঝিতে পারিলেই, যত্নের দ্বারা তাহা পরিবর্ত্তিত অসম্ভব নহে।

মনে করা যাউক, কেহ বুঝিতে পারিলেন যে তিনি কোন নির্দ্দয়তার কার্য্য করিয়াছেন, তিনি সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বুঝিতে পারিলেন যে, সেই নির্দ্দয় কার্য্য কোনও অতীত নির্দ্দয়তার চিন্তা সম্ভূত। ঐ চিন্তা আবার কোনও বিষয় বিশেষের বাসনার ফল। ঐ বাসনার চরিতার্থতা নির্দ্দয়তা ব্যতীত হইতে পারে না। তিনি বুঝিলেন, ঐ কার্য্য ফলে লোকে কষ্ট পাইয়াছে, এবং তজ্জন্য তাঁহাকে ঘৃণা ও ভয় করিতেছে; এবং এই জন্যই তিনি সঙ্গীহীন ও অসুখী। এই সমুদায় আনুপূর্ব্বিক চিন্তা করিয়া, আত্মভাব তিনি পরিবর্ত্তন করিতে

সঙ্কল্প করিলেন, কিন্তু তাঁহার পূর্ব্বসঙ্কল্পাদি সংঘটিত মনোভাব পরিবর্ত্তিত করা বড় সহজ ব্যাপার নহে; অভ্যাসের শক্তি বড়ই প্রবল। তখন তিনি সকল অশান্তির মূল যে বাসনা, যে বাসনা সঞ্জাত বস্তু পাইতে হইলে, নিষ্ঠুরতা প্রদর্শন ভিন্ন উপায় নাই, তিনি সেই বাসনা দূর করিতে চেষ্টা করিলেন, তখন তিনি (জীব) আপনা আপনি বলিতে লাগিলেন, আর আমি ঐ সকল বিষয়ের বাসনা রাখিব না। কারণ নির্দ্দয়তা ব্যতীত উহা সিদ্ধ হইবেক না। তাহার ফলে আমাকে বড়ই মানসিক কষ্ট ভোগ করিতে হইবেক। এইরূপে তিনি সঙ্কল্প দ্বারা বাসনার নাশে সচেষ্ট হইলেন, আর বাসনা হইতে সঙ্কল্পের উদয় হইতে দিলেন না। সুতরাং বাসনা ছিন্নরজ্জু অশ্বের ন্যায় তাহাকে যথেচ্ছা লইয়া যাইতে পারিল না। তিনি সঙ্কল্পকে বল্গারূপে প্রয়োগ করিয়া বাসনাতুরঙ্গকে ক্রমে আপনার আয়ত্বাধীন করিলেন। যে কার্য্য করিলে সুখী হওয়া যায়, তখন তিনি কেবল বাসনাকে সেই কার্য্যানুকরণে চালিত করিবেন।

অসম্পূর্ণজ্ঞানযুক্তজীব বাসনাকে আয়ত্ত রাখিতে পারেন না। এইজন্য পদে পদে তিনি আপনাকে অসুখী করেন। ক্রমে জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে যে বিষয়ে বাসনা করিলে অশান্তি ও অসুখ ঘটে, সে বিষয়ের বাসনা মনে উদয় হইবা মাত্রই, তাহাকে সঙ্কল্প দ্বারা উপযুক্ত বিষয়ান্তরে চালিত করিয়া থাকেন। যে ছাত্র নিজের ও অপরের সুখবৃদ্ধির ইচ্ছা করেন, তাহার বাসনাকে সংযত করা কর্ত্তব্য। পর্য্যবেক্ষণ ও বস্তু বিচার পূর্ব্বক কি সুখকর, কি অসুখকর, তাহা নির্ণয়

করিয়া, তাহার সমস্ত শক্তিবলে শুধু সুখময় বিষয়েরই বাসনা করিবেন।

কোন বিশেষ প্রকারে জীবন অতিবাহিত করিলেই যে জন্ম-মরণরূপ বন্ধন হইতে মুক্ত হওয়া যায় তাহা নহে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন।

সর্ব্বভূতস্থিতং যোমাং ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ।
সর্ব্বথা বর্ত্তমানোঽপি স যোগী ময়িবর্ত্ততে॥"

(গীতা ৬।৩১॥)

"যিনি সর্ব্বভূতস্থিত আমাকে ভেদজ্ঞান পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভজনা করেন, বিষয় মধ্যে থাকিয়াও সেই যোগী আমাতেই অবস্থিত জানিবে॥" ক্ষত্রিয় রাজর্ষি জনক এবং বৈশ্য তুলাধার, তুল্যরূপেই মুক্ত ছিলেন। তাঁহাদিগকে অরণ্য আশ্রয় করিতে হয় নাই। কেবল বাসনার অভাবই তাঁহাদের মুক্তির হেতু।

রাজর্ষি জনক মিথিলার রাজা ছিলেন এবং বিদেহগণের শাসন করিতেন, তিনি মনে শান্তিলাভ করিয়া বলিয়াছিলেন, যদিও আমি অতুল সম্পদের অধীশ্বর, তথাপি আমার কিছুই নাই। যদি সমগ্র মিথিলা দগ্ধ হয়, তথাপি আমার কিছুই নষ্ট হইবার সম্ভাবনা নাই।" তিনি সাত্তব্যকে এই কথা বলিয়া বলিয়াছিলেন, মানুষের যাহা কিছু আছে, তাহাই কষ্টের কারণ। বাসনা নাশে যে সুখ, মর্ত্তে বা স্বর্গে বাসনার চরিতার্থতা দ্বারা তাহার ষোড়শাংশের একাংশও লব্ধ হয় না। যেমন গরুর শৃঙ্গ, গরুর বয়োবৃদ্ধির সহিত বর্দ্ধিত হয় তেমনি সম্পদের বাসনা সম্পদ্ বৃদ্ধির সহিত বৃদ্ধি হয়। সম্পদ

থাকিলে তাহাদ্বারা সৎকার্য্য করিতে পার, কিন্তু তাহার ফলাকাঙ্খা রাখিও না, কারণ বাসনাই দুঃখ। সর্ব্বজীবকে আত্মবৎ দেখিও, জ্ঞানীরই সমস্ত আকাঙ্খার নিবৃত্তি হইতে পারে। যোগী যাজ্ঞবল্কের নিকট শিক্ষা লাভ করিয়া জনক মুক্ত হইয়াছিলেন। কারণ তদ্দ্বারা তিনি ব্রহ্মলাভে সমর্থ হইয়াছিলেন এবং তদ্বারা তাঁহার আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তি হইয়াছিল। শিক্ষালাভ করিয়া তিনিই আবার গুরু হইয়া ব্যাসপুত্র শুককে মোক্ষধর্ম্ম শিক্ষা দিয়াছিলেন।

জাজানি বহু তপস্যা করিয়াছিলেন। তাহাতে তাঁহার মনে অহঙ্কারের উদয় হইয়াছিল। একদা তিনি মনে মনে চিন্তা করিলেন, সসাগরা বসুন্ধরার মধ্যে আমার মত কে আছে। তখনি দৈববাণী হইল এমন কথা মনে করিও না? বণিক্ তুলাধার যদিও দিবা নিশি ক্রয় বিক্রয় কার্য্যে ব্যাপৃত আছেন, তথাপি তুমি তাহার তুল্য নহ। তখন জাজানি ভাবিলেন, এক জন্য সামান্য বণিক্ আমা অপেক্ষা উচ্চ কিসে? আমি ব্রাহ্মণ, তপস্বী। এই বলিয়া তিনি তুলাধারের অন্বেষণে বহির্গত হইলেন। বারাণসী নগরীতে উপস্থিত হইয়া তিনি তুলাধারকে ক্রয় বিক্রয় কার্য্যে ব্যাপৃত দেখিলেন। তাঁহাকে দেখিবা মাত্র, তুলাধার দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন, এবং তাহার কঠোর তপস্যাবিবরণ বর্ণন করিয়া বলিলেন, আপনি ক্রুদ্ধভাবে আমার নিকট আসিয়াছেন, এক্ষণে আপনার কি কার্য্য করিব বলুন। জাজানি তাঁহার অতীত দর্শন ক্ষমতায় আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া কারণ জিজ্ঞাসু হইলেন। তখন, তুলাধার তাঁহার নিকট বহু প্রাচীন নীতি বর্ণনা করিলেন।

ঐ সকল নীতি-কথা সকলেই জানেন, কিন্তু কেহই পালন করেন না,—সে সকল কথার স্থূল মর্ম্ম এই—মানুষের এরূপ ভাবে থাকা উচিত যাহাতে কাহাকেও কষ্ট দিতে না হয়, যদি কষ্ট দেওয়া অবশ্যম্ভাবী হয়, তবে যথা সম্ভব অল্প কষ্ট দেওয়া উচিত। কাহারও নিকট ঋণ প্রার্থনা কর্ত্তব্য নয়, কাহারও সহিত বিবাদ করা উচিত নয়। আসক্তি ও বিদ্বেষ ভাব দুইই পরিহার্য্য। সকলকেই সমান জ্ঞান করা কর্ত্তব্য; কাহারও প্রশংসা বা নিন্দা করা কর্ত্তব্য নহে। যখন কোনও ব্যক্তি নির্ভয় হয় এবং অন্যের ভয়ের কারণ হয় না, যখন তিনি কাহারও অনিষ্ট করিতে পারেন না, তখনই তিনি ব্রহ্মত্ব লাভ করেন। মনুষ্য কিম্বা ইতর প্রাণীর উপর নিষ্ঠুর ব্যবহারে তাহাদের কি অনিষ্ট হয়, যজ্ঞবিধি কাহাকে বলে, যথার্থ তীর্থ ভ্রমণ কি, এই সমস্ত বিষয় বর্ণনা করিয়া তুলাধার দেখাইয়া দিলেন, শুদ্ধ মাত্র অহিংসাময় ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া মানুষ মুক্তিলাভ করিতে পারে।

(তুলাধার সুন্দররূপে নির্দ্দয়তা, যজ্ঞবিধি, যথার্থ তীর্থভ্রমণ প্রভৃতি বর্ণন করিয়াছিলেন; এবং পরের অনিষ্ট করা স্বভাব ত্যাগ দ্বারা কিরূপে মুক্তিলাভ হইতে পারে তাহা বর্ণনা করিয়াছিলেন।)

এই দুইটী উপাখ্যান মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে বর্ণিত আছে।

***

কামময় এবায়ং পুরুষ ইতি।
স যথাকামো ভবতি, তৎ ক্রতুর্ভবতি

যং ক্রতুর্ভবতি, তং কর্ম্ম কুরুতে ।
যং কর্ম্ম কুরুতে তদভিসম্পদ্যতে ॥
(বৃহদারণ্যক ৪।৪।৫)

কামনায় এই পুরুষ নিশ্চয়
যেমন কামনা, ভাবনা তেমন ।
ভাবনার যোগ্য কার্য্যতার হয়
সিদ্ধিও তেমনি করম যেমন ॥৫॥

* * *

সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলানিতি শান্ত উপাসীত ।
অথ খলু ক্রতুময়ঃ পুরুষো যথা ক্রতুরস্মিল্লোঁকে পুরুষো
তথেতঃ প্রেত্য ভবতি ॥ ছান্দোগ্য ৩।১৪।১ ।

এ জগতে এ সবি ব্রহ্মময়
তাতেই উৎপত্তি তাঁহে লয়,
শান্ত হয়ে কর তার উপাসনা ।
পুরুষ গঠিত ভাবনায়
ইহ পরলোকে তাই পায়,
যাহার অন্তরে যদা যেমন ভাবনা ॥১॥

* * *

তদেব সক্তঃ সহ কর্ম্মণৈতি-
মনো যত্র নিষক্তমস্য ॥
(বৃহদারণ্যক ৪।৪।৬)

সকাম যে জন নিজকর্ম্ম ফলে
যাহে সে আসক্ত সেই বস্তু পায় ॥ ৬

***

ন মাং কর্ম্মাণি লিম্পন্তি ন মে কর্ম্মফলে স্পৃহা।
ইতি মাং যোঽভিজানাতি কর্ম্মভি র্ন স বধ্যতে ॥১৪॥
এবং জ্ঞাত্বা কৃতং কর্ম্ম পূর্ব্বৈরপি মুমুক্ষুভিঃ।
কুরু কর্ম্মৈব তস্মাৎ ত্বং পূর্ব্বৈঃ পূর্ব্বতরং কৃতং ॥১৫॥
(গীতা ৪ অ)

ধর্ম্মের নাহিক সাধ্য লিপ্ত করে মোরে।
নাহি কর্ম্মফলে স্পৃহা জানিও অন্তরে ॥
এ হেন আমারে যেই জানিবারে পারে।
সাধ্য কি কর্ম্মের বল বদ্ধ করে তারে ১॥৪॥
ইহা জানি পূর্ব্বতন মুমূর্ষু নিচয়।
করেছিলা কর্ম্ম ইথে নাহিক সংশয় ॥
তুমিও তাঁদের পথ করিয়া গ্রহণ।
কর্ম্ম কর, তাঁরা সবে করিলা যেমন ॥১৫॥

যস্য সর্ব্বে সমারম্ভাঃ কামসংকল্পবর্জ্জিতাঃ।
জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্ম্মাণং তমাহুঃ পণ্ডিতং বুধাঃ ॥১৯॥
ত্যক্ত্বা কর্ম্মফলাসঙ্গং নিত্যতৃপ্তো নিরাশ্রয়ঃ।
কর্ম্মণ্যভিপ্রবৃত্তোঽপি নৈব কিঞ্চিৎ করোতি সঃ ॥২০॥
নিরাশীর্যতচিত্তাত্মা ত্যক্তসর্ব্বপরিগ্রহঃ।
শারীরং কেবলং কর্ম্ম কুর্ব্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্ ॥২১॥

যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্টো দ্বন্দ্বাতীতো বিমৎসরঃ।
সমঃ সিদ্ধাবসিদ্ধৌ চ কৃত্বাপি ন নিবধ্যতে ॥২২॥
গতসঙ্গস্য মুক্তস্য জ্ঞানাবস্থিতচেতসঃ।
যজ্ঞায়াচরতঃ কর্ম্ম সমগ্রং প্রবিলীয়তে ॥২৩॥
ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবি র্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণাহুতম্।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্ম্মসমাধিনা ॥২৪॥

কাম সঙ্কল্পহীন সর্ব্ব কর্ম্ম যাঁর।
জ্ঞানাগ্নিতে কর্ম্ম দগ্ধ হইয়াছে তাঁর॥
এহেন মানবে ভবে যত বুধগণ।
পণ্ডিত বলিয়া সদা করেন গণন ॥১৯॥
কর্ম্ম কর্ম্মফলে তার আসক্তি না রয়।
নিত্যতৃপ্ত নিরালম্ব সেই মহাশয় ॥
কর্ম্মেতে প্রবৃত্ত রণ তিনি অনুক্ষণ।
তথাপি না হয় তাঁর কর্ম্মের বন্ধন ॥২০॥
শারীরিক কোন কর্ম্ম করিয়া সাধন।
নিষ্কাম সংযতচিত্ত থাকি অনুক্ষণ ॥
সর্ব্ব পরিগ্রহ ত্যাগ করেন বলিয়া।
থাকিতে পারেন পাপ পুণ্য না লইয়া ॥২১॥
যদৃচ্ছা লাভেতে তুষ্ট তাঁহার অন্তর!
নিরন্তর তিনি দ্বন্দ্বাতীত বিমৎসর ॥
সিদ্ধি বা অসিদ্ধি তাঁর সমান উভয়।
কর্ম্ম করি তাঁর তাহে বন্ধন না হয় ॥২২॥

নষ্ঠ হেতু কর্ম্মে তাঁর কর্ম্মফল নেই।
গত সঙ্গ মুক্ত জ্ঞানে অবস্থিত যেই ॥২৩॥
ব্রহ্মই অর্পণ, হবি ব্রহ্ম সুনিশ্চয়।
ব্রহ্মরূপ অগ্নিতেই হোম সদা হয় ॥
হোমকর্ত্তা ব্রহ্মা হোমকার্য্য ব্রহ্ম হয়।
ব্রহ্মকর্ম্ম সমাধিতে ব্রহ্মে হয় লয় ॥২৪॥

***

যদা সর্ব্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেহস্য হৃদিস্থিতাঃ।
অথমর্ত্ত্যোহমৃতো ভবত্যত্র ব্রহ্ম সমুশ্নতে ॥
(কঠ ২।৬।১৫)

অন্তরের গুপ্ত যত কামনানিচয়।
যবে চিরদিন তরে সবিমুক্ত হয় ॥
তখন সে মর্ত্ত্যজীব অমর হইয়া।
ভুঞ্জে সদা ব্রহ্মানন্দে বিভোর থাকিয়া ॥১৩॥

আত্মানঞ্চ রথিনং বিদ্ধি শরীরংচ রথমেব তু।
বুদ্ধিং তু সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেব চ ॥৩॥
ইন্দ্রিয়াণি হয়ান্যাহুর্বিষয়াংস্তেষু গোচরান্।
আত্মেন্দ্রিয়মনোযুক্তং ভোক্তেত্যাহুর্ম্মণীষিণঃ ॥৪॥
যস্ত্ববিজ্ঞানবান্ ভবত্যযুক্তেন মনসা সদা।
তস্যেন্দ্রিয়াণ্যবশ্যানি দুষ্টাশ্বা ইব সারথেঃ ॥৫॥
যস্তু বিজ্ঞানবান্ ভবতি যুক্তেন মনসা সদা।
তস্যেন্দ্রিয়াণি বশ্যানি সদশ্বা ইব সারথেঃ ॥৬॥

যস্ত্ববিজ্ঞানবান্ ভবত্যমনস্কঃ সদাশুচিঃ।
ন স তৎপদমাপ্নোতি সংসারং চাধিগচ্ছতি ॥৭॥

দেহরথে আত্মা রথী জানিও নিশ্চয়।
বুদ্ধিই সারথী তাহে নাহিক সংশয় ॥
মন রশ্মি তাহে অশ্ব ইন্দ্রিয়নিকর।
ভ্রমণের স্থান তার ইন্দ্রিয় গোচর ॥৩॥
আত্মা মিলি মন আর ইন্দ্রিয়ের সনে।
করিছেন ভোগ সব কহে সুধীগণে ॥৪॥
যে জন অজ্ঞান তার মন যুক্ত নয়।
ইন্দ্রিয় অবশ তার হয় সুনিশ্চয় ॥
সারথির অশ্ব-রশ্মি শ্লথ হলে যথা।
দুষ্ট অশ্ব নিরন্তর যায় যথা তথা ॥৫॥
কিন্তু যেই জ্ঞানী তাঁর মন যুক্ত রয়।
ইন্দ্রিয় অবশ তাঁর নহে সুনিশ্চয় ॥
সদশ্ব সতত যেন আনন্দ অন্তরে।
সারথি নিদেশে ধায় সুপথে সত্বরে ॥৬॥
যে জন অজ্ঞান, যার মন স্থির নয়।
সদা অপবিত্রভাবে যেই জন রয় ॥
তৎপদ তাহার ভাগ্যে ঘটা সুদুষ্কর।
ভ্রমে সেই সংসারচক্রেতে নিরন্তর ॥৭॥

পঞ্চম অধ্যায়।

যজ্ঞবিধি।

যজ্ঞের প্রধান কার্য্য অর্পণ বা নিবেদন, ইহা ভারতের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেরই নিকট সুপরিচিত। কিন্তু এই যজ্ঞ কর্ম্মের মধ্যে যে মূলতত্ত্ব অন্তর্নিহিত আছে তাহা ছাত্রগণের হৃদ্গত হওয়া কর্ত্তব্য। তাহা হইলে তাঁহারা সকলেই সুন্দররূপে বুঝিতে পারিবেন যে, পরের নিমিত্তই আত্মত্যাগ বা আত্মতর্পণই যজ্ঞ, এবং বাহ্যদ্রব্য ত্যাগ দ্বারা মানবকে এই শিক্ষা দেওয়া হয় যে সামান্য দ্রব্য ত্যাগ করিতে করিতে ক্রমে সে আত্মবলিদানে সমর্থ হইবেক।

এই সৃষ্টি কার্য্যই প্রথম যজ্ঞ বা ত্যাগ কার্য্য। এই ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির জন্য অনন্ত ঈশ্বরকে ভৌতিক আবরণে আবদ্ধ হইতে হইয়াছে। শ্রুতি এবং স্মৃতি একবাক্যে এই সত্য ঘোষণা করিতেছেন পুরুষসুক্তে এই কথা স্পষ্ট উল্লিখিত রহিয়াছে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও বলিয়াছেন "ভূত ভাবোদ্ভব-করো বিসর্গঃ কর্ম্মসঞ্জিতঃ" যে দেবোদ্দেশে ত্যাগরূপ যজ্ঞ দ্বারা ভূতগণের উৎপত্তি ও বৃদ্ধি হয়, তাহারই নাম কর্ম্ম। ভূত পদার্থে আবদ্ধ হওয়ায় অধ্যাত্মভাষায় মৃত্যুশব্দে অভিহিত হয়, সুতরাং ঈশ্বর আত্মত্যাগরূপ যজ্ঞদ্বারা আপনার অংশকে বহুত্ব প্রদান পূর্ব্বক জীবসমূহকল্পনা করিয়া প্রকৃতির আবরণ মধ্যে স্থাপন

করিয়াছেন। তাহাতেই স্থাবর, জঙ্গম বহুমূর্ত্তির আবির্ভাব হইয়াছে। এই প্রথম যজ্ঞ; ইহাই যজ্ঞবিধির মূল। ইহারই দ্বারা আমরা যজ্ঞের বা ত্যাগের প্রকৃত অর্থ অনুভব করিতে পারি। পরের জন্য নিজের প্রাণাহুতিই যজ্ঞ।

সকল জীবের পক্ষে প্রাণ যজ্ঞই যজ্ঞ জানিবে। প্রথমাবস্থায় তাহাদিগকে সবলে যজ্ঞাহুতিরূপে কল্পনা করা হইত। সুতরাং তাহাতে তাহাদের উন্নতি অনিচ্ছায় সাধিত হইত। তাহাতে তাহাদের সম্মতি বা জ্ঞানের প্রয়োজন হইত না। তাহাদের দেহ হইতে সবলে জীবকে বিমুক্ত করিয়া অন্য দেহের উপযোগী করা হইত, তাহাতে অল্পে অল্পে জীবের বিকাশ হইত এইরূপে স্থাবরান্তর্গত জীব ক্রমে উদ্ভিদ উপযোগী হইয়াছিল অর্থাৎ তাহাদের ধাতবদেহ ক্রমে উদ্ভিদ দেহের পোষণ কার্য্যে ব্যয়িত হইয়া তৎ-আকার লাভ করিয়াছিল। ঔদ্ভিদানুমধ্যস্থ জীবও সেইরূপে ক্রমে পশুদেহ রক্ষণার্থ ক্রমে ক্রমে পশুদেহে পরিণত হইয়াছে। পশ্বাদির দেহের জীবও সেইরূপেই ক্রমে মানবদেহে সঞ্চারিত হইয়াছে। এমন কি, মানবদেহস্থ জীবও নর মাংসাশী মানবের দেহ পোষণ কার্য্যে এবং যুদ্ধাদিতে নিহত হইয়া উচ্চতর দেহের অধিকারী হইয়া থাকে।

এই সকল স্থলে দেহ অপরের উপকারার্থে পরিত্যক্ত হইলেও দেহস্থ চেতনার তাহাতে সম্মতি থাকে না। বহুকাল পরে দেহ-মধ্যস্থ জীব এই সার্ব্বজনিক বিধি স্বয়ং অনুভব করিতে সমর্থ হয়। তখন স্বেচ্ছায় আপনার উপাধির ত্যাগ দ্বারা পরোপকার

সাধনে তাঁহার অভিলাষ হয়, ইহাকেই আত্মত্যাগ বলে। তখনই জীবে যে ঈশ্বর ভাব আছে, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। মহাভারতে পূর্ণ আত্মত্যাগের একটী সুন্দর উপাখ্যান আছে। দেবরাজ ইন্দ্র ঋষিরোষোৎপন্ন বৃত্তাসুর কর্তৃক উৎপীড়িত হইয়াছিলেন। বৃত্র, দৈত্যগণকে সঙ্গে লইয়া, ইন্দ্রকে সসৈন্যে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া অমরাবতী হইতে বিতাড়িত করে। দেবগণ দেবরাজের সঙ্গে বহুকাল প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান পূর্ব্বক স্বরাজ্যলাভের চেষ্টা করেন এবং পুনঃ পুনঃ পরাস্ত হন। অবশেষে তাঁহারা অবগত হইলেন যে ঋষিরোষোৎপন্ন দুর্ব্বিপাক অপর ঋষির স্বেচ্ছাকৃত আত্মত্যাগ ব্যতীত উপশমিত হইতে পারে না; সুতরাং কোনও ঋষি স্বেচ্ছায় আত্মত্যাগ করিলে তাঁহার দেহাস্থিনির্ম্মিত বজ্রাস্ত্র ব্যতীত অন্য কোনও অস্ত্রে বৃত্রের নিধন সম্ভব নহে। তখন তাঁহারা দধীচি ঋষির সন্নিধানে গমন পূর্ব্বক আপনাদিগের দুঃখকাহিনী নিবেদন করিলেন। ঋষি কৃপাপরবশ হইয়া বলিলেন "আমি স্বেচ্ছায় তোমাদিগকে আমার দেহ দান করিলাম, তোমরা ইহা লইয়া যাহা ইচ্ছা করিতে পার।" কিন্তু দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মা জীবিত ঋষিদেহ হইতে অস্থিগ্রহণ করিতে সঙ্কুচিত হইলে, দধীচি সহাস্য-বদনে বলিলেন আমার দেহ লবণাবৃত করিয়া গোদলকে সেই দেহ লেহন করিতে নিযুক্ত কর, তাহা হইলে তাহারা লবণের সহিত আমার দেহমাংস লেহন করিয়া ফেলিবে, তখন আর অস্থি গ্রহণ করা অসম্ভব হইবে না অথচ আমার দেহের কোন অংশ অনর্থক নষ্ট হইবেক না। তাহাই করা হইল। এই মহা-

আত্মযজ্ঞফলে বৃত্রাসুর নিহত হইয়াছিল। মহাভারতের বনপর্ব্বে এই বিবরণ বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত আছে।

ঋষিগণ মানবের জন্য যে সকল যজ্ঞবিধির নির্দেশ করিয়াছেন তাহার ফল তৎকালেই লাভ হয় না। তাঁহারা বলিয়াছেন, যে যাহা কিছু পরের উপকারার্থে ত্যাগ করে, তাহার সেই ত্যক্ত বিষয় বর্দ্ধিত হইয়া ভবিষ্যতে তাহার ভোগ্য হয়। এই উপদেশ বলেই জীবের ত্যাগস্বীকার জ্ঞান জন্মিয়া থাকে। মানব প্রায়শঃই নিজের প্রয়োজনাতিরিক্ত দ্রব্যই অপরকে দেয়, এবং তাহার ফলে ভবিষ্যতে অতিরিক্ত লাভের প্রত্যাশা রাখে। তৎপরে তাহারা শিক্ষা করে যে বর্ত্তমানের সুখাশা ত্যাগ করিলে স্বর্গে অধিক সুখ ভোগ হইতে পারে। এইরূপে ত্যাগ অভ্যস্ত হয়। অবশেষে ত্যাগকে অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া বোধ হয়, এবং সেই কার্য্য করিয়া তৎকালে যে আনন্দ অনুভব হয় তাহাই মাত্র সেই কার্য্যের যথেষ্ট ফল মনে করে।

এই কার্য্যদ্বারা মানব অপর জীবের প্রতি নিজের কর্ত্তব্য শিক্ষা করে। মানব বুঝিতে পারে সে একক নহে, কিন্তু সকল জীবই পরস্পরের সাপেক্ষ এবং সেই সাপেক্ষতা বোধ দ্বারাই তাহাদের উন্নতি ঘটিতে পারে। ঋষিগণ মানবের জন্য পঞ্চ যজ্ঞের বিধান করিয়াছেন। এই পঞ্চযজ্ঞ তাহার কর্ত্তব্য এবং পঞ্চঋণের পরিশোধ মাত্র। দেবগণ, ঋষিগণ, পিতৃগণ এবং মানবগণ ও অন্যান্য প্রাণিগণ তাহার জীবনের জন্য যে সাহায্য করিয়াছেন তাহারই পরিশোধ জন্য ঐ পঞ্চযজ্ঞ কর্ত্তব্য। তিনি

অপরের সাহায্যে জীবিত আছেন, সুতরাং তাহারও পরের জন্যই জীবন ধারণ করা কর্ত্তব্য। যজ্ঞ কর্ত্তব্য। তারপর যখন জীবের নিজের উৎপত্তি কথা বোধ হয়, যখন জীব বুঝিতে পারে যে তাহার সহিত ঈশ্বরত্ব অভিন্ন, তখন ত্যাগ প্রাণানন্দকর ব্যাপারে পরিণত হয়। তখন কেবল নিজের প্রাণ জগতের প্রাণে মিশাইতে বাসনা হয়, তখন তাহাই প্রাণের আনন্দস্বরূপে পরিণত হয়। তখন আর গ্রহণ লালসা থাকে না। তখন তাঁহার গ্রহণের প্রয়োজন অল্প হয়, সর্ব্বস্ব ত্যাগেও আপত্তি হয় না। তখন তিনি নিজের উপাধির রক্ষার জন্য কতটুকু গ্রহণ প্রয়োজন তাহাই দেখেন, নিজের দেহ রক্ষার্থ অপরের দেহ যত অল্প নষ্ট হয় তাহার জন্য যত্ন করেন। যে সকল আহার বিহারে সচেতন জীবের কষ্ট হয়, তাহা তখন তাহার পরিত্যাজ্য হইয়া থাকে। তখন তিনি সর্ব্বজীবে মৈত্রীভাব প্রদর্শন করিতে থাকেন। তখন তিনি বুঝিতে পারেন যে কোন অবস্থায় ক্রম বিকাশ জন্য একজীবের অপর জীবে হিংসা করিবার প্রয়োজন থাকিলেও মানবের ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে দয়া দাক্ষিণ্যাদি গুণের বর্দ্ধন শ্রেয়স্কর। দুর্ব্বলকে আপনার অপর নবীনমূর্ত্তি বোধে সাহায্য করাই কর্ত্তব্য; নাশসাধনে সহায়তা করা কর্ত্তব্য নহে।

মানব এইরূপ অভিন্নত্ব চিন্তা করিতে করিতেই "সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ" বুঝিতে পারে; ধীরে ধীরে তাহার বোধ হয় যে অপরের জন্যই তাহার জীবন ধারণ। ঈশ্বর যেমন সকলে প্রাণরূপে বর্ত্তমান, এবং তাহাই তাঁহার আনন্দ, তেমনি ঈশ্বরের ইচ্ছার

অনুবর্ত্তনেই তাঁহার আনন্দ। সেই জ্ঞান জন্মিলে সমুদায় কার্য্যই ঈশ্বরের প্রীত্যর্থে করিতে হইতেছে এই বোধ জন্মে, তখন তাহার কর্ম্মবন্ধন ছিন্ন হয়। তখন এই যজ্ঞবিধিই মুক্তির উপায় হয়।

***

সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা পুরোবাচ প্রজাপতিঃ।
অনেন প্রসবিষ্যধ্বমেষ বোঽস্ত্বিষ্টকামধুক্॥ ১০ ॥
দেবান্ ভাবয়তানেন তে দেবাঃ ভাবয়ন্তু বঃ।
পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্স্যথ॥ ১১ ॥
ইষ্টান্ ভোগান্ হি বো দেবা দাস্যন্তে যজ্ঞভাবিতাঃ।
তৈর্দত্তানপ্রদায়ৈভ্যো যো ভুঙ্ক্তে স্তেন এব সঃ॥১২॥
যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তোমুচ্যন্তে সর্ব্বকিল্বিষৈঃ।
ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ॥১৩॥
অন্নাদ্ভবন্তি ভূতানি পর্জ্জন্যাদন্নসম্ভবঃ।
যজ্ঞাদ্ভবতি পর্জন্যো যজ্ঞঃ কর্ম্মসমুদ্ভবঃ॥ ১৪
কর্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি ব্রহ্মাক্ষরসমুদ্ভবম্।
তস্মাৎ সর্ব্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্॥ ১৫

(গীতা ৩ অ)

যজ্ঞের সহিত করি প্রজার সৃজন।
বলে ছিলা প্রজাপতি এহেন বচন॥
আত্মোন্নতি কর সদা এই যজ্ঞবলে।
ইষ্টভোগপ্রদ ইহা হৌক ধরাতলে॥ ১০

যজ্ঞবলে পুষ্ট হয়ে যত দেবগণ।
করিবেন তোমাদের নিয়ত পোষণ॥
পরস্পর তরে যদি ভাব পরস্পরে।
পরম মঙ্গল লাভ হইবে সত্বরে॥ ১১
যজ্ঞেতে ভাবিত হয়ে যত দেবগণ।
ইষ্টভোগ নিরন্তর করেন অর্পণ॥
তাঁদের প্রদত্ত ভোগ তাঁদের না দিয়ে।
ভোগকরা চুরি, রেখো মনেতে জানিয়ে॥ ১২
যজ্ঞ শেষ ভোগকারী যত সাধুগণ।
সর্ব্বপাপ মুক্ত সদা বেদের বচন॥
যে জন ভোজন তরে করয়ে রন্ধন।
পাপভোজী যেন মনে সেই পাপীগণ
অন্নহতে ভূতগণ লভয়ে জনম।
পর্জ্জন্য হইতে অন্ন শুন দিয়া মন॥
যজ্ঞ হতে হয় ভবে পর্জ্জন্য উদ্ভব।
কর্ম্ম হতে ভব মাঝে হয় যজ্ঞসব॥ ১৪
ব্রহ্ম হতে কর্ম্ম, ব্রহ্ম অক্ষর হইতে।
সর্ব্বগতব্রহ্ম প্রতিষ্ঠিত সে যজ্ঞেতে॥ ১৫॥

* * *

কাঙ্ক্ষন্তঃ কর্ম্মণাং সিদ্ধিং যজন্ত ইহ দেবতাঃ।
ক্ষিপ্রংহি মানুষে লোকে সিদ্ধির্ভবতি কর্ম্মজা॥ ১২

(গীতা ৪ অ

কর্ম্মফলাকাঙ্ক্ষা করি দেবের যজন।
করিলে সত্বরে ফল পায় নরগণ॥ ১২

* * *

আবাং রাজানা বধ্ববে ববৃত্যাং
হব্যেভিরিন্দ্রা বরুণা নমোভিঃ॥ ১
অস্মে ইন্দ্রাবরুণা বিশ্ববারং
রয়িং ধত্তং বসুমন্তং পুরুক্ষুম্॥ ৪
ইয়মিন্দ্রং বরুণ মষ্টমে গোঃ
প্রাবাত্তোকে তনয়ে তূতুজানা॥ ৫

(ঋক্ ৭।৮৪)

হে ইন্দ্র বরুণ রাজা তোমরা দুজনে।
এস যজ্ঞে হবি আর প্রণাম গ্রহণে॥ ১
হে ইন্দ্র বরুণ, করি কৃপাবিতরণ।
ধন, ভোজ্য, সুখ দান কর অনুক্ষণ॥ ৪
ইন্দ্র বরুণের কাছে গেলে মোর গান।
তুষ্ট হয়ে করিবেন সন্তান প্রদান॥ ৫

* * *

এতেষু যশ্চরতে ভ্রাজমানেষু
যথা কালং চাহুতয়ো হ্যাদদায়ন্।
তন্নযন্ত্যেতাঃ সূর্য্যস্য রশ্ময়ো
যত্র দেবানাং পতিরেকোঽধিবাসঃ॥ ৫

এহ্যেহীতি তমাহুতয়ঃ সবর্চ্চসঃ
সূর্য্যস্থ রশ্মিভির্যজমানং বহন্তি।
প্রিয়াং বাচমভিবদন্ত্যোঽর্চ্চয়ন্ত্য
এষ বঃ পুণ্যঃ সুকৃতো ব্রহ্মলোকঃ ॥ ৬
(মুণ্ডক ১।২)

এই সপ্তশিখার উপরে যেইজন।
যথাকালে করে সদা আহুতি অর্পণ ॥
সূর্য্যরশ্মি তাঁরে ধীরে গ্রহণ করিয়া।
দেবরাজ আবাসেতে আসেন রাখিয়া ॥ ৫
সুবর্ণা আহুতি, তাঁরে "এস এস" করি।
লয়ে যায় যত্ন করি সূর্য্যরশ্মি ধরি ॥
করি পূজা তাঁরে বলে মধুর বচনে।
এই পুণ্য ব্রহ্মলোক থাকহ এখানে ॥ ৬

* * *

যজ্ঞশিষ্টামৃতভুজো যান্তি ব্রহ্ম সনাতনম্।
নায়ং লোকোঽস্ত্যযজ্ঞস্য কুতোঽন্যঃ কুরুসত্তম ॥ ৩১
(গীতা ৪অ)

যজ্ঞশেষ অমৃত ভোজন যেই করে।
সনাতন ব্রহ্মলাভ করে সে সত্বরে ॥
যজ্ঞহীন যেই তার ইহলোক নাই।
পরলোক কোথা তার কাহারে সুধাই ॥ ৩১

***

গতসঙ্গস্য মুক্তস্য জ্ঞানাবস্থিতচেতসঃ।
যজ্ঞায়াচরতঃ কর্ম্ম সমগ্রং প্রবিলীয়তে॥ ২৩
(গীতা ৪অ

গতসঙ্গ, মুক্ত, জ্ঞানে অবস্থিত মন।
তাঁর যজ্ঞকর্ম্ম ফল না রহে কখন॥ ২৩

***

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোসি দদাসি যৎ।
যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎকুরুষ্ব মদর্পণম্॥ ২৭
শুভাশুভফলৈরেবং মোক্ষ্যসে কর্ম্মবন্ধনৈঃ,
সংন্যাসযোগযুক্তাত্মা বিমুক্তো মামুপৈষ্যসি॥ ২৮

যেই কর্ম্ম কর, যাহা করহ আহার।
যাহা হোম কর যাহা দান কর আর॥
যাকিছু তপস্যা কর হে কুন্তীনন্দন।
সে সকল আমাতেই করহ অর্পণ॥ ২৭
এরূপ করিলে শুভাশুভ ফল আর।
কর্ম্মের বন্ধন হতে পাইবে নিস্তার॥ ২৮

ষষ্ঠ অধ্যায়।

দৃশ্য ও অদৃশ্য লোক সমূহ।

আমরা যে লোকে বাস করিতেছি, যেখানে আমরা দেখিতেছি, শুনিতেছি, স্পর্শানুভাব করিতেছি, আস্বাদন ও ঘ্রাণাদি কার্য্য করিতেছি, সেই লোক সম্বন্ধেই আমাদের যথাসম্ভব জ্ঞান আছে। বিজ্ঞান আমাদিগকে এই লোকের বহু অংশের বিষয় বলিয়া থাকে, সেই সমুদায় আমাদের ইন্দ্রিয় শক্তির অগোচর। এমন অনেক বস্তু আছে যাহা আমাদের দৃষ্টি শক্তির আয়ত্বাধীন নয়, অন্যান্য ইন্দ্রিয় শক্তির পক্ষেও অতীব সূক্ষ্মতম। আমাদের এইলোকের যে সমুদায় বস্তু, আমাদের ইন্দ্রির গ্রাহ্য না হইলেও আমরা বিজ্ঞান বলে অবগত হইতে পারি, সে গুলি আমাদের অগোচর হইলেও ভৌতিক সন্দেহ নাই। তাহারা ইহার অংশ বিশেষ। ভৌতিক পদার্থের কঠিন, তরল, বাষ্পীয় ও ইথীরিয় সমুদায় অংশই পরমাণু গঠিত।

এতদ্ব্যতীত অন্যান্য লোকের বিষয় আমরা শুনিতে পাই। ঐ সমুদায় লোক অদৃশ্য এবং এই লোকের অংশ নহে। সেই সকল লোকে জীব মৃত্যুর পর গমন করিয়া থাকে। আমরা ত্রিলোকী বা ত্রিভুবনের বিষয় পাঠ করিয়াছি। সকলেরই তৎসম্বন্ধে কিছু কিছু জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। কারণ, এই জীব জন্মমৃত্যুচক্রে আবদ্ধ

থাকিয়া নিরন্তর এই ত্রিভুবন ভ্রমণ করিতেছে; এই ভ্রমণ প্রসাদেই তাহাদের ক্রমোন্নতি সাধিত হইয়াছে। এই ত্রিলোক, ব্রহ্মার দিবা কল্পের আরম্ভে উৎপন্ন হয় এবং তদবসানে ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তদ্ব্যতীত আরও চারিটী লোকদ্বারা এই ব্রহ্মাণ্ডে সপ্তলোক সংখ্যা পূর্ণ হইতেছে। ঐ চারিটী লোক ব্রহ্মার আয়ুঃকাল পর্য্যন্ত বর্ত্তমান থাকিবে। আমরা এখানে সেই লোকচতুষ্টয়ের বিষয় আলোচনা করিবনা। এই লোক সমূহের মধ্যে আবার বিভাগ আছে; যেমন ভুবর্লোকমধ্যে প্রেতলোক ও পিতৃলোক, স্বর্লোক মধ্যে ইন্দ্রলোক ও সূর্য্যলোক ইত্যাদি।

যে ত্রিলোকের সহিত আমরা বিশেষ সম্পর্কযুক্ত, তাহা ভূর্লোক ভুবর্লোক ও স্বর্লোক নামে প্রসিদ্ধ। ভূর্লোক বলিলে এই স্বর্গ ও মর্ত্তের মধ্যস্থান বুঝায়, এবং স্বর্লোকই স্বর্গ। এই ত্রিলোকের মধ্যে ভূর্লোকের কিয়দংশ আমাদের চক্ষুর গোচর অবশিষ্টাংশ ইন্দ্রিয় গোচর নহে। ভূর্লোকের সমুদায় পদার্থের পৃথ্বীতত্ত্বই প্রধান উপাদান। পৃথ্বীতত্ত্বের কঠিন, তরল, বায়বা তেজোময়, ইথিরয়ীয় ও আণবিক অবস্থা শেষ চারিটীর ইথরাবস্থা। ভূর্লোকের পদার্থ নিচয়েরও সেইরূপ সপ্তাবস্থা আছে কিন্তু তাহার মূল উপাদান আপস্তত্ত্ব। স্বর্লোকের মূল উপাদান অগ্নিতত্ত্বের ও সেইরূপ সপ্তাবস্থা আছে।

জীবনের এই ত্রিলোকানুরূপ তিনটী আবরণ আছে, তাহা অন্নময়, প্রাণময় ও মনোময় কোষ নামে প্রসিদ্ধ। অন্নময় কোষ আমাদের আহার্য্য অন্ন হইতে উৎপন্ন বলিয়া ঐ নাম প্রাপ্ত হই-

য়াছে। ইহা ভূলোকের দৃশ্য অংশের ন্যায় কঠিন তরল ও বায়ব্যাণু-দ্বারা গঠিত। প্রাণময় কোষ ভূর্লোকের অদৃশ্যাংশের ন্যায় ব্যোম-পদার্থ গঠিত। প্রাণই জীবনশক্তি, বৈজ্ঞানিক, বৈদ্যুতিক ও তাড়িৎ শক্তি সমুদয় ইহারই অন্তর্ভূক্ত। কিন্তু জীবনশক্তিতে তদতীত আরও কিছু আছে এই কোষদ্বয় ভূর্লোকের সহিত সম্বন্ধযুক্ত।

মনোময় কোষ দুইভাগে বিভক্ত। উহার মধ্যে ঘনতর অংশ ভুবর্লোকের সহিত সম্পর্কযুক্ত ইহাতে কামনা সমূহ অবস্থিত। সূক্ষ্মতর অংশ স্বর্লোকের সহিত সম্পর্কিত তাহা ভাব .ও ভাবনার ক্রীড়াভূমি।

এই সকল কোষের নামান্তর আছে কিন্তু ছাত্রদিগকে সেই সকল বলিয়া বিব্রত করিবার প্রয়োজন নাই। তাহাদের জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সেই সকল আপনা হইতে তাহাদের আয়ত্ত হইয়া উঠিবেক। যে ত্রিবিধ নাম সচরাচর ব্যবহৃত হয় আমরা তাহারই উল্লেখ করিব।

অন্নময়কোষের নামান্তর স্থূল শরীর উহা কঠিন, তরল ও বায়ব্য উপাদানে গঠিত। প্রাণময় ও মনোময় কোষদ্বয়কে বিজ্ঞানময় কোষের সহিত সমষ্টিভাবে সূক্ষ্মশরীর আখ্যা প্রদত্ত হয়। এই বিজ্ঞানময় কোষ দ্বারা জীব মহর্লোকের সহিত সম্পর্কযুক্ত। এই মহর্লোক ত্রিলোকাতীত। এখানেও জীব গমন করে। এই লোক কল্পান্তেও নষ্ট হয় না, কিন্তু বাসের অযোগ্য হয়। সূক্ষ্ম শরীরের এই বিজ্ঞানময় অংশ অপেক্ষাকৃত দীর্ঘকাল স্থায়ী। জন্ম মৃত্যু চক্রের মধ্যে নষ্ট হয় না।

এ স্থলে একটী চক্র দ্বারা এই দ্বিবিধ বিভাগ ও লোকসমূহের সহিত তাহাদের সম্পর্ক পরিস্ফুট করা যাইতেছে—

শরীর	লোক	কোষ
স্থূল	ভূর্লোক	অন্নময়
সূক্ষ্ম	ভূর্লোক	প্রাণময়
সূক্ষ্ম	ভুবর্লোক	মনোময়
সূক্ষ্ম	স্বর্লোক	মনোময়

(এই শরীর মৃত্যু সময়ে নষ্ট হইয়া পুনর্জন্ম সময়ে পুনরায় উৎপন্ন হয়)

সূক্ষ্ম	মহর্লোক	বিজ্ঞানময়

(এই শরীর বা কোষ মৃত্যু সময়ে এবং মৃত্যুর পরেও নষ্ট হয় না এবং পুনর্জন্ম সময়ে নূতন হয় না)।

স্থূলদেহে, পাণি, পাদ, বাক্, পায়ু ও উপস্থ এই কর্ম্মেন্দ্রিয় যন্ত্র সমুদায় বর্ত্তমান আছে কিন্তু যথার্থ ইন্দ্রিয় কেন্দ্রস্থান সূক্ষ্ম দেহে। এই জন্য হর্ষ, বিষাদ প্রভৃতি ভাব সমূহ সেই কেন্দ্রেই অনুভূত হয় তৎপরে ইন্দ্রিয় যন্ত্র কার্য্য করে। জ্ঞানেন্দ্রিয় সমূহের কেন্দ্রস্থান ও সেই সূক্ষ্ম শরীরে কিন্তু স্থূলদেহে ইন্দ্রিয়সাধন চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্ বর্ত্তমান আছে।

এইবার মৃত্যুসময় যাহা ঘটে তাহার আলোচনা করা যইতেছে। প্রথমতঃ সূক্ষ্মশরীর স্থূলশরীর হইতে বিচ্ছিন্ন হয়। জীব প্রাণময় কোষ দ্বারা ইহাকে পৃথক করিয়া থাকে। তখন স্থূল শরীর প্রাণ-হীন জড়পিণ্ড রূপে পরিব্যক্ত থাকে। তখনও কিন্তু জড়ীয় অণু-

সমূহের প্রাণ থাকে, তাহার বলে সেই পরমাণু সমূহ পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইতে থাকে, কারণ সর্ব্বশাসক প্রাণ তখন নাই। জীব তখন সূক্ষ্ম শরীরেই থাকেন। অবিলম্বে জীব প্রাণকোষ পরিত্যাগ পূর্ব্বক মনোময় কোষের স্থূলতর অংশকে বহিরাবরণরূপে রাখিয়া প্রেতরূপে প্রেতলোক বাস করেন। যদি তিনি পার্থিব জীবন সাধু ভাবে অতিবাহিত করিয়া থাকেন তবে প্রেতাবস্থায় তিনি আনন্দ ভোগ করেন। অসাধু ব্যক্তির প্রেতাবস্থা বড়ই কষ্টকর। তখন তাহার পার্থিব সুখভোগ লালসা থাকে অথচ ভোগ করিবার ক্ষমতা থাকে না। এই সকল লালসাশক্তি অনুসারে তাহাকে অল্পাধিক কাল কষ্ট ভোগ করিতে হয়, তৎপরে মনোময়কোষের স্থূলাংশ নষ্ট হইলে পিতৃলোকে গমন করেন, সেখানে মনোময়কোষ হইতে স্বর্গের অনুপযুক্ত উপাদান সমূহ পরিশুদ্ধ করিয়া জীব পরিশুদ্ধ মনোময়কোষাবরণে স্বর্লোকে প্রবেশ করেন, সেইখানে তাহার সঞ্চিতফল ভুক্ত হয়।

সেই ফল নিঃশেষ হইলে তাঁহার পুনর্জন্মকাল উপস্থিত হয়। তখন মনোময়কোষ ধ্বংস হইলে বিজ্ঞানময় কোষাবৃত জীব পুনরায় নরদেহ গঠনে ব্যাপৃত হইয়া থাকেন। প্রথমতঃ পুনর্জন্মোপযোগী নূতন মনোময় কোষ উৎপন্ন হইলে দেবগণ পূর্ব্বকর্ম্মানুরূপ নূতন প্রাণময় ও অন্নময় কোষ প্রস্তুত করিয়া দেন, তাহা আশ্রয় করিয়া জীব পুনরায় ভূর্লোকে আগমন করেন।

জীবের ভাগ্যে এইরূপ যাতায়াত বহুবার সঙ্ঘটিত হয়। অবশেষে জীব ত্রিলোকী ভ্রমণে বিতৃষ্ণ হইলে উচ্চতর লোকের জন্য

স্পৃহা জন্মে ও শান্তিময় অনন্তজীবনের লালসা হয়। ক্রমে এই পৃথিবীর সকল দ্রব্যেই তাঁহার বিতৃষ্ণা জন্মে, ধ্যানে আনন্দানুভব হয়, পূজায় স্পৃহা জন্মে, দুর্ব্বলকে সাহায্য করিতে বাঞ্ছা হইয়া থাকে। তখন তাহার আর ঐ সকল কোষ সাহায্যে আনন্দলাভের ইচ্ছা থাকে না ; ঐ সকল কেবল পরোপকার্য্যোপযোগী বলিয়া বোধ হয়। তখন তিনি এই দেহে অবস্থান করিয়া উচ্চতর লোকে অবস্থান করেন। দেহযন্ত্র ইহলোকের কার্য্যে ব্যাপৃত থাকে মাত্র। তখন তিনি হয় দেহাবস্থান পূর্ব্বক ঈশ্বরের কার্য্যেই জীবন উৎসর্গ করেন, নহিলে ব্রহ্মে মিলিত হন।

* *

অথ ত্রয়ো বাবলোকা মনুষ্যলোকঃ
পিতৃলোকো দেবলোক ইতি ॥

(বৃহদারণ্যক ১।৫।১৬)

নরলোক পিতৃলোক দেবলোক আর।
এই তিন লোক লয়ে এ তিন সংসার ॥১৬

*
* *

জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ।
তস্মাদপরিহার্য্যেঽর্থে ন ত্বং শোচিতুমর্হসি ॥২৭
অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত।
অব্যক্ত নিধনান্যেব তত্র কা পরিবেদনা ॥২৮

(গীতা ২অ)

জন্মিলে মরণ পুন মরিলে জনম ।
অবশ্য ঘটিবে তবে শোক কি কারণ ॥২৭
অব্যক্ত হইতে জন্মে জীব সমুদায় ।
ব্যক্তভাবে দিন দুই খেলিয়া বেড়ায় ॥
নিধনের পরে হয় অব্যক্ত আকার ।
হে ভারত তার তরে বিলাপ কি আর ॥২৮

***

সহস্রযুগপর্য্যন্তমহর্যদ্ব্রহ্মণো বিদুঃ ।
রাত্রিং যুগসহস্রান্তাং তেঽহোরাত্রবিদো জনাঃ ॥১৭
অব্যক্তাদ্ব্যক্তয়ঃ সর্ব্বাঃ প্রভবন্ত্যহরাগমে ।
রাত্র্যাগমে প্রলীয়ন্তে তত্রৈবাব্যক্তসংজ্ঞকে ॥১৮
একহাজার মহাযুগে হয় ব্রহ্মদিন ।
সহস্রেতে পুনঃ রাত্রি জানে সুপ্রবীণ ॥
অহোরাত্রবিৎ বলি খ্যাত তারা সবে ।
তাঁহাদের অগোচর নাহি কিছু ভবে ॥১৭
দিবায় অব্যক্ত হতে ব্যক্ত সমুদয় ।
রাত্রি আগমনে সব তাহে পায় লয় ॥১৮

***

ত্রৈবিদ্যা মাং সোমপাঃ পূতপাপা
যজ্ঞৈরিষ্ট্বা স্বর্গতিং প্রার্থয়ন্তে ।
তে পুণ্যমাসাদ্য সুরেন্দ্রলোকং
অশ্নন্তি দিব্যান্ দিবি-দেবভোগনা ॥২০

তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্তলোকং বিশন্তি।
এবং ত্রয়ীধর্ম্মমনুপ্রপন্না গতাগতং কামকামা লভন্তে ॥২১

(গীতা ৯অ)

তিন জনে যেই সোমপানকারী।
পূতপাপ আর সদা যজ্ঞকারী ॥
স্বর্গলাভ তরে বাসনা সদাই।
গমন করেন স্বর্গলোকে তাই ॥
পুণ্যফলে গিয়ে স্বরগ ভবন।
দিব্য ভোগ সদা করেন ভুঞ্জন ॥২০
বিশাল স্বরগ ভুঞ্জি পুণ্যফলে।
ক্ষীণপুণ্য হয়ে আসেন ভূতলে ॥
বেদোক্ত ধরম করি আচরণ।
সকাম কার্য্যের করিয়া সাধন ॥
আসা যাওয়া ভবে ঘটে বার বার।
কামনার ফল ভোগে ইহা সার ॥২১

***

বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে।
বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ ॥১৯
বহুজন্ম পরে জ্ঞানী পায় ত আমারে।
"বাসুদেব সর্ব্ব" বলি জানিবারে পারে ॥
সর্ব্বব্রহ্মময় ভবে জ্ঞান হয় তাঁর।
সে মহাত্মা সুদুর্লভ সন্দ নাহি আর ॥১৯

দ্বিতীয় খণ্ড।



প্রথম অধ্যায়

সংস্কার।

সকল ধর্ম্মে সেই ধর্ম্মাবলম্বীদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য কতকগুলি ক্রিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। ঐ সকল ক্রিয়া—(১) জীবকে আবরণ সমুদায় শুদ্ধ করিয়া আত্মজয় করিতে (২) দেবতা ঋষি প্রভৃতি উচ্চতর শক্তিমানগণের নিকট শক্তি লাভে সাহায্য করিয়া থাকে। এবং (৩) স্বীয় চতুস্পার্শ্বস্থ বায়ুর অবস্থার উন্নতি সাধন পূর্ব্বক যাহাতে মনের একাগ্রতাসাধন সহজ হয়, তাহার উপায় বিধান করিয়া থাকে।

এই উদ্দেশ্য সাধন জন্য ভৌতিক দ্রব্য, বিবিধ আসন, মুদ্রাদি ও মন্ত্রসমূহ ব্যবহৃত হয়।

যে সকল দ্রব্য উপযোগী বলিয়া নির্ব্বাচিত হয়, তাহাদের অধিকাংশই উচ্চতর বৈদ্যুতিক শক্তি বিশিষ্ট, এবং উপাস্য দেবতার ভাবনার অনুকূল বলিয়া উপাস্য ও উপাসকে আকর্ষণ স্থাপন করে।

যেমন শ্রীকৃষ্ণপূজায় তুলসীমালা, মহাদেবপূজায় রুদ্রাক্ষমালা ইত্যাদি।

আসন মুদ্রাদির দ্বারা প্রাণাদি পঞ্চবায়ুর সংযমাদি সঙ্ঘটিত হয়। কোনওটী দ্বারা দেহের বৈদ্যুতিক শক্তি বহিঃস্থ বায়ুতে বহির্গত হইতে পারে না কিন্তু দেহমধ্যে উপযুক্তরূপে প্রবাহিত হইয়া মনকে স্থির ও প্রশান্ত করে। শব্দও উক্ত উদ্দেশ্যের সাধন জন্যই ব্যবহৃত হয়। শব্দ দ্বারা প্রকম্পণ উৎপন্ন হয়, এবং প্রকম্পণ সমূহ সমান ও নিয়মিত বলিয়া সূক্ষ্ম দেহেও প্রকম্পণোৎপাদনে সমর্থ। কারণ সূক্ষ্মদেহ, সমান, ও অত্যন্ত ক্রিয়াশক্তিযুক্ত। সূক্ষ্ম-শরীরের এই সমুদায় প্রকম্পণ নিয়মিত হইলে পর, জীবের চিত্ত-স্থৈর্য্য, ধ্যানশক্তি ও সাধনশক্তি বর্দ্ধিত হয়। সুসম্বদ্ধ শব্দসমষ্টির বলে দেবতা ও ঋষিগণ সাধকের নিকট আকৃষ্ট হইয়া তাহার সহায়তা করিয়া থাকেন। বিশেষতঃ সুগ্রথিত শব্দসমষ্টির শক্তিতে বিপরীত শক্তি ও অনিষ্টকর বৈদ্যুতিক ক্ষমতা নষ্ট হইয়া থাকে, সুতরাং সাধকের চতুর্দ্দিকের অবস্থা সুখকর হয়।

এইরূপ সুগ্রথিত শব্দসমষ্টি মন্ত্র নামে কথিত হয়। মন্ত্রের শব্দগুলি এরূপভাবে গ্রথিত যে তাহার উচ্চারণ দ্বারা শক্তির উৎপত্তি হয়। শব্দগুলি পরিবর্ত্তিত হইলে, শক্তিরও পরিবর্ত্তন বা হানি ঘটে। সেই জন্য মন্ত্র ভাষান্তরিত করিবার নহে। মন্ত্রের অনুবাদ করিলে সেই অনুবাদ দ্বারা কার্য্য হইবার নহে। কারণ মন্ত্র সাধকের মনোভাব জ্ঞাপক নহে শুধু শক্তির উদ্বোধক মাত্র।

মন্ত্র সম্বন্ধে আরও গূঢ়রহস্য জানা প্রয়োজন। যে ব্যক্তি মন্ত্র-বিশেষ দ্বারা সাধনা করে, তাহার জীবন সদ্ভাবে পরিচালিত হওয়া

কর্ত্তব্য, নচেৎ মন্ত্র সাধনে তাহার ইষ্ট না হইয়া অনিষ্ট হইয়া থাকে। কারণ মন্ত্র সূক্ষ্মশরীরে কার্য্য করিয়া তাহাকে কুভাব ও কুবাসনার প্রতিকূলভাবে গঠিত করে। তাহাতে সূক্ষ্মশরীরে যে প্রকম্পণ উৎপত্তি হয়, তাহা কুবাসনা ও কুভাবের আলোড়ন হইতে সঞ্জাত কম্পনের বিপরীত ধর্ম্মী। এই দুই বিভিন্নমুখী কম্পনের পরস্পরের ঘাত প্রতিঘাতে সূক্ষ্মদেহ বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইতে পারে। মনোভাব সৎ হইলে আর সেরূপ হইবার সম্ভাবনা থাকে না। সেই সৎভাব যতই দুর্ব্বল হউক না কেন তাহা মন্ত্রের সহায়তা বই প্রতিকূলতা করে না।

মন্ত্র উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারণ করিবার প্রয়োজন নাই, মনে মনে উচ্চারণ করিতে পারিলে তাহার শক্তি অধিকই হইয়া থাকে। কারণ তাহা স্থূলদেহের গ্রাহ্য না হওয়ায় কেবল সূক্ষ্মদেহেই পূর্ণরূপে কার্য্য করে।

হিন্দুজীবনের ক্রিয়া কাণ্ডের মধ্যে সংস্কারগুলিই প্রধান। কারণ তদ্দ্বারা জাত জীব উত্তরোত্তর সংস্কৃত হইয়া কার্য্যাধিকারী হইতে থাকে। প্রাচীনকালে সংস্কার অসংখ্য ছিল তন্মধ্যে দশটী প্রধান। বর্ত্তমান সময়ে ঐ দশটীর কতকগুলি মাত্র প্রচলিত আছে। সেই দশটীর সাতটী শৈশবের সংস্কার। ঐ সাতটীর ষষ্ঠটীর নাম অন্নপ্রাশন। এইটী সর্ব্বত্রই প্রচলিত আছে। অন্ন-প্রাশন সময়ে শিশুকে কঠিন অন্ন ভোজন করিতে দেওয়া হয়। সপ্তটী চূড়াকরণ ঐ সঙ্গে কর্ণবেধও সম্পন্ন হইয়া থাকে। অষ্টম সংস্কার উপনয়ন, এই সময় শিশু গুরু সমীপে নীত হইয়া যজ্ঞসূত্রের

সহিত গায়ত্রী প্রাপ্ত হন, সেই সময় হইতে তাঁহার দ্বিজত্ব লাভ হয়।

উপনয়ন সংস্কারই ছাত্রজীবনের প্রারম্ভ। এই সময় হইতে শিশু ব্রহ্মচর্য্য ধারণ পূর্ব্বক শাস্ত্র শিক্ষা করিতে থাকে। সমাবর্ত্তন সংস্কার দ্বারা ছাত্রজীবনের পরিসমাপ্তি হয়। তৎপরে তিনি গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশাধিকারী হয়েন। দশম সংস্কার বিবাহ। এই সংস্কার দ্বারা ছাত্র গৃহী হইয়া গৃহস্থের অবশ্য প্রতিপাল্য কর্ত্তব্য সাধনের দায়ী হইয়া থাকেন।

বর্ত্তমান সময়ে ভারতবর্ষে প্রায়শঃ উপনয়ন আর বিবাহ সংস্কারই সমারোহে সম্পন্ন হইতে দেখা যায়। বিবাহও আজকাল ছাত্রজীবন শেষ হইবার পূর্ব্বেই সম্পন্ন হইয়া থাকে। সুতরাং উভয় দায়িত্ব এক সময়ে উপস্থিত হয় বলিয়া তাহাদের সমূহ অনিষ্ট হইয়া থাকে। হায়! কতদিনে ভারতে পূর্ব্ব নিয়ম প্রচলিত হইবে।

---

*
* *

একঃ শব্দঃ সুপ্রযুক্তঃ স্বর্গে লোকে কামধুগ্ ভবতি ॥৮৪॥

(পাতঞ্জলি মহাভাষ্য ৬।১)

একশব্দ সুপ্রযুক্ত হলে

কামধুক্ হয় স্বর্গলোকে ॥

*
* *

মন্ত্রোহীনঃ স্বরতো বর্ণতো বা

মিথ্যাপ্রযুক্তো ন তমর্থমাহ।

স বাগ্বজ্রো যজমানং হিনস্তি
যথেন্দ্রশত্রুঃ স্বরতোঽপরাধাৎ ॥৫২॥

(পাণিনীয় শিক্ষা)

স্বর-বর্ণ-হীন মন্ত্র যেই
মিথ্যা তার প্রয়োগ নিশ্চয়।
অর্থ তাহে না হয় প্রকাশ
মন্ত্রবল হয় বিপর্য্যয় ॥ ৫২
সেই বাক্য বজ্রসম হয়ে
যজমানে করয়ে নিধন।
স্বরচ্যুতি অপরাধ তরে
ইন্দ্রশত্রু বৃত্রের মরণ ॥ ৫২

***

বৈদিকৈঃ কর্ম্মভিঃ পুণ্যৈর্নিষেকাদি দ্বিজন্মনাং।
কার্য্যঃ শরীরসংস্কারঃ পাবনঃ প্রেত্যচেহ চ ॥ ২৬ ॥

(মনু ২অ)

পবিত্র বৈদিক কর্ম্ম করিয়া সাধন।
নিষেকাদি পুণ্যকার্য্য করে দ্বিজগণ॥
শরীর-সংস্কার্য্য প্রয়োজন তার।
ইহ পরলোকে ইহা পাবন সবার ॥ ২৬ ॥

চিত্রকর্ম্ম যথালোকে রাগৈরুন্মীল্যতে শনৈঃ।
ব্রাহ্মণ্যমপি তদ্বৎ স্যাৎ সংস্কারৈ বিধিপূর্ব্বকৈঃ ॥

(পারস্কর গৃহ্যসূত্রে অঙ্গিরসবচনং)

চিত্রকর ধীরে ধীরে করিয়া রঞ্জন।
চিত্রকর্ম্ম সুসম্পন্ন করয়ে যেমন॥
সেইরূপে পরে সংস্কার নিচয়।
বিধিপূর্ব্ব হলে হয় ব্রাহ্মণ্য উদয়॥

গর্ভাধানং পুংসবনং সীমন্তো জাতকর্ম্ম চ।
নামক্রিয়া নিষ্ক্রমোঽন্নপ্রাশনং বপনক্রিয়া।
কর্ণবেধো ব্রতাদেশো বেদারম্ভক্রিয়াবিধিঃ।
কেশান্তঃ স্নানমুদ্বাহো বিবাহাগ্নিপরিগ্রহঃ।
ত্রেতাগ্নি সংগ্রহশ্চৈব সংস্কারাঃ ষোড়শস্মৃতাঃ॥

(পারস্কর গৃহ্যসূত্রে ব্যাসবচনং)

গর্ভাধান পুংসবন সীমন্তোন্নয়ন।
জাতকর্ম্ম নামক্রিয়া আর নিষ্ক্রমণ॥
অন্ন-সংপ্রাশন আর সে চূড়াকরণ।
কর্ণবেধ ব্রতাদেশ বেদ আরম্ভন॥
কেশ-অন্তস্নান আর উদ্বাহ বিবাহ।
তাহার পরেতে হয় অগ্নি পরিগ্রহ॥
ত্রেতাগ্নি সংগ্রহ এই ষোড়শ প্রকার।
শাস্ত্র সুসম্মত এই সকল সংস্কার॥

দ্বিতীয় অধ্যায়

শ্রাদ্ধ।

শ্রাদ্ধ কার্য্যদ্বারা ইহলোকবাসী আত্মীয়গণ পরলোকগত জীবের সদ্‌গতি বিষয়ে সাহায্য করিয়া থাকেন। যে জীব ভৌতিক দেহ ত্যাগ করিয়া প্রেতত্ব লাভ করিয়াছেন, প্রেত্যকার্য্যরূপ শ্রাদ্ধদ্বারা তাহার সহায়তা হইয়া থাকে। মৃত্যুর পর অন্নময় কোষ শ্মশানভূমিতে লইয়া গিয়া সত্বরেই দগ্ধ করা হয় এবং দগ্ধাবশেষ জলে বা গঙ্গাস্রোতে নিক্ষেপ করা হয়। অন্নময় কোষের ধ্বংসে প্রাণময় কোষও ক্রমে ধ্বংস হয়। ঐ ধ্বংসকার্য্য শবদাহ মন্ত্রাদির দ্বারা সাধিত হইয়া থাকে। দগ্ধ করাই মৃতদেহ ধ্বংসের সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায় এবং উহা গত ও তাহার জীবিত আত্মীয় জীবগণের বিশেষ প্রয়োজনীয়, কারণ যে পর্য্যন্ত অন্নময় কোষ ধ্বংস না হয় সেই পর্য্যন্ত আকর্ষণ বশে প্রাণময় কোষ তাহার নিকটবর্ত্তী প্রদেশেই অবস্থান করিয়া থাকে, সুতরাং জীবকে পৃথিবীতে আবদ্ধ থাকিতে হয়। তদ্ব্যতীত কবরগত মৃতদেহের পচনকার্য্য জনিত বিষাক্ত বাষ্প তাহার আত্মীয়গণের পক্ষে অনিষ্টকারক হইয়া থাকে।

দাহের পর শ্রাদ্ধ কার্য্যদ্বারা দ্রব্যগুণে ও মন্ত্রশক্তি বলে মনোময়

কোষের উপাদান সমূহ সংস্কৃত হয়। বর্ষান্তে সপিণ্ডীকরণ দ্বারা জীব প্রেতলোক হইতে পিতৃলোকে প্রবেশ করেন, তখন হইতে সেই জীব পিতৃগণের মধ্যে গণ্য হইয়া থাকেন ও ভুবর্লোকে সূক্ষ্ম-দেহে বাস করেন। সপ্তপুরুষের একজন ভূর্লোকে ও ছয়জন ভুবর্লোকে থাকিলে পরস্পরের সহায়তা করিতে পারেন। যখন ব স্বর্গগত হন তখন আর তাহার শ্রাদ্ধের প্রয়োজন হয় না।

দেশেকালে চ পাত্রে চ শ্রদ্ধয়া বিধিনা চ যৎ।
পিতৄনুদ্দিশ্য বিপ্রেভ্যো দানং শ্রাদ্ধমুদাহৃতং ॥

(ব্রহ্মাণ্ড পুরাণম্)

পিতৃগণোদ্দেশে সদা শ্রদ্ধার সহিত।
দেশকাল পাত্র ভেদে যা হয় উচিত।
যথাশাস্ত্র দান হয় শ্রাদ্ধ নাম তার।
উপযুক্ত বিপ্রে দিবে কহিলাম সার ॥

***

কুর্য্যাদহরহঃ শ্রাদ্ধমন্নাদ্যেনোদকেন চ।
পয়োমূলফলৈর্বাপি পিতৃভ্যঃ প্রীতিমাবহন্ ॥ ২০৩

(মনু ৩ অঃ)

অন্নজল, কিম্বা দুগ্ধ ফল মূল আর।
সংগ্রহ করহ যত শক্তি আপনার ॥
কর শ্রাদ্ধ অহরহঃ সেই সব লয়ে।
পিতৃগণোদ্দেশে সদা শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে ॥

***

পঞ্চভ্য এব মাত্রাভ্যঃ প্রেত্য দুষ্কৃতিনাং নৃণাম্।
শরীরং যাতনার্থীয় মন্যদুৎপদ্যতে ধ্রুবং ॥ ১৬
তেনানুভূয় তা যামী শরীরেণেহ যাতনাঃ।
তাস্বেব ভূতমাত্রাসু প্রলীয়ন্তে বিভাগশঃ ॥ ১৭
যদ্যাচরতি ধর্ম্মং স প্রায়শোঽধর্ম্মমল্পশঃ।
তৈরেব চাবৃতো ভূতৈঃ স্বর্গে সুখমুপাশ্নুতে ॥ ২০

(মনু ১২ অ)

পঞ্চতন্মাত্রায় এক সূক্ষ্মতর দেহ।
পাপী মানবের তাহা হয় প্রেত গেহ।
সে দেহে মৃত্যুর পর ভুঞ্জিয়া যাতনা।
পূর্ব্বকৃত পাপফলে কষ্ট সহে নানা ॥ ১৬
যমদত্ত সে যাতনা ভোগ করি পরে।
পঞ্চতন্মাত্রেতে মিশে যায় চির তরে ॥ ১৭
যদি বহু ধর্ম্ম সনে অল্প পাপ করে।
সে দেহে সে স্বর্গসুখ করে আস্বাদন।
পঞ্চতন্মাত্রেতে হয় তাহারও গঠন ॥ ২০
চিতামোক্ষপ্রভৃতি চ প্রেতত্বমুপজায়তে।

(গরুড় পুরাণ ২।৫।৩৬)

চিতাদগ্ধ হয়ে জীব দেহ মুক্ত হয়।
প্রেতত্ব তখন ঘটে জানিও নিশ্চয় ॥ ৩৬

***

বর্ষং যাবৎ খগশ্রেষ্ঠ স্বর্গে গচ্ছতি মানবঃ।
ততঃ পিতৃগণৈঃ সার্দ্ধং পিতৃলোকং সগচ্ছতি ॥
দত্তৈঃ ষোড়শভিঃ শ্রাদ্ধৈঃ পিতৃভিঃ সহমোদতে।
পিতুঃ পুত্রেণ কর্ত্তব্যং সাপিণ্ডীকরণং সদা ॥

(গরুড় পুরাণ ২।১৬।৬-৭,২০)

অতঃপর খগ শ্রেষ্ঠ করহ শ্রবণ।
বর্ষকাল করে জীব মার্গে বিচরণ ॥
তারপর পিতৃগণ সঙ্গেতে মিলিয়া।
পিতৃলোকে যায় চলি আনন্দিত হইয়া ॥
যতনে ষোড়শ শ্রাদ্ধ করিলে অর্পণ।
সুখে পিতৃগণ সনে থাকে সর্ব্বক্ষণ ॥
এই হেতু সপিণ্ডীকরণ যোগ্য হয়।
উপযুক্ত পুত্র তাহা করিবে নিশ্চয় ॥

তৃতীয় অধ্যায়।



শৌচ।

দেহের পবিত্রতা রক্ষার জন্য শৌচের প্রয়োজন। তদ্বারা স্বাস্থ্য ও দেহের বল লাভ হয়। ব্যাধি হইলেই বুঝিতে হইবে, কোনও না কোন প্রাকৃতিক নিয়ম ভঙ্গ হইয়াছে। ঋষিগণ জানিতেন প্রাকৃতিক নিয়ম সমূহ জগদীশ্বরের নিয়ম। তাঁহারই অস্তিত্বের অভিব্যক্তি। জীব ভৌতিক দেহমধ্যে আবদ্ধ তাঁহারই অংশ। সেই জন্য তাহ্যরা প্রাকৃতিক নিয়ম পালন ধর্ম্মকার্য্য ও কর্ত্তব্যরূপে নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন।

দৃশ্য দেহ ও তাহার অদৃশ্য প্রতিরূপ প্রাণময় কোষ, ভৌতিক উপাদানে গঠিত বলিয়া ভৌতিক উপায়ে তাহার শুদ্ধির প্রয়োজন আছে। কিরূপে শুদ্ধ রাখিতে হইবে তাহা বুঝিবার জন্য তাহাদের স্বরূপ বোধ প্রয়োজন।

দৃশ্যদেহ অন্নময় কোষ, আমাদের আহার্য্য অন্নের, পানীয় জলের এবং চতুর্দ্দিকস্থ পদার্থত্যক্ত অণু হইতে উপাদান সংগ্রহ পূর্ব্বক সৃষ্ট হয়। চতুর্দ্দিকস্থ পদার্থত্যক্ত অণু হইতেও যে আমরা সৃষ্ট হই, একথা সহসা অসম্ভব বোধ হইতে পারে, কিন্তু ইহা সত্য। আমাদের দেহ মৃত পদার্থে গঠিত নহে, মৃতপদার্থও জগতে নাই। সমুদায় উপাদান পদার্থ অতি ক্ষুদ্রতম সজীব পরমাণু সমষ্টি দ্বারা

গঠিত। সজীব অণুগুলিও সজীব পরমাণুর সমষ্টি। একটী ধূলি-কণায় অসংখ্য সজীব অণু বর্ত্তমান আছে। এই সকল সূক্ষ্ম জীবের শ্রেণী আছে; তন্মধ্যে জীবাণু (microbe) নামক অনুবীক্ষণ দ্বারা দর্শন যোগ্য জীবই দৃশ্য জীবের মধ্যে সূক্ষ্মতম, এই সমুদায় জীবাণুও ক্ষুদ্রতর, ও ক্ষুদ্রতম সজীব অণু দ্বারা বায়ুমণ্ডল পরিপূর্ণ, আমাদের দেহ ও অন্যান্য সমস্ত বস্তুই সেই সমুদায়ের সমষ্টি মাত্র। প্রস্তর, বৃক্ষ, পশু, মানব, গৃহ, গৃহসামগ্রী, পরিধেয় বস্ত্রাদি সমুদায় পদার্থে এইরূপ অসংখ্য অণু আছে, তাহারা অহরহ সেইরূপ অসংখ্য অণু গ্রহণ করিতেছে ও পরিত্যাগ করিতেছে। আমাদের সন্নিহিত ও স্পৃষ্ট পদার্থ সমুদায়ের সহিত এরূপ অণুর বিনিময় অহরহ চলিতেছে। যদি আমরা সুস্থ থাকিতে বাসনা করি, তাহা হইলে আমাদের বিশুদ্ধ অণু গ্রহণ ও অবিশুদ্ধ অণু ত্যাগ করা কর্ত্তব্য। শৌচ নিয়ম দ্বারা আমরা সেই কার্য্যের উপায় জানিতে পারি।

যে খাদ্য আমরা আহার করিব, তাহাও পবিত্র হওয়া কর্ত্তব্য। সকল বস্তুই উত্তরোত্তর হয় ত জীবনীশক্তি লাভ করিতেছে, না হয় জীবনীর হ্রাস নিবন্ধন মৃত্যুমুখে অগ্রসর হইতেছে। হয় তাহাদের গঠনকার্য্য চলিতেছে না হয় ধ্বংসকার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। পবিত্র আহার্য্যের জীবনী বর্দ্ধনোন্মুখ। নব পত্র, ফল, মূল, শস্যাদি জীবনী পূর্ণ, আমরা তাহার গ্রহণ দ্বারা নিজ নিজ জীবনী বর্দ্ধিত করি। যাহা যাতযাম তাহা অপবিত্র, কারণ তখন তাহার জীবনীর অভাব হইতে আরম্ভ হইয়াছে। মাংস অপবিত্র, কারণ, তাহার জীবন নাই, সুতরাং পচনোন্মুখ হইয়াছে। মাংস ভক্ষণ দ্বারা দেহ পুষ্ট

হইলেও উদ্ভিদভোজী দেহাপেক্ষা অধিক রোগ প্রবণ হইয়া থাকে। তাহাদের ক্ষত সহজে আরোগ্য হয় না, জ্বর প্রবলতর হইয়া থাকে।

তরল দ্রব্যের মধ্যে বিশুদ্ধ জলই সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ। চা, কাফি, কোকো প্রভৃতি ওষধি সিদ্ধ জল অল্প পরিমাণে সেবনে অপকারের সম্ভাবনা নাই, বরং উপকার হইতে পারে। দুগ্ধই একাধারে পবিত্র পেয় ও আহার্য্য। যে কোনও পেয় দ্রব্যে সুরাসার আছে তাহা অপবিত্র ও শরীরের পক্ষে হানিজনক সন্দেহ নাই। ফেনোদ্গারী সুরায় পচনারম্ভ হইয়াছে এজন্য তাহা দেহপেশীর ও মস্তিষ্কের অহিতজনক বিষতুল্য। বিশেষতঃ উষ্ণপ্রধানদেশে ইহার মত অপকারক দ্রব্য আর কিছুই নাই। ইহা দ্বারা অকালবার্দ্ধক্য ও মৃত্যু উপস্থিত হয়। এতদ্দেশে বহুলরূপে ব্যবহৃত অথচ স্বাস্থ্যের হানিকারক ভাং হইতে প্রস্তুত পানীয় সমূহও অতীব অপবিত্র ও জড়তার উৎপাদক জানিবে।

বিশুদ্ধ পান আহারের ন্যায় বিশুদ্ধ বায়ুরও প্রয়োজন আছে। আমরা শ্বাস ত্যাগ সময়ে কার্ব্বন্ ডাইঅক্ সাইড্ নামক গ্যাস ত্যাগ করি। ঐ বাষ্প মূর্চ্ছাকারক। যদি আমরা অল্প পরিসর স্থানে আবদ্ধভাবে অবস্থান করি, তাহা হইলে সেই স্থানের বায়ু এই বাষ্প দ্বারা দূষিত হইয়া শ্বাস গ্রহণের অযোগ্য হইয়া পড়ে। বিশেষতঃ শ্বাস ত্যাগ সময়ে আমাদের দেহাভ্যন্তর হইতে ক্ষয়িত অণু সকল পরিত্যক্ত হয়। উহা বিশুদ্ধ বায়ুর সহিত স্থানান্তরিত না হইলে পুনঃ শ্বাস গ্রহণ সময়ে আবার শ্বাসনালী দ্বারা প্রতিগৃহীত হইয়া বিষক্রিয়া করিয়া থাকে।

দেহ গঠনের জন্য শুধু বিশুদ্ধ উপাদান গ্রহণ করিলেই হইবেক না। দেহের উপরিভাগ স্নানাদি দ্বারা উত্তমরূপে পরিষ্কৃত রাখা কর্ত্তব্য। প্রতিদিন অন্ততঃ একবার স্নান করা উচিত এবং স্নান সময়ে উত্তমরূপে গাত্র মার্জ্জন করা কর্ত্তব্য। তাহা হইলে দেহে ধূলি বালুকাদির কণা দূর হইলে চর্ম্ম পরিষ্কৃত থাকিয়া সুন্দররূপে স্বকার্য্য সাধন করিতে পারিবেক। হাত, পা বা দেহের যে কোনও অংশ অপবিত্র বোধ হইলেই ধৌত করা কর্ত্তব্য; আহারের পূর্ব্বে ও পরে হস্ত পদাদি ধৌত করিতে বিস্মৃত হওয়া কর্ত্তব্য নহে। অধৌত হস্তে ভোজন করিলে আহার্য্য দ্রব্য অপরিষ্কৃত হইতে পারে। আহারের পর হস্ত পদাদি প্রক্ষালন করা নিত্য প্রয়োজনীয়। দেহের উপর যে বস্ত্র থাকে তাহাও নিত্য ধৌত করা কর্ত্তব্য।

হিন্দুগণ চিরদিনই বহির্জগৎকে অন্তর্জগৎ মনে করেন। সুতরাং তাঁহাদের নিকট বাহ্যশুদ্ধির ন্যায় অন্তঃশুদ্ধিও প্রয়োজনীয় বলিয়া অনুভূত হইয়াছিল। বহিঃশুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অন্তঃশুদ্ধির জন্য মন্ত্রাদির আবৃত্তি ও তাহাদের প্রয়োজনীয় বোধ হইয়াছিল। তাঁহাদের প্রত্যেক কার্য্যই ধর্ম্মবন্ধনে বাঁধা।

ছাত্রগণ এক্ষণে বুঝিতে পারিবেন কেন ঋষিগণ শুদ্ধির পক্ষপাতী ছিলেন। যে ব্যক্তির দেহ অপরিষ্কার, বস্ত্রাদি অপরিষ্কার, তাহার সন্নিহিত বায়ু অপবিত্র কণায় পূর্ণ থাকে। সুতরাং তাহার সন্নিহিত ব্যক্তিগণ সেই বিষাক্ত বায়ু দ্বারা আক্রান্ত হইতে পারে। শুধু নিজের জন্য নহে, নিকটস্থ ব্যক্তি ও বস্তু সমূহের জন্যও

আমাদের শৌচ অবশ্য কর্ত্তব্য। অপরিষ্কৃত ব্যক্তি, অপরিষ্কৃত বস্ত্র ও অপরিষ্কৃত গৃহ বিষের আশ্রয় স্থানও নিকটস্থ জনগণের অমঙ্গল-জনক জানিবে।

প্রাণময় কোষের পবিত্রতা তদন্তর্গত বৈদ্যুতিক স্রোতের উপর নির্ভর করে। ইহা নিকটবর্ত্তী বস্তু সমূহের বৈদ্যুতিক শক্তি দ্বারা শাসিত হয়। সুতরাং আমাদের সে পক্ষেও সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য। পেঁয়াজ রসুন প্রভৃতি কতকগুলি উদ্ভিদ্ অন্নময় কোষের হানি-কারক না হইলেও প্রাণময় কোষের পক্ষে বিশেষ হানিজনক। তাহাদের বৈদ্যুতিক শক্তি মাংসের বৈদ্যুতিক শক্তি অপেক্ষা অধিকতর অপকারক। সুরাদ্বারাও প্রাণময় কোষের বিশেষ অনিষ্ট হইয়া থাকে। অপরের প্রাণময় কোষদ্বারাও অনিষ্টের আশঙ্কা আছে। স্বীয় সূক্ষ্ম শরীর দ্বারাও প্রাণময় কোষের ইষ্টানিষ্ট সাধিত হয়। সুতরাং অপরের সূক্ষ্ম শরীর আমাদের সূক্ষ্ম শরীর দিয়া কার্য্য করিয়া, প্রাণময় কোষের ইষ্টানিষ্ট সাধন করিতে পারে। অনিষ্ট হইতে পারে। সুতরাং কুসংসর্গ সর্ব্বথা বর্জ্জনীয়। সূক্ষ্ম শরীরের পবিত্রতা, দেহীর বাসনা ও সঙ্কল্পাদির পবিত্রতা বশে হইয়া থাকে। তাহা হইতে ভৌতিক দেহের ও পবিত্রতার হানি ঘটে। যদি জীবের বাসনা ও সঙ্কল্প অপবিত্র হয় তবে তাহার অন্নময় কোষাদিও পবিত্র থাকিতে পারে না। কেহ যদি শৌচ আচারের নিয়ম অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন করেন, কিন্তু তিনি যদি গর্ব্বোদ্ধত, ক্রূর, কামুক ও সন্দিগ্ধচিত্ত হন, তবে বহিঃশুদ্ধির দ্বারা যতই তিনি অন্তর্দেহ পবিত্র করিবার চেষ্টা করিবেন, তাহার

অধিকতর বেগে তাঁহার অন্তর্দ্দেহ অপবিত্র হইতে থাকিবে। দেবতা ঋষিগণের চক্ষে সেইরূপ ব্যক্তি নিত্য অশুচি।

দূরাদাবসথান্মূত্রং দূরাৎ পাদাবসেচনং।
উচ্ছিষ্টান্নং নিষেকং চ দূরাদেব সমাচরেৎ॥ ১৫১
(মনু ৪ অ)

গৃহ হতে দূরে কর মূত্র বিসর্জ্জন।
দূরেতে করহ সদা পাদাবসেচন॥
উচ্ছিষ্টান্ন পরিত্যাগ কর সদা দূরে।
স্নান জল পরিত্যাগ করিবে সুদূরে॥ ১৫১

***

আচম্য প্রযতো নিত্যমুভে সন্ধ্যে সমাহিতঃ।
শুচৌদেশে জপঞ্জপ্যমুপাসীত যথাবিধিঃ॥ ২২২
(মনু ২অ)

অগ্রেতে সংযত ভাবে করি আচমন।
দুই সন্ধ্যা নিত্য সন্ধ্যা কর সমাপন॥
পবিত্র প্রদেশে বসি একাগ্র অন্তরে।
জপ্য জপ কর সদা শাস্ত্র অনুসারে॥ ২২২

***

উপস্পৃশ্য দ্বিজো নিত্যং অন্নমদ্যাৎ সমাহিতঃ।
ভুক্ত্বা চোপস্পৃশেৎ সম্যক্ অদ্ভিঃ স্বানি চ সংস্পৃশেৎ॥৫৩
(মনু ২অ)

দ্বিজগণ হস্তপদ করি প্রক্ষালন।
একলক্ষ্য হয়ে অন্ন করিবে ভোজন ॥
ভোজনের পরে পুনঃ সম্যক্ প্রকারে
সর্ব্বেন্দ্রিয় ধৌত করিবেন জলধারে ॥

***

জ্ঞানং তপোঽগ্নিরাহারো মৃন্মনো বার্য্যুপাঞ্জনম্।
বায়ুঃ কর্ম্মার্ককালৌ চ শুদ্ধেঃ কর্ত্তৃণি দেহিনাম্ ॥১০৫

(মনু ২ অ)

জ্ঞান, তপ, অগ্নি আর আহার নিশ্চয়।
মাটী, মন, বারি আর উপাঞ্জন চয় ॥
বায়ু, কর্ম্ম, দিনকর আর এই কাল।
নরগণে পবিত্র করেন চির কাল ॥১০৫

***

অদ্ভির্গাত্রাণি শুধ্যন্তি মনঃ সত্যেন শুধ্যতি।
বিদ্যাতপোভ্যাং ভূতাত্মা বুদ্ধির্জ্ঞানেন শুধ্যতি ॥১০০

(মনু ৫ অ)

জলে দেহ শুদ্ধহয় সত্যে মনঃ শুদ্ধি।
বিদ্যাতপে শুদ্ধ জীব জ্ঞানে শুদ্ধ বুদ্ধি ॥১০০

***

নহি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে ॥৩৮

(গীতা ৪ অ)

জ্ঞানের সমান কিছু এ তিন সংসারে।
পবিত্র-নাহিক আর কহিনু তোমারে॥৩৮

অপি চেৎ স দুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ ব্যবসিতো হি সঃ ॥৩০
ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।
কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি ॥৩১

(গীতা ৯ অ)

ঘোর পাপী হয়ে যদি অনন্যহৃদয়।
একমন হইয়ে শরণ মম লয় ॥
নিশ্চয় জানিও মনে সেই সাধু জনে।
যেহেতু কর্ত্তব্য সেই কৈল আচরণ ॥ ৩০
শীঘ্র সে ধর্ম্মাত্মা হবে পাবে শান্তিপদ।
জানিও ভক্তের মম নাহিক বিপদ ॥৩০

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥৬৬

(গীতা ১৮ অ)

ইন্দ্রিয়গণের যেই ধর্ম্ম সমুদায়।
তাহে শ্রদ্ধা ত্যজি লহ আমার আশ্রয় ॥
নাহি শোক কর আমি বলিনু তোমায়।
করিব পাপেতে মুক্ত সন্দেহ কি তায় ॥ ৬৬

চতুর্থ অধ্যায়।

পঞ্চযজ্ঞ।

আমরা যজ্ঞবিধি বিচার প্রসঙ্গে বলিয়াছি মনুষ্যের আত্মত্যাগই প্রধান যজ্ঞ। সনাতন ধর্ম্মে এই ধর্ম্মানুবর্ত্তিগণের পক্ষে তদুপযোগী হইবার জন্য যে সকল নিয়ম নির্দ্দিষ্ট আছে, এক্ষণে আমরা তাহার আলোচনা করিব।

শাস্ত্রে যত প্রকার যজ্ঞের ব্যবস্থা আছে আমরা এইক্ষণে সে সকলের উল্লেখ না করিয়া কেবল নিত্য কর্ত্তব্য পঞ্চ মহাযজ্ঞের বিষয় আলোচনা করিব। সেই পঞ্চ যজ্ঞের নাম ঋষিযজ্ঞ, দেবযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, নৃযজ্ঞ ও ভূতযজ্ঞ। এই পাঁচটীর বাহ্যক্রিয়া ও অন্তর্লক্ষ্য অর্থ আছে। অন্তর্লক্ষ্যার্থ দ্বারা যজ্ঞের মুখ্যশক্তি বুঝিতে পারা যায়। এই বার সেই অর্থ বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক।

ঋষিযজ্ঞের বাহ্যক্রিয়া বেদাধ্যয়ন ও অধ্যাপন। প্রত্যেক দিন সকলেরই কোনও পবিত্র গ্রন্থ পাঠ করা কর্ত্তব্য, তদ্বারা ক্রমে তাহার আত্মজ্ঞান লাভোপযোগী জ্ঞানের উদয় হইয়া থাকে। তদ্দ্বারা তিনি নিজের অবস্থা ও কর্ত্তব্য উপলব্ধি করিতে পারেন। প্রত্যেকেরই নিজের অপেক্ষা অজ্ঞানীকে যথাসাধ্য জ্ঞানদান কর্ত্তব্য। এই জন্য ভগবান্ মনু এই যজ্ঞকে অধ্যাপন বলিয়াছেন।

প্রত্যেক বালকের প্রত্যহ এই যজ্ঞ আচরণ কর্ত্তব্য। ভগবদ্গীতা, অনুগীতা, হংসগীতা বা অন্য কোনও পবিত্র গ্রন্থের দু চারটী শ্লোক মনঃসংযোগের সহিত পাঠ ও চিন্তা করা কর্ত্তব্য। পাঠের পরিমাণাধিক্য অপেক্ষা পঠিত বিষয়ের অবহিতধ্যানই অধিক ফলপ্রদ। অন্তর্লক্ষ্যার্থ এই,—ত্যাগোদ্দেশেই অধ্যয়ন প্রয়োজন; যাহা শিক্ষা করিবে তাহা অপরের জন্য।

বাহ্য দেবযজ্ঞ, হোমকার্য্য। দেবতাগণ প্রকৃতিকে যে সমস্ত কার্য্যদ্বারা আমাদের সহায়তা করিতেছেন তাহার স্মরণার্থই এই হোম। যেন তাহাদের নিকট প্রাপ্ত দ্রব্যের প্রতিদান স্বরূপ আমাদের নিজাধিকৃত দ্রব্যের অর্পণ। অন্তর্লক্ষ্যার্থ এই জড়াতীত লোকসমূহের সহিত আমাদের যে সম্বন্ধ তাহা অনুভব করিয়া লোকসমূহের সাপেক্ষতা অনুভব হয়। সর্ব্বসত্বের সহিত সাম্যভাবই ইহার চরম লক্ষ্য।

পিতৃযজ্ঞে বাহ্যক্রিয়া তর্পণ। অন্তর্লক্ষ্যার্থ অতীতের নিকট যে আমরা মহাঋণী তাহার স্বীকার। যাহারা আমাদের পূর্ব্বে পৃথিবীতে আসিয়া বহু পরিশ্রমে পৃথিবীকে বর্ত্তমানের উপযোগী করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন তাহাদের নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার। যে আপনাকে পূর্ব্ব পুরুষগণের নিকট ঋণী মনে করে না তাহার মনুষ্যত্ব নাই।

নৃ-যজ্ঞের বাহ্যক্রিয়া অতিথিসেবা। আর্য্যবংশীয়গণ প্রত্যহ আপনার অপেক্ষা দরিদ্রকে যথাশক্তি অন্নদান করিবেন। গূঢ়ার্থ, সকলেরই দরিদ্রের পোষণ, ক্ষুধিতকে অন্নদান করা, বস্ত্র হীনকে

বস্ত্রদান করা, গৃহ হীনকে আশ্রয়দান করা, দুঃখিতের দুঃখ দূর করা কর্ত্তব্য। ধনী দরিদ্রের ভাণ্ডারী মাত্র।

ভূতযজ্ঞের বাহ্যক্রিয়া আহারের পূর্ব্বে প্রাণিগণের জন্য ভূমিতে অন্নত্যাগ এবং আহারান্তে পশ্বাদির জন্য অবশিষ্টাংশ উপযুক্ত স্থানে রক্ষা। গূঢ়ার্থ, আমাদের সকলেরই সর্ব্বজীবের জন্য সদয় ব্যবহার কর্ত্তব্য, কারণ সর্ব্বজীব পরস্পর সাপেক্ষ।

এই পঞ্চ মহাযজ্ঞ মানবকে তাহার সন্নিহিত, উন্নত, সম ও হীন প্রাণিগণের সহিত ব্যবহার শিক্ষা দিতেছে। ইহার অভ্যাস দ্বারা জাতীয় সমাজের পরিবারের উন্নতি, সুখ ও সাম্যভাব স্থাপিত হইতে পারে। ইহার দ্বারা জীবনচক্র ঈশ্বরের অভিপ্রায়ানুসারে চালিত হয় ও জগতের ক্রমবিকাশ সাধিত হয়। ইহাদ্বারা মানব শিক্ষা করে যে মানব একা নহে, তাহারা অনেক ও পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত এবং সাধারণের সুখ ও উন্নতিতে তাহার সুখ ও উন্নতি নির্ভর করিতেছে।

* * *

অধ্যাপনং ব্রহ্মযজ্ঞঃ পিতৃযজ্ঞস্তু তর্পণম্।
হোমো দৈবো বলির্ভৌতো নৃযজ্ঞোঽতিথিপূজনম্॥৭০

(মনু ৩ অধ্যায়)

অধ্যাপন হয় ব্রহ্ম যজ্ঞের সাধন।
পিতৃ যজ্ঞ তারি নাম যে কার্য্য তর্পণ॥
হোম দৈব যজ্ঞ বলি ভূত যজ্ঞ হয়।
নৃযজ্ঞ অতিথিপূজা কহিনু নিশ্চয়॥ ৭০

স্বাধ্যায়ে নিত্যযুক্তঃ স্যাদ্দৈবে চৈবেহ কর্ম্মণি ।
দৈবে কর্ম্মণি যুক্তোহি বিভর্ত্তীদং চরাচরং ॥ ৭৫

(মনু ৩ অ)

যে জন স্বাধ্যায় আর দৈবকার্য্যে রত ।
সেই ত পালিছে বিশ্ব চরাচর যত ॥ ৭৫

***

ঋষয়ঃ পিতরো দেবা ভূতান্যতিময়াস্তথা ।
আশাসতে কুটুম্বিভ্যস্তেভ্যঃ কার্য্যং বিজানতা ॥ ৮০
স্বাধ্যায়েনার্চ্চয়েতর্ষীন হোমৈর্দেবান্ যথাবিধি ।
পিতৃঞ্ শ্রাদ্ধেণ নৃনন্নৈ ভূতানি বলিকর্ম্মণা ॥ ৮১

(মনু ৩ অ)

ঋষিগণ পিতৃগণ আর দেবগণ ।
অতিথি নিচয় আর সর্ব্বভূতগণ ॥
গৃহস্থের কাছে আশা করেন সদাই ।
জানিয়া সে আশা পূর্ণ করা সদা চাই ॥ ৮০
স্বাধ্যায়ে তুষিতে হয় যত ঋষিগণে ।
দেবগণে তুষ্ট কর হোম সম্পাদনে ॥
শ্রাদ্ধ করি পিতৃগণে, নরে অন্নদানে ।
ভূতগণে বালকর্ম্মে তোষ সাবধানে ॥ ৮০

পঞ্চম অধ্যায়

উপাসনা।

পঞ্চযজ্ঞের দ্বারা ধর্ম্মপিপাসু মানবের পিপাসার নিবৃত্তি হয় না। ঈশ্বরের সহিত সম্পর্ক স্থাপনে তাঁহার ঐকান্তিক বাসনা জন্মে, তাঁহার ক্ষুদ্র প্রাণ যে জগৎ প্রাণের অংশ, তাঁহার পূজা করিতে না পারিয়া মনের তৃপ্তি হয় না। যখন ব্যসেদেব পরব্রহ্মতত্ত্ব অভ্যাস পূর্ব্বক জগতের হিতের জন্য ও লোকশিক্ষার্থ মহাভারত ও ব্রহ্ম-সূত্র প্রণয়ন করিয়াও মনের শান্তি প্রাপ্ত হন নাই, তখন তিনি নারদের পরামর্শে ঈশ্বরের গুণানুকীর্ত্তনে প্রবৃত্ত হইলেন। বিষ্ণু-ভাগবতে তিনি ভগবল্লীলা বর্ণন পূর্ব্বক শান্তি লাভ করিয়াছিলেন।

উপাসনা দ্বারা ঈশ্বরের প্রতি প্রেম ভক্তি ও তাঁহাকে প্রাপ্তির ইচ্ছা প্রকাশিত হয়, তাঁহার সহিত মিলিত হইবার বাসনা বলবতী হয়। ক্রমে জীবাত্মা পরমাত্মার অভেদজ্ঞান জন্মে। উপাসনা বলিলে তাঁহার পূর্ণত্বের স্তুতি গান, আপনার অপূর্ণতাবোধ, তাঁহার প্রেম প্রার্থনা, তাঁহার শক্তির উপলব্ধি, তাঁহার প্রকৃতির ধ্যান, তাঁহার স্বরূপ বোধের জন্য আত্যন্তিক বাসনা প্রভৃতি বিবিধ ব্যাপার সাধনের অবস্থা ও উন্নতির অনুরূপ হইয়া থাকে।

সামান্য কৃষকই হউক, কি দার্শনিক পণ্ডিতই হউক, যখনই কাহারও প্রাণে ব্রহ্মজ্ঞান লিপ্সা উপস্থিত হয়, তখনই উপাসনা দ্বারা

তাঁহার সেই ইচ্ছা প্রকাশিত হইয়া থাকে। সামান্য কৃষক হইতে তত্ত্বজ্ঞানী পণ্ডিত পর্য্যন্ত সকলেরই ব্রহ্মের জন্য ইহাই উপাসনার প্রয়োজন, এই উপাসনা সাধকের ভাব ও জ্ঞানের অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের হইলেও, ফলতঃ একই সন্দেহ নাই।

অব্যয় সর্ব্বময় উপাসনার বস্তু নহেন। উপাসনা করিতে গেলে উপাস্য পদার্থের বোধের জন্য গুণের প্রয়োজন। গুণ নহিলে মন কিসে একাগ্র হইবে? কিসেই বা ভাবের উদয় হইবে? স্বগুণ ব্রহ্ম, যাঁহাকে ঈশ্বর বলা যায়, তিনিই উপাসনার যোগ্য। তাঁহারই স্তব ও ধ্যান করা যাইতে পারে। তাঁহাকে শিব বা বিষ্ণু, মহাদেব বা নারায়ণ, দুর্গা বা লক্ষ্মী, গণেশ, ইন্দ্র, অগ্নি, সরস্বতী, অথবা রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ প্রভৃতি অবতাররূপে ভাবনা করা যাইতে পারে। কিন্তু যে নাম বা মূর্ত্তি অবলম্বনে পূজা করা যাউক না কেন, তাহাতে সেই এক ঈশ্বরেরই উপাসনা করা হয়।

বালকদিগের মনে সময়ে সময়ে এরূপ সন্দেহ হয়, কেন শাস্ত্রে কোথাও শিবকে, কোথাও বিষ্ণুকে পরম পুরুষ বলা হইয়াছে। কোনও পুরাণ কেন একজনের প্রাধান্য ব্যাখ্যা করেন, আবার অপর পুরাণ আর একজনের প্রাধান্য বর্ণন করেন। এই সমুদায়ই সেই এক মাত্র ঈশ্বরের রূপভেদ মাত্র; সাধক ঈশ্বরেরই পূজা করিতেছেন, তাহাকে যে মূর্ত্তিতে ভাবিতে ভালবাসেন, সেই মূর্ত্তিতে পূজা করেন। কিন্তু তিনি মূর্ত্তির পূজা করেন না; মূর্ত্তি পরিচ্ছদ মাত্র। সাধক সেই পরিচ্ছদে আবৃত ভগবানেরই পূজা করেন। পত্নী স্বামীকেই ভালবাসেন, তাঁহার পোষাকগুলিকে নয়। তবে

পরিচ্ছদগুলি স্বামীয় প্রিয় বলিয়া তিনি তাহাতেও প্রীতি প্রদর্শন করেন। সাধক ঈশ্বরের প্রেম, সৌন্দর্য্য, শক্তি প্রভৃতির পক্ষপাতী; যে মূর্ত্তিতে সেই সকল প্রকাশিত, সেই মূর্ত্তিতেই তাঁহার পূজা করিয়া থাকেন। আমরা ক্ষুদ্র বলিয়া যদিও তাঁহার অনন্তশক্তির অতি অল্পই ধারণা করিতে পারি, তথাপি সে টুকু তাঁহারই।

এইটুকু বুঝিবার দোষেই বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বিগণ এবং একই ধর্ম্মাশ্রিত বিবিধ সম্প্রদায়ভুক্তগণ, নির্ব্বোধের ন্যায় পরস্পর বিসম্বাদ করিয়া থাকে। সকলেই এক ঈশ্বরেরই উপাসনা করিতেছে, কেবল নাম আর পরিচ্ছদের বিভিন্নতা মাত্র; উপাস্যবস্তুর কোন পার্থক্য নাই।

পূজা উপাসনার সাধারণ সরল প্রকারভেদ মাত্র। পূজায় আলেখ্য বা মূর্ত্তির প্রয়োজন হয়, মন্ত্র পাঠ করিতে হয়, পুষ্পাদি অর্পণ করিতে হয় এইগুলি পূজার বাহ্য উপকরণ। আভ্যন্তরিক উপকরণ প্রেম ও ভক্তি, তদ্দ্বারা সাধকের চিত্ত রূপ হইতে সৎপদার্থে লগ্ন হয়। পূজার জন্য কখনও কুলদেবতার কখনও বা গুরু নির্দ্দিষ্ট ইষ্টদেবতার মূর্ত্তি নির্ব্বাচিত হয়।

উপাসনা বলিলে ধ্যান, নিত্য সন্ধ্যা প্রভৃতি বিবিধ পূজাঙ্গ বুঝায়, ঐ সমুদায় সনাতন ধর্ম্মের অনুবর্ত্তিগণের অবহিতভাবে করা কর্ত্তব্য। দুই প্রকারের সন্ধ্যা আছে—বৈদিক ও তান্ত্রিক। বালক তাহার বর্ণ ও কুলাচার অনুযায়ী সন্ধ্যা করিবেন। এক্ষণে তিনি উপযুক্ত গুরুর নিকটে ইহা শিক্ষা করিবেন, তারপর নিত্য এই

কার্য্যানুষ্ঠান করিবেন। ধ্যান. বিশেষ বিশেষ অবস্থায় বালকের পক্ষে নহে উহা যৌবন পদবীতে পদার্পণের পর আরম্ভ করা কর্ত্তব্য।

***

নৈষ্কর্ম্ম্যমপ্যচ্যুত ভাববর্জ্জিতং
 ন শোভতে জ্ঞানমমলং নিরঞ্জনম্।
কুতঃ পুনঃ শশ্বদভদ্রমীশ্বরে
 ন চার্পিতং কর্ম্ম যদপ্যকারণম্ ॥১২
(শ্রীমদ্ভাগবত ১।৫)

অচ্যুতেতে ভাবহীন নৈষ্কর্ম্ম্য অপার।
নিরঞ্জন সুবিমল জ্ঞান চমৎকার ॥
নাহি শোভা পায় কভু বলিনু তোমারে।
বল তবে সকাম কর্ম্মেতে কিবা পারে ॥
যদি সেই কর্ম্ম কর অপবিত্র মনে।
অথবা অর্পণ নাহি কর সনাতনে ॥

***

যে ত্বক্ষরমনির্দ্দেশ্য মব্যক্তং পর্য্যুপাসতে।
সর্ব্বত্র সমচিন্ত্যঞ্চ কূটস্থমচলং ধ্রুবম্ ॥৩
সংনিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামং সর্ব্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ।
তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্ব্বভূতহিতেরতাঃ ॥৪
ক্লেশাঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্।
অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে ॥৫

যে তু সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরাঃ।
অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে ॥৬
তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ।
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিতচেতসাম্ ॥৭
(গীতা ১২ অঃ)

সকলে সমান বুদ্ধি করি যেই নর।
সম্যক্ সংযত করে ইন্দ্রিয় নিকর ॥
পরে, অনির্ব্বচনীয় রূপাদি বিহীন।
সর্ব্বব্যাপী অচিন্ত্য সুস্থির চিরদিন ॥৩
অবিনাশী কূটস্থের উপাসনা করে।
সর্ব্বভূত হিতকারী সে পায় আমারে ॥৪
অব্যক্তে আসক্তচিত্ত হয় যেই জন।
বহু ক্লেশে সাফল্য তার হয় সঙ্ঘটন ॥
কারণ তাহার আমি বলি যে তোমারে।
অব্যক্তেতে নিষ্ঠা নরে কষ্টে লাভ করে ॥৫
কিন্তু যাঁরা ভক্তিভরে করম অর্পণ।
করিয়া আমারে করে মম আরাধন ॥
অনন্যযোগেতে সদা করে মোর ধ্যান।
ভক্ত নাহি দেখি আমি তাহার সমান ॥৬
হে পার্থ মরণময় সংসার সাগরে।
তাদের উদ্ধারকারী হই হে সত্বরে ॥৭

* * *

ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়াণি মায়য়া ॥৬১
তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেণ ভারত।
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্॥২২

(গীতা ১৮ অঃ)

সর্ব্বভূত হৃদয়ে করি অধিষ্ঠান।
হে অর্জ্জুন, যন্ত্রারূঢ় পুত্তলি সমান॥
ঈশ্বর সকল জীবে আপন মায়ায়।
ভ্রাম্যমাণ রেখেছেন সন্দেহ কি তায় ॥৬১
হে ভারত সর্ব্বভাবে তাঁহার শরণ।
লইলে পাইবে শান্তি স্থান সনাতন ॥৬২

* * *

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ ॥১১

(গীতা ৪ অঃ)

যে যেমনভাবে মোরে ভাবে অনুক্ষণ।
সেইভাবে ভাবি তারে শুন দিয়া মন॥
যেবা যেই পথ পার্থ করিবে আশ্রয়।
সকলি আমাতে আসি মিলেছে নিশ্চয় ॥১১
যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়ার্চ্চিতুমিচ্ছতি
তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহম্ ॥২১

(গীতা ৭ অঃ)

শ্রদ্ধা করি যেই মূর্ত্তি পূজিবার তরে।
জনমে বাসনা সদা ভক্তের অন্তরে ॥
সেইমূর্ত্তিপরে শ্রদ্ধা করি তারে দান।
সে শ্রদ্ধা অচলা ক্রমে হয় মতিমান্ ॥২১



ষষ্ঠ অধ্যায়।



চতুরাশ্রম।

যেমন প্রত্যেকের ব্যক্তিগত পার্থক্য আছে। তেমনি প্রত্যেক জাতিরও জাতিগত পার্থক্য আছে। প্রাচীনকালে হিন্দু জাতির ক্রম ও বিভাগ প্রকৃতি সিদ্ধঃছিল। সনাতন ধর্ম্মের বিধিই উহার কারণ। সেই বিধি বলেই ইহারা অতি উন্নত, পূর্ণ বিকশিত সাম্যভাবযুক্ত জাতিরূপে পরিণত হইয়া ছিলেন। এই সমস্ত ভাব সনাতন ধর্ম্মানুবর্ত্তিগণের এতই প্রকৃতিগত যে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন—"সমত্বং যোগ উচ্যতে।" সাম্যভাবই যোগ।

বেদে মানব জীবনকে যে উদার ভাবে গ্রহণ করা হইয়াছে, তাহাই এই জাতির প্রকৃতিগত বিশেষত্বের হেতু। সমস্ত পদার্থই আত্মার জন্য রহিয়াছে। সকলই তাঁহার ইচ্ছা বলে হইয়াছে। তাঁহার নানাবস্থাভোগের ইচ্ছাই এই সৃষ্টির উদ্দেশ্য। জগতে তাঁহার নিজশক্তি বিকাশের ইচ্ছা হইয়াছিল এবং স্বপ্রকাশ বাহ্যজগতের আধিপত্য করিবার বাসনা হইয়া ছিল। তিনি অনন্তকাল অন্তর্জগতের শাস্তা। তিনি অক্ষয় অনন্ত বলিয়া তাঁহাতে ব্যস্ততা নাই। নিজের প্রত্যেক অবস্থা যাহাতে ক্রমে ক্রমে অভিজ্ঞতা লাভ করে, এবং এই রূপে সুশৃঙ্খলায় ও একসুরে অভিব্যপ্ত হয়, এইটীই তাহার ইচ্ছা। ঈশ্বর আমাদের এই

পৃথিবীর নিম্নতর বিভাগ হইতেই ক্রমবিকাশ নির্ণয় করিয়াছেন। উদ্ভিদ্ রাজ্যে বীজ, মূল, কাণ্ড, পত্র, পুষ্প, ফল সুনিয়মে ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হয়; প্রত্যেকেরই উপযুক্ত স্থান, কাল ও সৌন্দর্য্য আছে। জীবরাজ্যেও তেমনি বাল্য, শৈশব, যৌবন, প্রৌঢ়ত্ব ও বার্দ্ধক্য সুপ্রণালীক্রমে সংঘটিত হইতেছে; মানবের এই ক্রম উল্লঙ্ঘন করিবার সামর্থ নাই; পরিবর্ত্তিত করিবারও শক্তি নাই। কিন্তু মানব দেহস্থ জীবাত্মা তাঁহার অবিকাশাবস্থায় ভৌতিক আবরণে অন্ধ হইয়া অনিয়ম পূর্ব্বক নানাদিকে গমন বাসনা করিয়া থাকে। মন কামনার বশবর্ত্তী হইয়া তাহাকে অনেক সময় অনধিকার চর্চ্চায় প্রবৃত্ত করে। অর্থাৎ জীবাত্মার যে অবস্থা, তাহা হইতে অন্য অবস্থার কার্য্যে নিযুক্ত করিতে প্রয়াস পায়। তাহাতে প্রতি অবস্থারই ক্রম বিকাশের ব্যাঘাত হয়। শিশু যুবা হইবে যুবা প্রৌঢ়ত্ব লাভ করিবে। বৃদ্ধ কিন্তু আবার যৌবন-সুখ উপভোগ করিতে চায়। তাহার ফলে কেবল তাহার শান্তি নষ্ট হয় এবং তাহার বহু কর্ত্তব্য অপূর্ণ থাকিয়া যায়।

এইরূপ উচ্ছৃঙ্খলতার শাসনোদ্দেশে মহর্ষিগণ পুরাতন আর্য্য-বংশীয়গণের জন্য জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত, ব্যক্তিগত কর্ত্তব্য পথ নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন; এবং জীবাত্মার সমগ্র ক্রমবিকাশ জন্য অসংখ্য জন্মের কর্ত্তব্যপথ নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। এই উভয় পথের প্রত্যেকটী চারিভাগে বিভক্ত। একটী জীবের দেহলাভ হইতে দেহত্যাগ সময় পর্য্যন্ত সময়ের পক্ষে ঐ চারিভাগ চতুরাশ্রম ও জীবের পূর্ণ বিকাশ পক্ষে ঐ চারিভাগ চাতুর্ব্বর্ণ নামে প্রসিদ্ধ।

এই অধ্যায়ে আমরা আশ্রম সম্বন্ধে আলোচনা করিব। আশ্রম চারিটী—ব্রহ্মচর্য্য বা ছাত্রজীবন, গার্হস্থ্য বা গৃহিজীবন, বানপ্রস্থ বা নির্জ্জন বাস সময় এবং সন্ন্যাস বা সর্ব্বত্যাগী অবস্থা। ইহার কোনও আশ্রমেই মানবের অপর আশ্রমের কার্য্য করা কর্ত্তব্য নহে, ছাত্রজীবনে গৃহস্থ হইতে নাই, তখন তাহার বানপ্রস্থ বা সন্ন্যাস অবলম্বন উচিত নহে, বানপ্রস্থাবলম্বীরও আবার গার্হস্থ্য স্পৃহা হওয়া উচিত নহে। সন্ন্যাসীরও বানপ্রস্থাবলম্বীর ন্যায় নির্জ্জনবাস কর্ত্তব্য নহে। প্রত্যেক আশ্রমেরই কর্ত্তব্য ও নির্দ্দিষ্ট আনন্দ আছে। উহার যথাযথ অনুষ্ঠান দ্বারা জীবাত্মার ক্রমবিকাশ সুশৃঙ্খলে সাধিত হইয়া থাকে। আশ্রমধর্ম্ম অবহেলা করিলে বিকাশে বিলম্ব ঘটিয়া থাকে।

বর্ত্তমান সময়ে প্রাচীনকালের নিয়মানুসারে আশ্রমধর্ম্ম পালিত হওয়া অসম্ভব। এখন অবস্থার বহু পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে কিন্তু যদি আমরা ঐ আশ্রম চতুষ্টয়ের কর্ত্তব্যের মুখ্যার্থ অনুধাবন করি তাহাহইলে এখনও সুশৃঙ্খলে পরিচালিত হইতে পারা যায়।

উপনয়ন কাল হইতে দ্বিজত্ব প্রাপ্ত হইয়া ছাত্রজীবন আরব্ধ হয়, সেই ছাত্রজীবনে বালকগণের কতকগুলি গুণ আয়ত্ব করা কর্ত্তব্য। তাহার কষ্টসহিষ্ণু হওয়া উচিত।

পরিচ্ছদাদি সরল ও সামান্য হওয়া উচিত। তদ্বারা তাহার দেহ সবল ও সুস্থ হইবেক। ঐ গুণ লাভ জন্য প্রত্যুষে শয্যা-ত্যাগ ও স্নানাভ্যাস কর্ত্তব্য। পরিমিতাহারী হওয়া উচিত। প্রচুর পরিশ্রম করা কর্ত্তব্য, ভোগবিলাস ও আলস্য দূর করা

উচিত। এই নিয়মে যে বালক কিছু দিন আছে তাহার সহিত যে বালক সূর্য্যোদয় কাল পর্য্যন্ত নিদ্রা যায়, অতি ভোজনে প্রীত হয়, মিষ্টান্নও গুরুপাক দ্রব্য ভোজন করে, দৈহিক পরিশ্রম করিতে কুণ্ঠিত হয়, অধিকাংশ সময়ে কোমল শয্যায় ক্ষেপণ করে, তাহার তুলনা কর দেখিবে প্রথমোক্তটী কর্ম্মঠ, বলিষ্ঠ, সাহসী ও কালে স্বাস্থ্যশালী বলবান্ মনুষ্য হইবে, শেষোক্তটী স্থূলকায় অলস বা অত্যন্ত কৃশ ও দুর্ব্বল এবং চিররোগী হইবেক।

ছাত্রের পরিশ্রম সহিষ্ণুতা, গুরুজনের আজ্ঞানুবর্ত্তিতা, নম্রতা ও কর্ম্মতৎপরতা প্রয়োজন; এই সময়ই জীবন সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হইবার সময়। বড় হইয়া যাহাতে কাজের লোক হইতে পারে এজন্য পরিশ্রম করিয়া জ্ঞানার্জ্জন করা কর্ত্তব্য। গুরুজনের বহু দর্শনজনিত জ্ঞানের দ্বারা চালিত হইয়া আত্মোন্নতি সাধনের নাম তাহাদের আজ্ঞানুবর্ত্তন। তাহাতে প্রথম বয়সে অনেক কষ্ট হইতে রক্ষা পাওয়া যায়; যে ব্যক্তি আজ্ঞানুবর্ত্তন করিতে জানে সেই শাসন করিবার উপযুক্ত হয়। নম্রতা গুণে তাহার শীঘ্রই উন্নতি হয়, কারণ সকলেই নম্র ব্যক্তিকে নিজস্বের ভাগ দিতে প্রস্তুত। এবং বিদ্যালয়ে বা পরিবার মধ্যে কর্ম্মতৎপরতা অভ্যাস করিলে শেষে মানব সমাজের কাজে জীবনপাত করিতে শেখা যায়।

ছাত্রজীবনে চিন্তায় ও কার্য্যে পবিত্র হওয়া কর্ত্তব্য; দেহে ও মনে ব্রহ্মচর্য্য পালন করা উচিত। এই সময় হইতেই নিজ চিন্তাকে দমন করিতে শিক্ষা করা কর্ত্তব্য। কারণ যে অপবিত্র চিন্তা করে না, তাহাকে অপবিত্র কার্য্য করিতে হয় না। তাহার স্ত্রী পুং ভেদ

চিন্তা করা কর্ত্তব্য নয়, বৃথা চিন্তাও মনে স্থান দেওয়া উচিত নয়। যে মনে ও দেহে পবিত্রাচারী সেই গার্হস্থ্য জীবন সুখে অতিবাহিত করিতে সমর্থ হয়। ছাত্র ব্রহ্মচারী, ব্রহ্মচর্য্যাই তাহার কর্ত্তব্য। প্রাচীন বিধি উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক ছাত্র জীবনে বিবাহ হইলে অকাল বার্দ্ধক্য, দুর্ব্বলতা পীড়া, জাতীয় অধঃপতন ঘটিয়া থাকে।

বিবাহের পরেই গার্হস্থ্যজীবন আরম্ভ হয়। যখন যুবা তাহার শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া গৃহস্থের ভার গ্রহণের উপযুক্ত হয়, তখনই বিবাহিত হইয়া এই আশ্রম গ্রহণ করা উচিত। সকল আশ্রমের মধ্যে এই আশ্রমই বড়ই প্রয়োজনীয়, কারণ গৃহস্থ অন্যাশ্রমিগণের ভরণপোষণকারী। মনুসংহিতায় লিখিত আছে।

"যথা বায়ুং সমাশ্রিত্য সর্ব্বে জীবন্তি জন্তবঃ।
তথা গৃহস্থমাশ্রিত্য বর্ত্তন্ত ইতরাশ্রমা॥"

মনু॥ ৬।৭৭

অর্থাৎ যেমন বায়ুর আশ্রয়ে সর্ব্বজন্তু জীবিত আছে, তেমনি গৃহস্থের আশ্রমে অন্যাশ্রমিরা জীবন ধারণ করেন।

সমাজ ও পরিবারের উন্নতি তুল্যরূপে উপযুক্ত গৃহস্থের উপর নির্ভর করে, তাহাদের সুখও সম্পদ গৃহস্থের আয়ত্তাধীন। সৎপতি, সৎপিতা, সৎপ্রভু, সৎস্বভাব দেশবাসী মানবকুলের শিরোমণি। গৃহই নিঃস্বার্থতা, সহানুভূতি, কোমলতা, মিতাচার, পবিত্রতা, সাহায্যকারিতা, বিজ্ঞতা, পরিশ্রম, ন্যায়পরতা ও দয়া শিক্ষা করিবার উপযুক্ত শিক্ষাগৃহ। গৃহীর যে সমস্ত গুণ থাকিলে উত্তম গৃহস্থ হওয়া যায়, সন্ন্যাসীর সে সমস্ত গুণ থাকিলে তিনি যথার্থ সাধুপদ-

বাচ্য হইতে পারেন। উত্তম গৃহস্থ যেরূপ স্বীয় পরিবারে ও সমাজে ব্যবহার দেখান, যিনি সকলের সহিত সেইরূপ ব্যবহার করিয়া থাকেন তাঁহাকেই সাধু অথবা সন্ন্যাসী কহে। গার্হস্থ্য জীবনের অপব্যবহারে আমাদের সামাজিক জীবন ক্রমে হীন হইতেছে। বর্ত্তমান বাল্যবিবাহের যুগে লোকের ছাত্রজীবন ও সাংসারিক জীবন উভয়ই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ইহাতেই আমাদিগের গার্হস্থ জীবনে পূর্ব্ব-যুগের গাম্ভীর্য্য ও মহত্ত্ব নষ্ট হইয়া গিয়াছে। ছাত্রজীবনে বিবাহিত হইলে উভয় অবস্থারই বিশৃঙ্খলা ঘটিয়া ইতোভ্রষ্টস্ততোনষ্টাবস্থা ঘটিয়া থাকে। অপক্কফল ছিন্ন করিয়া ভক্ষণ করিলে পক্কফলের আস্বাদ লাভ ঘটে না। কোনও সময়ে কতকগুলি সদ্বংশজ তরলমতি ব্রাহ্মণযুবা উপযুক্ত কালের পূর্ব্বে গৃহত্যাগ করিয়া অরণ্য আশ্রয় করিয়া যতিধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইন্দ্র তাহাদের প্রতি সদয় হইয়া স্বর্ণময় পক্ষীদেহ ধারণ পূর্ব্বক উপদেশ দিয়াছিলেন। গৃহে গমন করিয়া গার্হস্থ্যধর্ম্ম পালন কর। গৃহস্থাশ্রম ধর্ম্মশিক্ষার উপযুক্ত ক্ষেত্র। এই আশ্রম অতি পবিত্র। দেবপূজা, অধ্যয়ন, সংসারী হইয়া পুত্র উৎপাদন পূর্ব্বক পিতৃঋণ পরিশোধ প্রভৃতি কার্য্যের ন্যায় কঠোর তপস্যা আর কি আছে? গার্হস্থ্য ধর্ম্মের গুরুভার বহন কর। যাহারা কর্ত্তব্যত্যাগ করে তাহারা পাপী। যে ক্ষুধিতের ক্ষুধা দূর করিয়া অবশেষ দ্বারা কোনওরূপে ক্ষুন্নিবৃত্তি করে সেই যজ্ঞাশিষ্টামৃতভোজী। এই গল্পটী মহাভারতের শান্তি-পর্ব্বে বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত আছে।

যখন গৃহস্থ ছাত্রগণকে সমস্ত কর্ত্তব্য ভার বহনের উপযুক্ত দর্শন

করিবেন, যখন নিজদেহে বয়োচিহ্নের আবির্ভাব দর্শন করিবেন, যখন সন্তানের সন্তান উৎপন্ন হইবে তখন তিনি সস্ত্রীক গার্হস্থ্যত্যাগ করিয়া নির্জনবাসের উপযুক্ত হইবেন। বর্ত্তমান সময়ে অপেক্ষাকৃত নির্জনে আত্মচিন্তাও শাস্ত্রালাপ পূর্ব্বক অল্প বয়স্কগণকে উপদেশ দ্বারা উপযুক্ত করিলেই তৃতীয়াশ্রমের কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে।

অবশেষে বৃদ্ধ বয়সে মানব যথার্থ চতুর্থাশ্রমে প্রবেশের উপযুক্ত হন ; তখন তাহার ধ্যান ধারণা ও পূজাদি ব্যতীত কার্য্যান্তর নাই। তাহার পর ধীরে ধীরে মৃত্যুপথে গন্তব্যস্থানে গমন পূর্ব্বক, সুন্দরভাবে অতিবাহিত জীবনের ফলভোগ ও ইহলোকে আগমন পূর্ব্বক পুনরায় উন্নতি লাভ করিয়া থাকেন।

***

ব্রহ্মচারী গৃহস্থশ্চ বানপ্রস্থো যতিস্তথা।
এতে গৃহস্তপ্রভবাশ্চত্বারঃ পৃথগাশ্রমাঃ ॥ ৮৭

(মনু ৬অ)

ব্রহ্মচারী গৃহী আর বানপ্রস্থ যতি।
গৃহস্থ হইতে এই সবার উৎপত্তি ॥ ৮৭

***

বেদানধীত্য বেদৌ বা বেদং বাপি যথাক্রমং।
অবিপ্লুতব্রহ্মচর্য্যো গৃহস্থাশ্রমমাবিশেৎ ॥ ২

(মনু ৩অ)

তিন, দুই কিম্বা এক বেদ অধ্যয়ন।
ক্রম মতে সমাপিবে করিয়া যতন॥

তার মাঝে ব্রহ্মচর্য্য ভঙ্গ না করিবে।
পরে সে আশ্রম ত্যজি গার্হস্থে পশিবে॥ ২॥

***

গৃহস্থস্তু যদা পশ্যেৎ বলীপলিতমাত্মনঃ।
অপত্যস্য তথাপত্যং তদারণ্যং সমাশ্রয়েৎ॥ ২॥
বনেষু তু বিহৃত্যৈবং তৃতীয়ং ভাগমায়ুষঃ।
চতুর্থ মায়ুষো ভাগং ত্যক্ত্বাসঙ্গান্ পরিব্রজেৎ॥ ৩৩

(মনু ৬ অ)

যখন পলিতকেশ বলীযুক্ত দেহ
পুত্রের তনয় তবে করি দরশন।
গৃহস্থ তখন নিজে ত্যাগ করি গেহ
সংসার আসক্তি ছাড়ি পশিবে কানন॥ ২
বনমাঝে এইরূপে করিবে যাপন
তৃতীয়াংশ জীবনের, প্রফুল্লিত মনে।
চতুর্থাংশ অবশেষে করিতে যাপন
সর্ব্বসঙ্গত্যজিবেন সন্ন্যাস গ্রহণে॥

***

অনধীত্য দ্বিজো বেদানহুৎপাদ্য তথা প্রজাম্।
অনিষ্ট্বা চৈব যজ্ঞৈশ্চ মোক্ষমিচ্ছন্ ব্রজত্যধঃ॥ ৩৭

(মনু ৬অ)

যেই দ্বিজ বেদ অধ্যয়ন নাহি করি।
পরে প্রজা উৎপাদন চেষ্টা পরিহরি॥

যাগযজ্ঞে না তুষিয়া দেব পিতৃগণ।
মোক্ষ আশে বাহিরিলে অবশ্য পতন॥

***

অনারোগ্যমনায়ুষ্যমস্বর্গ্যং চাতিভোজনং।
অপুণ্যং লোকবিদ্বিষ্টং তস্মাত্তৎ পরিবর্জয়েৎ॥ ৫৭

(মনু ২অ)

অতি ভোজনের দোষ করহ শ্রবণ।
রোগের আকর তাহা জানে সর্ব্বজন॥
আয়ুঃ, স্বর্গ, পুণ্য আর তাহে নষ্ট হয়।
লোকের অপ্রিয়, তারে ত্যজিবে নিশ্চয়॥ ৫৭

* *

নোদিতো গুরুণা নিত্যং অপ্রণোদিত এব বা।
কুর্য্যাদধ্যয়নে যত্নং আচার্য্যস্য হিতেষু চ॥ ১৯১
বর্জ্জয়েন্মধুমাংসঞ্চ গন্ধমাল্যং রসাংস্ত্রিয়ঃ।
শুক্তানি চৈব সর্ব্বাণি প্রাণিনাং চৈব হিংসনং॥ ১৭৭
কামং ক্রোধং চ লোভং চ নর্ত্তনং গীতবাদনং॥ ১৭৮
দ্যূতং চ জনবাদঞ্চ পরিবাদং তথানৃতং॥ ১৭৯
একঃ শয়ীত সর্ব্বত্র ন রেতঃ স্কন্দয়েৎক্কচিৎ।
কামাদ্ধি স্কন্দয়ন্ রেতো হিনস্তি ব্রতমাত্মনঃ॥ ১৮০

(মনু ২অ)

গুরু আদেশ কিম্বা বিনা আদেশেতে।
হবে অধ্যয়নে রত আর গুরু হিতে॥ ১৯১

মদ্য মাংস গন্ধ মাল্যে রস আর নারী।
শুক্ত, আর ইচ্ছা সর্ব্বজীব হিংসাংকারী॥
কাম, ক্রোধ, লোভ, নৃত্য, বাদ্যগীত আর।
দ্যূতক্রীড়া, নিন্দা মিথ্যা কর পরিহার॥
একাকী প্রশান্ত চিত্তে শয়ন করিবে।
রেতের স্কন্দনকার্য্য যতনে ত্যজিবে॥
কাম হতে রেতঃ স্কন্দনের ইচ্ছা হয়।
সে ইচ্ছায় ব্রতনাশ জানিও নিশ্চয়॥ ১৮০

যথা বায়ুং সমাশ্রিত্য সর্ব্বে জীবন্তি জন্তবঃ।
তথা গৃহস্থমাশ্রিত্য বর্ত্তন্তে ইতরাশ্রমাঃ॥ ৭৭॥
সর্ব্বেষামপিচৈতেষাং বেদশ্রুতিবিধানতঃ।
গৃহস্থ উচ্যতে শ্রেষ্ঠঃ স ত্রীনেতান্ বিভর্ত্তিহি॥ ৮৯
যথা নদীনদাঃ সর্ব্বে সমুদ্রে যান্তি সংস্থিতিং।
তথৈবাশ্রমিণঃ সর্ব্বে গৃহস্থে যান্তি সংস্থিতিং॥ ৯০

(মনু ৩অ)

বায়ু সমাগমে যথা বাঁচে জীবগণ।
সেরূপ গৃহস্থাশ্রয়ে অপর আশ্রম॥
বেদশ্রুতি অনুসারে ইহা সবাকার।
গৃহস্থ সবার শ্রেষ্ঠ পেয়ে রক্ষাভার॥ ৮৯
নদ নদী করে যথা সমুদ্রে আশ্রয়।
গৃহস্থ—আশ্রয় তথা অন্যাশ্রমী লয়॥ ৯০

***

অনাশ্রিতকর্ম্মফলং কার্য্যং কর্ম্ম করোতি যঃ।
স সন্ন্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্নির্ন চাক্রিয়ঃ॥ ১

(গীতা ৬অঃ)

কর্ম্মফল আশা করি পরিহার
কর্ত্তব্য ভাবিয়া মনে।
বিহিত করম করে যেই জন
সতত শ্রদ্ধার সনে॥
তিনিই সন্ন্যাসী যোগী সেই জন
সন্দেহ কি আছে তায়।
নিরগ্নি অক্রিয় হইলেই শুধু
সন্ন্যাসী না হওয়া যায়॥ ১



সপ্তম অধ্যায়।



চাতুর্ব্বর্ণ।

জীবাত্মা জন্ম মরণ চক্রে অসংখ্য বার যাতায়াত প্রসঙ্গে ক্রমে ক্রমে চারিটী অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। প্রাচীন কালে ইহাকেই বর্ণবিভাগ বলা হইয়াছে। তাহাই মানব ধর্ম্ম শাস্ত্রের সামাজিক বর্ণ বিভাগের হেতু।

এই বর্ণ বিভাগ।—সকল জীবাত্মাকেই ক্রমে ক্রমে এই চারি বর্ণ আশ্রয় করিতে হয়। সনাতন ধর্ম্মের বিশেষত্ব এই, যে চাতুর্ব্বর্ণ বিভাগই সমাজের মেরুদণ্ড স্বরূপ। প্রাচীন কালে সকল জাতি ঐ সকল অবস্থার অনুরূপ হইত। জীবাত্মা প্রত্যেক অবস্থায় অনুরূপ বর্ণে জন্ম গ্রহণ করিতেন। কাজেই সমগ্র সনাতন ধর্ম্মসমাজ, সন্তুষ্ট ও ক্রমোন্নতি বিশিষ্ট ছিল। কুরুক্ষেত্রে অর্জ্জুনের যে ভীতি উৎপন্ন হইয়াছিল, পরবর্ত্তী কালে তাহা পূর্ণ হইয়াছে। এখন আর্য্যাবর্ত্তে ও সমস্ত ভারতে বর্ণ সঙ্করতা দোষ ঘটিয়াছে, এখন জীবাত্মা উপযুক্ত বর্ণ মধ্যে না জন্মিয়া কেবল উপযুক্ত দেহেই জন্মিতেছেন, সেই জন্য বর্ত্তমান সময়ে সমাজে বিশৃঙ্খলা উপনীত হইয়াছে। কিরূপে সুব্যবস্থা পুনঃ স্থাপিত হইতে পারে, তাহার মীমাংসা করা উপযুক্ত ব্যক্তিগণের কার্য্য; তাহা বালকগণের চিন্তার বিষয় নহে। এইক্ষণে বর্ণের যথার্থ অর্থ বিচার প্রয়োজন।

আমরা বলিয়াছি বর্ণ চারিটী—প্রথমটীতে জীবাত্মার শৈশব, বালকভাব ও যুবাবস্থা অতিবাহিত হয়। তিনি তখন যুবজনোচিত ধর্ম্ম, আজ্ঞানুবর্ত্তিতা, কার্য্যতৎপরতা ও ধৈর্য্য শিক্ষা করেন। তখন তাহার দায়িত্ব অতি অল্পই থাকে তখন তাহার কর্ত্তব্য কেবল সেবা। যদি বর্ণসাঙ্কর্য্য না থাকে তবে ঐরূপ অবস্থায় জীবাত্মা সমাজের নিম্ন বর্ণেই জন্মগ্রহণ করেন এবং শ্রমজীবী, শিল্পী, ভৃত্য প্রভৃতি হইয়া তিনি সে জন্মগুলি অতিবাহিত করেন। সনাতন ধর্ম্মের সামাজিক নিয়মানুসারে তাহারা শূদ্র। এই বর্ণসাঙ্কর্য্য সময়ে ঐরূপ জীবাত্মা ভারতের শূদ্রবর্ণে বা অন্যত্র উপযুক্ত জাতিতে জন্মিলে সুখে সন্তোষে স্বীয় প্রয়োজন সিদ্ধ করে। কিন্তু উচ্চবংশে জন্মিলে এবং তাহাদের স্কন্ধে উচ্চভার পড়িলে সাধারণের বড়ই অনিষ্টকারী হইয়া উঠে। সেইরূপ বিকাশ প্রাপ্ত জীবাত্মার নীচ জাতিতে জন্ম হইলেও বড়ই বিপত্তি ঘটে। তবে যে জীবাত্মার যথার্থ উন্নতি ঘটিয়াছে, তিনি যে জাতিতেই জন্মগ্রহণ করুন না কেন তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকেন। কিন্তু অর্দ্ধবিকাশ প্রাপ্ত জীবাত্মা স্বভাবতঃ অনুপযুক্ত দেশকালের সহিত বিরোধ ঘটাইয়া ঈশ্বরেচ্ছায় বিকাশ প্রাপ্ত হইয়া উপযুক্ত পরিবর্ত্তন সাধন করে।

দ্বিতীয় অবস্থা, জীবাত্মার পূর্ণতার প্রথমার্দ্ধ; এই সময়ে তিনি ধনার্জ্জন ও তাঁহার ভোগের সদ্ব্যবহারের উপযুক্ত হন। এই সময়ে তাহার যত্নে পরিশ্রমকার্য্যের ব্যবস্থা হয়, দায়িত্ব পরিচালনের ক্ষমতা জন্মে এবং সঞ্চিত ধনের সদ্ব্যয় করিবার সামর্থ্য হয়। ইহারাই ব্যবসায়ী অথবা তদনুরূপ কার্য্যের নেতা হন। সনাতন ধর্ম্মানুসারে

এইরূপ জীবাত্মার বৈশ্যবর্ণে জন্মিবার কথা, ইহারা ধন সঞ্চয় ও সাধারণের উন্নতিকর কার্য্যে জীবন ক্ষেপ করেন।

তৃতীয় অবস্থা জীবাত্মারা পূর্ণতার দ্বিতীয়াংশ। তখন তাঁহার দায়িত্ব ও ক্ষমতা বর্দ্ধিত হইয়া জাতিকে আশ্রয় করে; তিনি তখন ব্যবস্থাপক, শাসন কর্ত্তা ও রাজ্যের জন্য নিঃস্বার্থভাবে কার্য্য করিতে থাকেন। তখন তাঁহার ক্ষমতা সঞ্চয়ের জন্য নহে, কেবল লোক রক্ষা ও পালনের জন্য। ইহারা রাজা, বিচারক, ব্যবস্থাপক ও যোদ্ধা হন। সনাতনধর্ম্মের সামাজিক নিয়মে এইরূপ জীবাত্মার ক্ষত্রিয় হইবার কথা, সেই দেহে তাঁহাকে রাজা ও যোদ্ধা হইতে হয়।

চতুর্থ অবস্থা, জীবাত্মার প্রশান্ত অবস্থা; তখন পার্থিব বস্তুতে আর তাঁহাকে মোহিত করিতে সমর্থ হয় না। তখন তিনি নব জীবাত্মাগণের উপদেষ্টা বন্ধু ও সাহায্যকারী। ইহারাই সর্ব্বজাতীয় পুরোহিত, উপদেষ্টা, সর্ব্ববিধ শিক্ষক, গ্রন্থকার, বৈজ্ঞানিক, কবি ও তত্ত্বজ্ঞানীরূপে আবির্ভূত হইয়া থাকেন। সনাতনধর্ম্মের বিধি অনুসারে এই সকল জীবাত্মা ব্রাহ্মণকুলে জন্ম গ্রহণ পূর্ব্বক অত্যন্ত উন্নত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ইহাদের অভাব অতি অল্প, দায়িত্ব অত্যন্ত অধিক। ইহারা অতি উন্নত ও নিঃস্বার্থভাবে পূর্ণ। বর্ণসঙ্করতাবশে এই বর্ণের অত্যন্ত অধঃপতন ঘটিয়াছে। কারণ যাহা ভাল তাহার বিকৃতি অত্যন্ত মন্দ হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণদেহে শূদ্র জীবাত্মা সনাতনধর্ম্মের পক্ষে অত্যন্ত অনিষ্টজনক। এক বর্ণের লোক ভিন্ন বর্ণের কার্য্যাধিকার গ্রহণ করাতে অত্যন্ত

অনিষ্টের উৎপত্তি হইতেছে। আপন আপন বর্ণাধিকার যে সমস্ত দায়িত্ব প্রদান করে, সকলে তাহা ভুলিয়া কেবল অধিকারের বিষয় লইয়া ব্যস্ত বলিয়া আরও অধিক বিপত্তি ঘটিতেছে। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণ স্ব স্ব অধিকার প্রাপ্তির জন্য বড়ই ব্যগ্র, কিন্তু তাঁহাদের বর্ণগত দায়িত্বের কথা একবার ভাবিতে চান না। এই কারণেই স্বভাবতঃ বিরোধ উপস্থিত হইতেছে, এখন পরস্পর শত্রুতা হেতু আর পূর্ব্বের ন্যায় সাপেক্ষতা নাই, সেইরূপ সদ্ভাবও নাই। এই জন্য বর্ণধর্ম্ম এক্ষণে বিপত্তির কারণ হইয়া উঠিতেছে। উহা আর পূর্ব্বের ন্যায় সমাজের মেরুদণ্ডরূপে রক্ষাকার্য্য করিতেছে না।

প্রত্যেক বালক সমাজের সুখময় অবস্থা স্থাপন কল্পে এই টুকু করিতে পারেন যে তাঁহাদের যাহার যে বর্ণধর্ম্ম তদনুরূপ গুণসঞ্চয়ে যত্নবান্ হইতে পারেন, এবং উচ্চাধিকার লাভে ব্যস্ত হইয়া গর্ব্ব ও মিথ্যা সম্মান লালসায় ব্যস্ত না থাকেন। শূদ্র পরিশ্রম, বিশ্বাস ভাজনতা এবং কর্ম্মতৎপরতা অভ্যাস করুন। বৈশ্য অধ্যবসায়ী, দাতা ও সদসদ্বিচারকারী হউন। ক্ষত্রিয় সাহসী, সদাচারী ও বলবান্ হইতে যত্ন করুন। ব্রাহ্মণ সহিষ্ণুতা পবিত্রতা বিদ্যা ও সত্যবাদিতা ও আত্মত্যাগ অভ্যাস করুন। বোধ হয় এইরূপে সকলে স্ব স্ব ধর্ম্মপালনে যত্নবান্ হইলে, ক্রমে ক্রমে বর্ণসঙ্করতা লোপ হইতে পারে।

***

ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীৎ বাহূ রাজন্যঃ কৃতঃ।
উরূতদস্য যদ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রো অজায়ত॥
(ঋক্ ১০।৯০।১২)

ব্রাহ্মণ তাঁহার মুখ, বাহু ত রাজন্য।
দুই উরু বৈশ্য আর পদ শূদ্রবর্ণ ॥ ১২

সর্ব্বস্যাস্য তু সর্গস্য গুপ্ত্যর্থং স মহাদ্যুতিঃ।
মুখবাহূরুপজ্জানাং পৃথক্ কর্ম্মাণ্যকল্পয়ৎ ॥ ৮৭
অধ্যাপনমধ্যয়নং যজনং যাজনং তথা।
দানং প্রতিগ্রহং চৈব ব্রাহ্মণানামকল্পয়ৎ ॥ ৮৮
প্রজানাং রক্ষণং দানং ইজ্যাধ্যয়নমেবচ।
বিষয়েষ্বপ্রসক্তিং চ ক্ষত্রিয়স্য সমাদিশৎ ॥ ৮৯
পশূনাং রক্ষণং দান মিজ্যাধ্যয়ন মেবচ।
বণিক্পথং কুসীদং চ বৈশ্যস্য কৃষিমেবচ ॥ ৯০
একমেবতু শূদ্রস্য প্রভুঃ কর্ম্ম সমাদিশৎ।
এতেষামেব বর্ণানাং শুশ্রূষামনসূয়য়া ॥ ৯১

(মনু ১ অ)

সেই মহাদ্যুতি সৃষ্টি রক্ষণের তরে।
ব্রাহ্মণ আদির কর্ম্ম নির্দ্দেশিলা পরে ॥ ৮৭
অধ্যাপন, অধ্যয়ন, যজন, যাজন।
দান, প্রতিগ্রহ কর্ম্ম করিবে ব্রাহ্মণ ॥ ৮৮
প্রজার রক্ষণ, দান, যজ্ঞ, অধ্যয়ন।
বিষয়েতে অনাসক্তি করে ক্ষত্রগণ ॥ ৮৯
পশুরক্ষা, দান, যজ্ঞ, অধ্যয়ন আর।
বাণিজ্য, কুসীদ, কৃষি বৈশ্য ব্যবহার ॥ ৯০

বর্ণত্রয় সেবা হয়ে অসূয়াবিহীন।
শূদ্র তরে বিধির এ বিধি চিরদিন ॥ ৯১

***

যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসো বর্ণাভিব্যঞ্জকং।
তদন্যত্রাপি দৃশ্যেত তৎ তেনৈব বিনির্দ্দিশেৎ ॥ ৩৫
(শ্রীমদ্ভাগবৎ ৭।১১)

যে বর্ণের যে লক্ষণ শাস্ত্র ব্যবহার।
অন্য বর্ণে প্রকাশ দেখিতে পেলে তার ॥
বর্ণ অনুরূপ কার্য্যে নিযুক্ত করিবে।
সুনিশ্চয় তাহে কিছু দোষ না হইবে ॥ ৩৫

***

ন যোনি র্নাপি সংস্কারো ন শ্রুতং ন চ সন্ততিঃ।
কারণানি দ্বিজত্বস্য বৃত্তমেব তু কারণং। ১০৮ ॥
(মহাভারত বনপর্ব্ব ৩।১৩ অ)

জন্ম কিম্বা সংস্কারেতে বেদ অধ্যয়নে।
কিম্বা সে ব্রাহ্মণবংশে জনম কারণে ॥
দ্বিজত্ব না লব্ধ হয় কহিনু নিশ্চয়।
ব্রাহ্মণের আচারেতে ব্রাহ্মণত্ব হয় ॥ ১০৮

***

সত্যং দানং ক্ষমাশীলমানৃশংস্যং তপোঘৃণা।
দৃশ্যন্তে যত্র নাগেন্দ্র স ব্রাহ্মণ ইতি স্মৃতঃ ॥ ২১

শূদ্রেতু যম্ভবেল্লক্ষ্যং দ্বিজে তদ্ধি ন বিদ্যতে।
নৈব শূদ্রো ভবেচ্ছূদ্রো ব্রাহ্মণো ন চ ব্রাহ্মণঃ॥ ২২
যত্রৈতল্লক্ষ্যতে সর্প বৃত্তং স ব্রাহ্মণঃ স্মৃতঃ।
যত্র নৈতৎ ভবেৎ সর্প তং শূদ্রমিতি নির্দ্দিশেৎ॥ ২৩
(মহাভারত বনপর্ব্ব ১৮০ অঃ)

সত্য, দান, ক্ষমাশীল, আনৃশংস্য আর।
তপস্য কারুণ্যভাব যে দেহে সঞ্চার॥
হে নাগেন্দ্র দেখিবারে পাবে যেইখানে।
সে দেহ ব্রাহ্মণ দেহ শাস্ত্রের প্রমাণে॥ ২১
শূদ্রদেহে যদি থাকে এ সব লক্ষণ।
সে দেহ ত শূদ্র নয় সেজন ব্রাহ্মণ॥
ব্রাহ্মণে না থাকে যদি এই গুণচয়।
ব্রাহ্মণ সে জন নহে নাহিক সংশয়॥ ২৫
হে সর্প দেখিবে যথা ব্রাহ্মণ আচার।
ব্রাহ্মণ জানিও সেই সন্দেহ কি তার॥
না দেখিবে যথা তুমি এ সব আচার।
শূদ্র তারে জেনো মনে কহিলাম সার॥ ২৬

***

আচারহীনং ন পুনন্তি বেদা
যদ্যপ্যধীতা সহ ষড়্ভিরঙ্গৈঃ।
ছন্দাংস্যেনং মৃত্যুকালে ত্যজন্তি
নীড়ং শকুন্তা ইব জাতপক্ষাঃ॥ ৩

আচারহীনস্য তু ব্রাহ্মণস্য
বেদা ষড়ঙ্গাস্ত্বখিলাঃ সযজ্ঞাঃ।
কাং প্রীতিমুৎপাদয়িতুং সমর্থা
অন্ধস্য দারা ইব দর্শনীয়াঃ॥ ৪

(বশিষ্ঠসংহিতা ৬ অঃ)

ছয় অঙ্গ সনে বেদ করি অধ্যয়ন।
পবিত্র না হয় অনাচারী যেই জন॥
জাতপক্ষ পক্ষী নীড় ত্যজে যেই মত।
মৃত্যুকালে ত্যজে তারে ছন্দোগণ যত॥ ৩
অন্ধের হইলে যথা সুন্দরী কামিনী।
নয়ন রঞ্জিনী তার নাহি হন তিনি॥
সেরূপ ষড়ঙ্গ বেদ যজ্ঞের সহিত।
অনাচারী ব্রাহ্মণের নাহি সাধে হিত॥ ৪



তৃতীয় খণ্ড।



প্রথম অধ্যায়।

নীতিবিজ্ঞান কি?

বিজ্ঞান বলিলে বিশিষ্টরূপে সুশৃঙ্খলানিবদ্ধ জ্ঞান বুঝায়, বিজ্ঞানের সত্য সমুদায় পরস্পর সাপেক্ষ। কতকগুলি তত্ত্বের সমষ্টি বিজ্ঞান পদ বাচ্য হইতে পারে না। তত্ত্বগুলি সুশৃঙ্খলার সহিত পরস্পর সম্বন্ধ ভাবে সজ্জিত হওয়া প্রয়োজন। এবং সেই সমুদায় সম্বন্ধের কারণগুলিও সুপ্রমাণিত হওয়া কর্ত্তব্য, তবে তাহা বিজ্ঞানপদ বাচ্য হইতে পারে। নীতি শব্দে মনুষ্যগণের পরস্পরের ও ইতর জন্তুর প্রতি ব্যবহার বুঝায়। সুতরাং নীতিবিজ্ঞান বলিলে কতকগুলি পাপ পুণ্যের তালিকা বুঝায় না, কিন্তু পরস্পরের প্রতি যথোচিত ব্যবহারের সুসম্বন্ধ নিয়মাবলী ও তাহার মূলতত্ত্ব নির্ণয়-কারক শাস্ত্র বুঝায়।

নীতিশাস্ত্রের নামান্তর ধর্ম্মনীতি। সদসৎ জ্ঞানের জন্য মানব সম্বন্ধে ও তাহার চতুষ্পার্শ্বস্থ বিষয় সম্বন্ধে জানা প্রয়োজন। ধর্ম্ম-নীতির উদ্দেশ্য সর্ব্ব জীবের মঙ্গল সাধন। মানবগণকে ঐ ব্যবহার

বিজ্ঞানের সাহায্যে কিরূপে পরস্পরকে লইয়া ও চতুষ্পার্শ্বস্থ জীবগণকে লইয়া সুশৃঙ্খলে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হয়, তাহা নির্দ্দিষ্ট আছে। ঈশ্বর প্রেমময়; সমস্ত বিশ্বের সুখই তাঁহার ইচ্ছা। সেই ইচ্ছাবলেই ক্রমে বিশ্ব সুখরাজ্যেই পরিণত হইবে। ইহা দ্বারা এরূপ বুঝিবার প্রয়োজন নাই যে, সদ্বিষয় মাত্রই সকলের প্রীতিকর এবং অসৎ মাত্রই সকলের অপ্রিয় হইবেক; কিন্তু ইহার অর্থ এই যে, যেরূপ আচার দ্বারা চিরস্থায়ী সুখলাভ হয়, ঈশ্বরের সহিত মিলনানন্দ লাভ হয় এবং শেষে মোক্ষ হয় তাহাই সৎ। যেমন গোশকটের চক্র দুটী গরুর পশ্চাদ্‌গামী হয়, দুঃখও সেইরূপ পাপের অনুগামী জানিবে। সেইরূপ দুঃখও পবিত্রতার সহচর। মন্দ কার্য্যের ফল আপাততঃ মধুর হইলেও পরিণামে নিতান্ত কষ্টকর হয়; কখন কখন বা চিরস্থায়ী পীড়ার হেতু হইয়া থাকে। যেমন কোনও অজ্ঞ শিশু বিষলতার সুন্দর ফল ভুলিয়া তাহার আপাতমধুর গন্ধস্বাদে মোহিত হইয়া ভোজন পূর্ব্বক অপরাহ্নে যন্ত্রণায় ছেট্‌ফট্‌ করিতে থাকে, সেইরূপ যে বালক আপাততঃ স্বল্প সুখাশায় কুকার্য্য করে, তাহাকে নিশ্চয়ই পরিণামে অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করিতে হয়। ধর্ম্মনীতির শিক্ষকগণের প্রত্যেক পাপকে "বিষ" শব্দে চিহ্নিত করা উচিত।

***

আচারলক্ষণো ধর্ম্মঃ সন্তশ্চাচারলক্ষণাঃ।
আগমানাং হি সর্ব্বেষামাচারঃ শ্রেষ্ঠ উচ্যতে

আচারপ্রভবো ধর্ম্মো ধর্ম্মাদায়ুর্বিবর্দ্ধতে।
আচারাল্লভতে হ্যায়ুরাচারাল্লভতে শ্রিয়ম্ ॥
আচারাৎ কীর্ত্তিমাপ্নোতি পুরুষঃ প্রেত্য চেহ চ ;
(মহাভারত অনুশাসন পর্ব্ব ১০ম অঃ)

সদাচরে শুধু হয় ধর্ম্মের লক্ষণ ।
সাধুর লক্ষণ সদাচার অনুক্ষণ ॥
আচার জানিও তুমি সর্ব্ব শিক্ষা সার ।
আচারেই ধর্ম্ম, ধর্ম্মে আয়ু বৃদ্ধি আর ॥
তবেই আচার হতে আয়ুবৃদ্ধি হয় ।
আচারেই লক্ষীলাভ কহিনু নিশ্চয় ॥
সদাচারী হয় যেই পুরুষ সুজন ।
ইহ পরলোকে তার কীর্ত্তি অনুক্ষণ ॥

***

আচারঃ পরমো ধর্ম্মঃ প্রত্যুক্তঃ স্মার্ত্ত এব চ ।
তস্মাদস্মিন্ সদাযুক্তো নিত্যং স্যাৎ আত্মবান্ দ্বিজঃ ১০৮
এবমাচারতো দৃষ্ট্বা ধর্ম্মস্য মুনয়ো গতিং ।
সর্ব্বস্য তপসো মূলং আচারং জগৃহুঃ পরং ॥১১০
(মনু ১ অঃ)

আচার ধর্ম্মের সার শ্রুতি স্মৃতি কয় ।
আচার আশ্রয়ে দ্বিজ আত্মজ্ঞানী হয় ॥১০৮
আচার হইতে ধর্ম্ম হেরি মুনিগণ ।
আচার তপের মুল করিলা গ্রহণ ॥১১০

***

প্রভবার্থায় ভূতানাং ধর্ম্মপ্রবচনং কৃতং ।
যঃ স্যাৎ প্রভবসংযুক্তঃ স ধর্ম্ম ইতি নিশ্চয়ঃ ॥
ধারণাদ্ধর্ম্মমিত্যাহুর্ধর্ম্মেণ বিধৃতাঃ প্রজাঃ ।
যঃ স্যাৎ ধারণসংযুক্তঃ স ধর্ম্ম ইতি নিশ্চয়ঃ ॥
অহিংসার্থায় ভূতানাং ধর্ম্মপ্রবচনং কৃতং ।
যঃ স্যাদহিংসয়া যুক্তঃ স ধর্ম্ম ইতি নিশ্চয়ঃ ॥
(মহাভারত শান্তিপর্ব্ব রাজধর্ম্ম ১০৯ অঃ)

সর্ব্বেষাং যঃ সুহৃন্নিত্যং সর্ব্বেষাঞ্চ হিতে রতঃ ।
কর্ম্মণা মনসা বাচা সধর্ম্ম বেদ জাজলে ॥
(মহাভারত শান্তিপর্ব্ব মোক্ষধর্ম্ম ৮৮ অঃ)

সবার প্রভাব হেতু ধর্ম্মের প্রচার ।
যাহাতে প্রভাব তাই ধর্ম্ম জেনো সার ॥
ধারণ ধর্ম্মের শক্তি, ধর্ম্মে প্রজা রয় ।
যাহার ধারণ শক্তি সেই ধর্ম্ম হয় ॥
প্রাণীর অহিংসা হেতু ধর্ম্মের প্রচার ।
যাহা অহিংসায় যুক্ত তাই ধর্ম্ম সার ॥
সবার সুহৃৎ যাহা সর্ব্বহিতে রত ।
কায়মনোবাক্যে তাই জান ধর্ম্মমত ॥

***

ন কুর্য্যাৎ কর্হিচিৎ তমস্তীব্রং তিতীরিষুঃ ।
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং যদত্যন্তবিঘাতকং ॥৩৪

তত্রাপি মোক্ষ এবার্থ আত্যন্তিকতয়েষ্যতে।
ত্রৈবর্গ্যোঽর্থো যতো নিত্যং কৃতান্তভয়সংযুতঃ ॥৩৫
(শ্রীমদ্ভাগবত ৪।২২)

তমঃ তীব্রতর তুমি দেখ এ সংসার।
বাঞ্ছা যদি থাকে এ সংসার তরিবার॥
সর্ব্ব সঙ্গ পরিহার কর অনুক্ষণ।
সঙ্গই ধর্ম্মার্থ কাম মোক্ষের নাশন ॥৩৪
চারি বর্গ মধ্যে সুধু মোক্ষ জেন সার।
অনিত্য ত্রিবর্গ আছে মৃত্যুভয় যার ॥৩৫

***

ধর্ম্মং চার্থং চ কামং চ যথাবৎ বদতাং বর।
বিভজ্যকালে কালজ্ঞঃ সর্ব্বান্ সেবেত পণ্ডিতঃ ॥৪১
মোক্ষো বা পরমং শ্রেয় এষাং রাজন্ সুখার্থিনাং ॥৪২
(মহাভারত বনপর্ব্ব ৩০ অঃ)

হে জ্ঞানী, বক্তার শ্রেষ্ঠ কালজ্ঞ সুজন।
কালে কর ধর্ম্ম অর্থ কামের সেবন ॥৪১
কিন্তু রাজা সুখ আশা আছয়ে যাহার।
মোক্ষই পরম শ্রেয় সেই করে সার ॥৪২

দ্বিতীয় অধ্যায়।

ধর্ম্মই নীতি শাস্ত্রের ভিত্তি।

ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রথম নিদেশ "আত্মা এক"; একথা পূর্ব্বেই আলোচনা করা হইয়াছে। যদিও আত্মার অসংখ্যত্ব দৃষ্ট হইতেছে, তথাপি ঐ সমুদায় সেই একের অংশ* বা প্রতিকৃতি। সে গুলির স্বতন্ত্রত্ব ক্ষণিক, একত্ব চিরস্থায়ী। একটী সরোবর হইতে অসংখ্য পাত্র জল পূর্ণ করিয়া লওয়া যাইতে পারে, কিন্তু জল একই। অনন্ত সত্ত্বা সমুদ্রে ডুবাইয়া লইয়া জীবাত্মার জীবন সৃষ্টি করা হইয়াছে, কিন্তু সকলের প্রাণ একই পদার্থ। ধর্ম্মশাস্ত্রের এই মূলতত্ত্বই নীতিশাস্ত্রের ভিত্তি।*

আর একটী দৃষ্টান্ত দ্বারা কথাটা একটু বিশদ হইতে পারে। সকল: পদার্থে জগতের সর্ব্বত্রই electricity বা তড়িৎ আছে; ধর্ম্মতলা হইতে শ্যামবাজার পর্য্যন্ত যে তার গিয়াছে তাহার সর্ব্বস্থানেই তড়িৎ প্রবাহ বিদ্যমান আছে, কিন্তু সেই তড়িৎ শক্তির বিকাশ তারের সর্ব্বস্থানে অথবা জগতের সর্ব্বত্র নাই। তড়িতের বিশেষভাবে বিকাশের জন্য, উপযুক্ত উপাধির অনুষ্ঠান করা আবশ্যক। যেখানে যেখানে তদুপযোগী অনুষ্ঠান করা আছে, সেই সেই স্থানেই তড়িতের দীপ জ্বলিতেছে বা তদ্বারা বায়ুবীজন হইতেছে কিম্বা যান ও সংবাদ বহন হইতেছে। কিন্তু দুইটী তড়িৎ দীপের অন্তর্বর্ত্তী স্থান দীপশূন্য বলিয়া কি বলিতে হইবে যে ঐ স্থানে তড়িৎ নাই, না জগতের সর্ব্বত্র সকল

সেইজন্য নীতিশাস্ত্রের মূলে আত্মার একত্ব প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু শুধু তাহা হইলেই হইল না। একমেবাদ্বিতীয়ে "আমি" ও "তুমি" থাকিতে পারে না, কিন্তু আমাদের বিজ্ঞান ত "আমি" ও "তুমি"— সম্বন্ধ নির্ণয়ে ব্যস্ত। আমরা অনাত্মপদার্থের বহুত্ব দেখিতে পাই। ইহার অর্থ এই—বহু ভৌতিক উপাধি আছে, কিন্তু সকল উপাধির মধ্যেই সেই একমাত্র আত্মার প্রতিচ্ছবি বা অংশ বিদ্যমান। জগতে অসংখ্য দেহ ও মন আছে। এই সমস্ত দেহ ও মন পরস্পরের সহিত অন্বিত; যে পর্য্যন্ত না সকল দেহ ও মন অন্যান্য দেহ ও মনের সহিত ইন্দ্রিয় জ্ঞানে পৃথক হইলে ও চৈতন্য দ্বারা অনুপ্রাণিত বলিয়া বুঝিতে না পারা যায়, ততদিন তাহাদের যথার্থ সম্পর্ক উপলব্ধি হয় না। যাহা সকলের ইষ্ট বা অনিষ্ট সাধন করে সুতরাং অপরের অনিষ্ট করিলে আমরা নিজেরই অনিষ্ট সাধন করিয়া থাকি। যদি হস্ত নিজদেহের পদকে ছেদন করে, তাহা হইলে হস্ত হইতে রক্ত নির্গত হয় না বটে, কিন্তু কিয়ৎক্ষণ পরে হস্তকে রক্তস্রাব জনিত দুর্ব্বলতা অনুভব করিতে হয়। কারণ একই রক্ত সমুদায় দেহে প্রবাহিত হইতেছে॥ সমুদায় রক্তের উৎপত্তি স্থান এক। সেইরূপ একজন মনুষ্য যদি অপরকে আঘাত করে, তবে আঘাতকারীকেও আহতব্যক্তির ন্যায় কষ্ঠ সহ্য করিতে হয়,

পরমাণুতে তড়িৎ নাই বা তড়িৎ সর্ব্বব্যাপী নয়? অব্যক্ত অবস্থায় ইন্দ্রিয়গোচর না হইলেও তড়িৎ সর্ব্বত্র ব্যাপী। সেইরূপ অব্যক্তরূপে পরমাত্মাও সর্ব্বব্যাপী; উপযুক্ত উপাধির সাহায্যে জীবাত্মারূপে বিকশিত হয়।

তবে আঘাতকারী কিছু বিলম্বে কষ্ট বোধ করে এইমাত্র বিশেষ।

ইহাই যুক্তি দ্বারা সদ্ব্যবহারের মূলভিত্তি বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে। বালকগণের প্রথমতঃ ঋষিবাক্য জ্ঞানে নীতিবাক্যগুলি স্বীকার করিয়া লওয়া কর্ত্তব্য। কারণ তখনও তাহাদের সদসৎ বিচারের সামর্থ্য হয় নাই। কিন্তু বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহারা সনাতন ধর্ম্মের সমুদায় অনুশাসনের প্রয়োজন যুক্তিবলে নির্ণয় করিতে সমর্থ হইবে।

এক আত্মা সকল জীবে আছেন। প্রত্যেক জীবাত্মা সেই পরমাত্মার অংশ বা প্রতিচ্ছবি। এই সত্যটী হৃদয়ে প্রথিত রাখিবার জন্য শ্বেতাশ্বতরোপনিষদের এই শ্লোকটী কণ্ঠস্থ রাখা কর্ত্তব্য।

"একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ
সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা।
কর্ম্মাধ্যক্ষঃ সর্ব্বভূতাধিবাসঃ
সাধ্বী চেতাঃ কেবলো নির্গুণশ্চ ॥

(শ্বেত ৬।২)

এক ঈশ্বর সর্ব্বভূতে গূঢ়ভাবে বর্ত্তমান আছেন, (যেমন একবিন্দু জলে জলের সমুদায় উপাদান গুপ্তভাবে বর্ত্তমান, তেমনি ঈশ্বর প্রত্যেক পরমাণুতে পূর্ণভাবে বর্ত্তমান আছেন)।

তিনি সর্ব্বব্যাপী এবং সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা। তিনি কর্ম্মের অধ্যক্ষ এবং সর্ব্বভূতের আশ্রয় স্থান। তিনি সাক্ষী, চেতন স্বরূপ, একমাত্র নির্গুণ। এই কথা সকলের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, অপরের

অনিষ্ট করিলে নিজের অনিষ্ট হইয়া থাকে ; ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

"অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্ব্বভূতাশয়স্থিতঃ।
অহমাদিশ্চ মধ্যঞ্চ ভূতানামন্ত এব চ ॥২০৭

(গীতা ১০ অঃ)

হে গুড়াকেশ, আমি ভুতগণের অন্তরস্থিত আত্মা
এবং ভূত সমূহের সৃষ্টি স্থিতি ও আমি, লয় ও আমি।

***

একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ
সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা।
কর্ম্মাধ্যক্ষঃ সর্ব্বভূতাধিবাসঃ
সাক্ষী চেতাঃ কেবলো নির্গুণশ্চ ॥

(শ্বেতাশ্বতর ৬।১১)

সেই অদ্বিতীয় দেবতা প্রধান।
সর্ব্বভূতে গূঢ়রূপে বর্ত্তমান ॥
সর্ব্বব্যাপী তিনি আত্মা সবাকার।
কর্ম্মাধ্যক্ষ সর্ব্বভূতে স্থিতি তাঁর ॥
সাক্ষী তিনি, তিনি চেতন কারণ।
কেবল, নির্গুণ জগত জীবন ॥ ১১

***

একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা
রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব ॥ ১০

(কঠ ৫ বল্লী)

এক তিনি সর্ব্বভূত-অন্তরাত্মা হয়ে।
রয়েছেন বহু হয়ে নানারূপ লয়ে॥

***

যস্তু সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি।
সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে॥৬
যস্মিন্ সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মৈবাভূদ্বিজানতঃ।
তত্র কো মোহ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ॥৭

(ঈশোপনিষৎ)

আত্মাতে যে জন দেখে সর্ব্বভূতগণ।
সর্ব্বভূতে আত্মা আর করে দরশন॥
ব্রহ্মজ্ঞান তাঁর হৃদে হয়েছে উদয়।
কাহাকেও আর তাঁর ঘৃণা নাহি হয়॥৬
যখন সকল ভূতে আত্মজ্ঞান হয়।
জ্ঞানীর তখন কোথা শোক মোহ হয়॥৭

***

সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ॥২৯

(গীতা ৬ অঃ)

যোগবলে সমাহিত চিত্ত হয় যাঁর।
সবারে সমান জ্ঞান হয় ত তাঁহার॥
সেই যোগী সর্ব্বভূত দেখেন আত্মায়।
আত্মাকে সকল ভূতে অভিন্ন দেখায়॥২৯

তৃতীয় অধ্যায়।



সৎ ও অসৎ।

সৎ ও অসৎ এই দুই শব্দ সকলেই বলিয়া থাকে, কিন্তু এই দুই শব্দের প্রতিপাদ্য কি, তাহা সকলে জানে না। এইবার আমরা সেই দুই শব্দের বিষয় আলোচনা করিব।

ত্রিলোকের সহিত যে আমরা বিশেষ সম্বন্ধবন্ধনে আবদ্ধ, তাহা আমরা ইতিপূর্ব্বে আলোচনা করিয়াছি। ঐ ত্রিলোকী ব্রহ্মা কর্ত্তৃক সৃষ্ট, বিষ্ণু কর্ত্তৃক রক্ষিত, শিব তাহার লয় সাধন করেন। আমরা কোনও নূতন ত্রিলোকীর কথা আলোচনা করিব, ইহাকে প্রয়াণ বলা যাইতে পারে। এক হইতে বহু মূর্ত্তির আবির্ভাব, বৃদ্ধি ও উন্নতি, ক্রমে ক্রমে তাহাদের বিভিন্নতা প্রাপ্তি; ক্রমে ক্রমে এই সকল বিভিন্ন মূর্ত্তিতে স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বের সমাবেশ; সংসারে ভূয়োদর্শন হেতু প্রত্যেক ব্যক্তিগত জ্ঞানলাভ বহির্জগত হইতে প্রয়োজনীয় উপাদান সংগ্রহ পূর্ব্বক তাহাদিগের মন ও দেহের উন্নতি সাধন, ইহার নাম প্রবৃত্তিমার্গ। এই মার্গ অবলম্বন পূর্ব্বক জীবাত্মা আপনাকে স্বতন্ত্র ব্যক্তিরূপে পরিণত করিতেছেন। বহির্জগতের যথাসম্ভব গ্রহণ পূর্ব্বক নিজের বুদ্ধি ও অহংজ্ঞানের পুষ্টি করিতেছেন! এই কার্য্য সম্পূর্ণ হইলে

জীবাত্মাকে শিক্ষা করিতে হইবেক যে, তিনি এক মহা 'অহং' অর্থাৎ যাঁহাকে আমরা ঈশ্বর বলি, তাঁহার অংশ বা প্রতিচ্ছবি মাত্র। তাহার সমস্ত শক্তি যদি সেই মহা অহং বা ঈশ্বরের অংশরূপেই ব্যবহৃত হয়; তবেই সেই শক্তি সুখের হেতু হইতে পারে। তখন তিনি বহুত্বের মধ্যে একত্ব লক্ষ্য করিতে থাকেন এবং আপনার স্বাতন্ত্র্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক একত্ব উপলব্ধির চেষ্টা করেন। তখন আপনার অপেক্ষা দুর্ব্বলকে, তাঁহার যথাশক্তি প্রদান করিতে ইচ্ছা হয়, এবং নিজ দেহ ও মনে যাহা সংগ্রহ করিয়াছেন তাহা অপরদেহ ও মনের সহিত যুক্তভাবে ব্যবহার করিতে তাহার অভিলাষ হয়, ইহারই নাম নিবৃত্তিমার্গ। এই পথ অবলম্বন পূর্ব্বক জীবাত্মা প্রত্যেক অভাবগ্রস্তের সহিত আপনার সর্ব্বস্ব বণ্ঠন করিয়া সর্ব্বত্র সমদর্শিত্ব লাভ করেন।

এই দুই পথদ্বারা ক্রমবিকাশ চক্র গঠিত। এই বিকাশ চক্রপথে বিষ্ণুরূপী ঈশ্বরের ইচ্ছায় তৎসৃষ্ট জগৎ চালিত হইতেছে। তাঁহার ইচ্ছার অনুবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করাই সৎ, তদ্বিপরীতে কার্য্য করা অসৎ।

যে স্থানে প্রবৃত্তিমার্গ নিবৃত্তিমার্গে মিলিত হইয়াছে, এই বিশ্ব সেই পরিবর্ত্তন বিন্দুতে অবস্থিত। অধিকাংশ ব্যক্তিই এখন প্রবৃত্তিমার্গ অবলম্বন করিয়া চলিয়াছেন, কিন্তু অবিলম্বেই নিবৃত্তি-মার্গে প্রবেশ পূর্ব্বক উচ্চতর অবস্থা লাভ করিবেন। এই জন্য যে বাসনা, সংকল্প ও ক্রিয়া দ্বারা, জীব নিবৃত্তিমার্গের পথিক হইতে পারেন, এবং যে পথের পরিণাম মিলন, সেই পথে গমন

করিতে পারেন, তাহাই সৎ। যাহাতে ভেদজ্ঞান দূর হইয়া অভেদ জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তদ্বিষয়ে আমাদের সতত যত্নবান্ হওয়া উচিত। যদ্বারা ভেদজ্ঞান তিরোহিত হইয়া অভেদ ভাবের উদয় হয়, তাহাই সৎ। যাহা দ্বারা অভেদভাব নষ্ট হয় ও ভেদজ্ঞান বর্দ্ধিত হয় তাহাই অসৎ। কিন্তু পশু বা অসভ্য মানবমধ্যস্থ অপুষ্ট জীবাত্মাগণের এখনও ব্যক্তিত্ব জ্ঞান অত্যন্ত ক্ষীণ, সুতরাং এখনও তাহাদের ভেদজ্ঞান থাকা প্রয়োজন। এবং যাহা উন্নতগণের চক্ষে সৎ ও অসৎ বলিয়া প্রতিভাত হয়, তাহাদের চক্ষে তাহা তদ্রূপ হইতে পারে না। এই জন্যই নৈতিকজ্ঞান অবস্থা সাপেক্ষ বলা যাইতে পারে। যিনি যতটুকু উন্নত হইয়াছেন, তাঁহার পক্ষে তাঁহার অবলম্বিত পথের অনুরূপ সদসৎ জ্ঞান জন্মিয়া থাকে।

ভীষ্মদেব যুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছিলেন—"ধর্ম্মনীতির গতি অতি সূক্ষ্ম। আমি তোমাকে বেদবাক্য দ্বারা উপদেশ দিতেছি না, কিন্তু জ্ঞানলাভ দ্বারা বহুদর্শন জন্মিলে যেরূপ বেদার্থ অনুভূত হয় তদ্রূপ উপদেশ প্রদান করিতেছি জানিবে। কেহই একদেশদর্শী নীতি দ্বারা এই সংসারে অভীষ্ট সাধনে সমর্থ হয় না। বেদবাক্য গূঢ়ার্থ যুক্ত, তদনুসারে যুক্তিপূর্ব্বক কার্য্য করা কর্ত্তব্য, অন্যথা নিষ্ফলতা লাভ হইয়া থাকে। পুরাকালে শুক্রাচার্য্য উশনা বলিয়াছিলেন বেদবাক্য অযৌক্তিক হইলে, তাহা বেদবাক্য বলিয়া মান্য করিবার প্রয়োজন নাই (বাস্তবিক বেদবাক্য অযৌক্তিক হইতে পারে না, কিন্তু যুক্তির প্রয়োগকর্ত্তার জ্ঞান ও যুক্তির শক্তি অনুসারে যৌক্তিক বা অযৌক্তিক বোধ হইতে পারে)। যে জ্ঞান সন্দেহপূর্ণ

তাহার প্রয়োজন কি ? যে নীতি কেবল বাক্যগত কিন্তু অবস্থার অনুকুল নহে, তাহার আচরণে ভ্রমপথে পদার্পণ করিতে হয়। এক সময় বহুকালব্যাপী দুর্ভিক্ষ ঘটিলে মহর্ষি বিশ্বামিত্র চণ্ডালের নিকট হইতে অমেধ্য মাংস গ্রহণ পূর্ব্বক দেবগণকে তাঁহাদের প্রাপ্যাংশ বলিরূপে অর্পণ করিয়াছিলেন। ক্ষমাগুণ সন্ন্যাসীর পক্ষে শ্রেয়স্কর হইলেও রাজার পক্ষে সেই পরিমাণ ক্ষমাগুণ শ্রেয়োজনক হইতে পারে না। রাজা নিজের ব্যক্তিগত অপকার ক্ষমা করিতে পারেন, কিন্তু অতি সামান্য প্রজার প্রতিও কেহ কিছুমাত্র অন্যায় ব্যবহার করিলে, তাহা ক্ষমা করিতে পারেন না। কারণ, তাহা তাঁহার নিজের ও দেশের পক্ষে অত্যন্ত অনিষ্টজনক হইয়া থাকে। রাজার পক্ষে হত্যার অযোগ্যকে হত্যা করা যেরূপ, পাপ, হত্যাযোগ্যকে হত্যা না করাও সেইরূপ পাপ। রাজার দৃঢ়তা প্রয়োজনীয় গুণ। এবং সমস্ত প্রজা যাহাতে স্ব স্ব কর্ত্তব্য কার্য্য করে সে জন্য কঠোরতা অবলম্বন করাও প্রয়োজন। যদি তিনি সেরূপ না করেন, তাহা হইলে তাহার প্রজাগণ উচ্ছৃঙ্খল হইয়া ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের ন্যায় দুর্ব্বলের হত্যা ও পরস্পরের নাশ সাধন করিবে। একটী প্রাচীন গাথা আছে "প্রিয়বাদিনী পত্নীই সুপত্নী। যে পুত্র পিতামাতাকে সুখী করে সেই সুপুত্র। বিশ্বাসভাজন বন্ধুই বন্ধু। সেই মাতৃভূমি, যেখানে জীবিকালব্ধ হয়। তিনিই যথার্থ রাজা, যিনি অত্যাচার না করিয়া কঠোরতার সহিত শাসন করেন, যাহার রাজ্যে ধর্ম্মপরায়ণের কোনও ভয় নাই, যিনি দুর্ব্বলের রক্ষা ও দুষ্টের দমন করিয়া থাকেন।"

কোন ব্যক্তি দেশকাল পাত্রভেদে কিরূপে ধর্ম্মকার্য্য করিবে তাহার নির্দ্দেশ জন্যই আশ্রম ও বর্ণ বিভাগ। ইহাতে তাহাদের উন্নতি ও সচ্ছন্দ বর্দ্ধিত হইবেক। সকল ব্যক্তির ঈশ্বরেচ্ছা নির্ণয়ের ক্ষমতা বা সময় নাই। সেইজন্য যে শাস্ত্রে ঈশ্বরেচ্ছা উদ্‌ঘোষিত রহিয়াছে, তাহার দ্বারা আমরা সদসৎ নির্ণয়ে সমর্থ হইয়া থাকি। ব্যাস ও অন্যান্য ঋষিগণ ধর্ম্মগ্রন্থে কতকগুলি সাধারণ নিয়ম নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন, ঐ গুলি সর্ব্বাবস্থায় পালন করা কর্ত্তব্য। শাস্ত্রের বিশেষ বিধি সমুদায় সর্ব্বদা সুগম নহে।

"অষ্টাদশপুরাণেষু ব্যাসস্য বচনদ্বয়ং।
পরোপকারঃ পুণ্যায় পাপায় পরপীড়নং॥
যদন্যৈর্বিহিতং নেচ্ছেদাত্মনঃ কর্ম্ম পুরুষঃ।
ন তৎ পরেষু কুর্ব্বীত জানন্নপ্রিয়মাত্মনঃ॥
যদ্‌যদাত্মনি চেচ্ছেত তৎ পরস্যাপি চিন্তয়েৎ॥

... ...

যদন্যেষাং হিতং ন স্যাদাত্মনঃ কর্ম্মপৌরুষং।
অপত্রপেত বা যেন ন তৎকুর্য্যাৎ কথঞ্চনঃ॥

... ...

অতো যদাত্মনোহপথ্যং পরেষাং ন তদাচরেৎ॥

অষ্টাদশ পুরাণে ব্যাসের দুইটী বাক্য এই যে পরোপকারই পুণ্য এবং পরানিষ্টই পাপ।

যাহা অন্যে করিলে আপনার প্রীতিকর হয় না, কাহারও সহিত তদ্রূপ ব্যবহার কর্ত্তব্য নহে। যাহা নিজপ্রিয়, পরের প্রতি তদ্রূপ

ব্যবহারই কর্ত্তব্য। যদ্বারা কাহারও কোনও অনিষ্ট হয় বা যাহা করিতে লজ্জাবোধ হয়, সেরূপ কার্য্য করা উচিত নহে। এতএব যাহা নিজের প্রতি উপযোগী নহে, পরের প্রতি তদ্রূপ ব্যবহার করিতে নাই।

* * *

সুখাভ্যুদয়িকং চৈব নৈঃশ্রেয়সিকমেবচ।
প্রবৃত্তংচ নিবৃত্তংচ দ্বিবিধং কর্ম্মবৈদিকং ॥ ৮৮
ইহ চামুত্র বা কাম্যং প্রবৃত্তং কর্ম্মকীর্ত্ত্যতে।
নিষ্কামং জ্ঞানপূর্ব্বংতু নিবৃত্তমুপদিশ্যতে ॥ ৮৯
প্রবৃত্তং কর্ম্ম সংসেব্য দেবানামেতি সাম্যতাং।
নিবৃত্তং সেবমানস্তু ভূতান্যত্যেতি পঞ্চবৈ ॥ ৯০
(মনু ১২)

দ্বিবিধ বৈদিককর্ম্ম, একে সুখ হয়।
প্রবৃত্ত তাহার নাম সর্ব্বশাস্ত্রে কয় ॥
নিবৃত্ত নামেতে কর্ম্ম অপরের নাম।
নিঃশ্রেয়স্কর তাহা অতি অনুপম ॥ ৮৮
ইহা কিম্বা পরে সুখ আশা করি লোকে।
যেই কর্ম্ম করয়ে প্রবৃত্তি বলি তাকে ॥
জ্ঞানপূর্ব্ব নিষ্কাম ভাবেতে যেই কাজ।
নিবৃত্ত তাহারে বলে জ্ঞানীর সমাজ ॥ ৮৯
প্রবৃত্তকর্ম্মেতে হয় দেবের সমান।
নিবৃত্তেতে পঞ্চভূতাতীত মতিমান্ ॥ ৯০

* *

অন্যে কৃতযুগে ধর্ম্মাস্ত্রেতায়াং দ্বাপরেহপরে।
অন্যে কলিযুগে নৃণাং যুগহ্রাসানুরূপতঃ ॥২৭
(মহাভারত শান্তিপর্ব্ব ২৩১ তঃ)

সত্য ত্রেতা দ্বাপর সে কলিযুগ আর।
ভিন্ন ভিন্ন যুগে ধর্ম্ম বিভিন্ন প্রকার ॥ ২৭

***

যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং যেন সর্ব্বমিদং ততং
স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ ॥ ৪৬
শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বভাবনিয়তং কর্ম্ম কুর্ব্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্ ॥ ৪৭
ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেহর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়াণি মায়য়া ॥ ৬১
তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত।
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্ ॥ ৬২
(গীতা ১৮অঃ)

যাহা হতে মানবের প্রবৃত্তি উদয়।
আছেন ব্যাপিয়া যিনি সব বিশ্বময় ॥
আত্ম কর্ম্ম বলে তাঁর মানব নিকর।
অর্চ্চনা করিয়া সিদ্ধি লভে অতঃপর ॥ ৪৬
স্বভাব যে কর্ম্ম জীবে করিয়াছে দান।
সদোষ হলেও তাই করে গতিমান্ ॥
পরধর্ম্ম যদি হয় সুখের আকর।
তথাপি সহজধর্ম্মে গুণ বহুতর ॥ ৪৭

সর্ব্বভূতহৃদয়ে করিয়া অধিষ্টান।
হে অর্জ্জুন যন্ত্রারূঢ় পুত্তলি সমান॥
ঈশ্বর সকল জীবে আপন মায়ায়।
ভ্রাম্যমান্ রেখেছেন সন্দেহ কি তায়॥ ৬১
হে ভারত সর্ব্বভাবে তাঁহার শরণ।
লইলে পাইবে শান্তি স্থান সনাতন॥ ৬২

*
* *

বেদোঽখিলো ধর্ম্মমূলং স্মৃতিশীলে চ তদ্বিদাং।
আচারশ্চৈব সাধূনামাত্মনঃস্তুতিরেবচ॥ ৬

(মনু ২অঃ)

সমুদায় বেদ ধর্ম্মমূল সুনিশ্চয়।
বৈদিক আচার আর স্মৃতি সমুদায়॥
অথবা আচার যাহা সাধুর সম্মত।
আত্মার যাহাতে তুষ্টি হেন কর্ম্ম যত॥ ৬

*
* *

অষ্টাদশপুরাণেষু ব্যাসস্য বচনদ্বয়ং।
পরোপকারঃ পুণ্যায় পাপয়ে পরপীড়নং॥ ২০
যদন্যৈর্বিহিতং নেচ্ছেদাত্মনঃ কর্ম্ম পুরুষঃ।
ন তৎ পরেষু কুর্ব্বীত জানন্নপ্রিয়মাত্মনঃ॥ ২১
যদ্ যদাত্মনি চেচ্ছেত তৎপরস্যাপি চিন্তয়েৎ॥ ২৩

(মহাভারত শান্তিপর্ব্ব ২৫১ অঃ)

... ...

যদন্যেষাং হিতং ন স্যাদাত্মনঃ কর্ম্ম পৌরুষং ।
অপত্রপেত বা যেন ন তৎ কুর্য্যাৎ কথঞ্চন ॥ ৬৭

(মহাভারত শান্তিপর্ব্ব ১২৪অঃ)

অষ্টাদশ পুরাণেতে ব্যাসের বচন ।
পুণ্য পর-উপকার, পাপ যে পীড়ন ॥ ২০
অপরের যেইকাজ আপনার প্রতি ।
ভাল নাহি লাগে যাহে নহে তুষ্টমতি ॥
হেনকাজ পর প্রতি জ্ঞানতঃ কখন ।
করে না পুরুষে জানি অপ্রিয় আপন ॥ ২১

... ...

যেই কাজে হয় অপরের অপকার ।
নাহি কর কিম্বা যাহে লজ্জার সঞ্চার ॥ ২৩

* * *

অতো যদাত্মনোঽপথ্যং পরেষাং ন তদাচরেৎ ॥ ৬৫

(যাজ্ঞবল্ক্য ৩অঃ)

অতএব যাহা ভাল নহে আপনার ।
অপরে না কর কভু হেন ব্যবহার ॥



চতুর্থ অধ্যায়।



নীতির পরিমাণ দণ্ড।

যে মানদণ্ড দ্বারা ক্রম বিকাশের বর্ত্তমান অবস্থায় কর্ম্মের বিচার করা যায়, তাহার নাম সমন্বয়যোগ। অধিকাংশ জীবই এখনও এই অবস্থায় উপনীত হয় নাই। অধিকাংশস্থানেই "ইহা দ্বারা একত্ব ঘটিবে কি না?" এই একমাত্র প্রশ্ন দ্বারা আমরা কর্ম্মের পরীক্ষা করিতে পারি। যদি প্রশ্নের উত্তর "হাঁ" হয়, তবে তাহা সৎকর্ম্ম, অন্যথা তাহা অসৎকর্ম্ম। এইজন্যই প্রথম অধ্যায়ে উল্লিখিত হইয়াছে যে, ধর্ম্মনীতির সাহায্যে মানবগণ পরস্পরের সহিত সামঞ্জস্যভাবে অবস্থিতি করিতে সমর্থ হয়। সামঞ্জস্যভাবে অবস্থানই একত্বের প্রয়োজক।

সেইজন্য ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ দৈব ও আসুর সম্পদের কথা বলিয়াছিলেন। তিনি যে গুলি একত্বের প্রতিপাদক সেইগুলিকে দৈব এবং যাহা পার্থক্যসাধক তাহাকেই আসুর সম্পদ্ বলিয়াছেন।

অভয়ং সত্ত্বসংশুদ্ধির্জ্ঞানযোগব্যবস্থিতিঃ।
দানং দমশ্চ যজ্ঞশ্চ স্বাধ্যায়স্তপ আর্জবম্॥ ১
অহিংসা সত্যমক্রোধস্ত্যাগঃ শান্তিরপৈশুনম্।
দয়া ভূতেষলোলুপ্ত্বং মার্দ্দবং হ্রীরচাপলম্॥ ২

তেজঃ ক্ষমা ধৃতিঃ শৌচমদ্রোহো নাতিমানিতা।
ভবন্তি সম্পদং দৈবীমভিজাতস্য ভারত ॥ ৩

(গীতা ১৬।১—৩)

এই সকলগুণ মানবগণকে পরস্পর মিলিত করে। এই সমদায় গুণ আত্মার একত্বজ্ঞান হইতেই উদ্ভূত। আবার দেখ, তিনি কিরূপে আসুরী সম্পদ্ বিভাগ করিয়াছেন ;—

"দম্ভো দর্পোঽভিমানশ্চ ক্রোধঃ পারুষ্যমেব চ।
অজ্ঞানং চাভিজাতস্য পার্থ সম্পদমাসুরীম্ ॥ ৪

এই সকল গুণ মানবগণকে পরস্পর বিচ্ছিন্ন করে। তিনি আসুর জনগণের যে রূপ বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে বুঝিতে পারা যায় আসুর ব্যক্তিগণ অহঙ্কার ও আত্মস্তুতিতায় পূর্ণ।"

অতএব ছাত্রগণ, সদসদের পার্থক্য উত্তমরূপে উপলব্ধি করিয়া সেই জ্ঞান আপনাদের চরিত্র গঠনে নিয়োগ করিবেন। উত্তরকালে শিক্ষাপ্রসঙ্গে আপনাদের সদসৎজ্ঞান আরও বর্দ্ধিত হইবে, তখন সৎ অসৎ-তত্ত্ব সূক্ষ্মরূপে হৃদ্গত হইবেক, তখন উহার জটিলত্ব সমূহ সুমীমাংসিত হইবেক ; কিন্তু মূলতত্ত্ব বা মানদণ্ড সেই একই থাকিবে। কারণ মূলতত্ত্বটী ঈশ্বরের ইচ্ছার অনুগত তত্ত্ব।

* * *

সর্ব্বেষামাপি চৈতেষামাত্মজ্ঞানং পরং স্মৃতং।
তদ্ধ্যগ্র্যং সর্ব্ববিদ্যানাং প্রাপ্যতে হ্যমৃতং ততঃ ॥ ৮৫
সর্ব্বমাত্মনি সংপশ্যেৎ সচ্চাসচ্চ সমাহিতঃ।
সর্ব্বং হ্যাত্মনি সংপশ্যন্নাধর্ম্মে কুরুতে মনঃ ॥ ১১৮

আত্মৈব দেবতাঃ সর্ব্বাঃ সর্ব্বমাত্মন্যবস্থিতং ॥ ১১৯

... ...

এবং যঃ সর্ব্বভূতেষু পশ্যত্যাত্মানমাত্মনা ।
স সর্ব্বসমতামেত্য ব্রহ্মাভ্যেতি পরংপদম্ ॥ ১২৫

(মনু ১২অঃ)

সকল জ্ঞানের শ্রেষ্ঠ হয় আত্মজ্ঞান ।
নাহি কোন বিদ্যা হেন তাহার সমান ॥
যে হেতু ইহার চর্চ্চা করে যেই নর ।
অমৃতত্ব লাভ তার হয় অতঃপর ॥৮৫
সমাহিত হয়ে সদা সেই মহাজন ।
সকলি আত্মায় তিনি করেন দর্শন ॥
সদসৎ সমুদায় আত্মাতে হেরিয়া ।
অধর্ম্মে না যায় মন জ্ঞানেতে মজিয়া ॥১১৮
আত্মায় সকল দেব সকলি আত্মায় ।
ইহা জানি মন তাঁর অন্য নাহি চায় ॥১১৯

... ...

এরূপে আত্মায় সবই দেখেন যে জন ।
সাম্যভাব তাঁর হৃদে জাগে অনুক্ষণ ॥
আত্মজ্ঞানাশ্রয়ে তবে সেই মহাশয় ।
লভে ব্রহ্মপদ ইহা কহিনু নিশ্চয় ॥১২৫

পঞ্চম অধ্যায়।

ধর্ম্মের ভিত্তি।

আমরা দেখিয়াছি যে পরস্পরের সহানুভূতি সনাতন ধর্ম্মে সৎকার্য্য বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে, এবং ইহাই একত্বের সাধক। নিত্য পঞ্চযজ্ঞ সাধন দ্বারা মানবের, ঋষিগণ, দেবগণ, পিতৃগণ, নরগণ ও জীবগণের সহিত সাহানুভূতি জন্মে। সনাতন ধর্ম্ম আর এক উপায়ে আমাদিগকে সৎকার্য্য করিতে উপদেশ দেন, উহা ত্রিবিধ ঋণ পরিশোধ। ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা দ্বারা ঋষি-ঋণ পরিশোধিত হয়। গার্হস্থ্যাশ্রম অবলম্বন পূর্ব্বক পরিবার প্রতিপালন ও দানকার্য্য দ্বারা পিতৃ-ঋণ পরিশোধ করিতে হয় এবং বানপ্রস্থাশ্রম অবলম্বন পূর্ব্বক যজ্ঞ ও ধ্যানাদি দ্বারা দেব-ঋণের পরিশোধ হয়।

ঋণ বলিলে, যাহা আমরা পাইয়াছি অথচ প্রত্যর্পণ করিতে হইবেক, এরূপ গ্রহণ বুঝায়। এই ঋণ প্রত্যর্পণের নাম কর্ত্তব্য সাধন। কর্ত্তব্য সাধনের নামই ধর্ম্ম। কর্ত্তব্যের অবহেলাই পাপ। ধার্ম্মিক চিরদিন কর্ত্তব্য নিষ্ঠ, তিনি চিরকাল কর্ত্তব্য পালন করিয়া থাকেন। পাপাত্মার কর্ত্তব্য বোধও নাই, সে কর্ত্তব্য পালনও করে না।

ভীষ্মদেব ধর্ম্মকে সত্যস্বরূপ, ব্রহ্মস্বরূপ বলিয়াছেন। কারণ

যাহা সৎ তাহাই সত্য। সত্যই ভগবানের প্রকৃতি। প্রকৃতির সমুদায় বিধিই সত্যের প্রকাশমাত্র। তাহা নিরন্তর অপরিবর্ত্তনীয় ভাবে সম্পন্ন হইতেছে। বহু অনাত্মপদার্থের মধ্যেও আত্মার একত্বই মহাসত্য। অন্য সমুদয়ে সত্যও বিধি সেই সত্যেরই প্রতিস্মৃতি। এই সত্য নীতিশাস্ত্রে সকলকে আত্মবৎ জ্ঞান করিতে উপদেশ দিতেছে। আমাদের সর্ব্বদা সত্য কথা কহা কর্ত্তব্য। কারণ কাহাকেও মিথ্যা বলিলে তাহাকে প্রবঞ্চনা সুতরাং আত্ম-বঞ্চনা করা হয়। কারণ, যাহা আমি জানি তাহা আর একটী আত্মস্বরূপকে জানিতে না দেওয়ায় ভেদজ্ঞান ঘটে। জ্ঞানতঃ বা অজ্ঞানতঃ অসত্য ব্যবহার দ্বারা এইরূপ ভেদবুদ্ধি উপস্থিত হইলে অশেষ কষ্ট উপস্থিত হয় ও পাপোৎপত্তি হইয়া থাকে। ধর্ম্মও যেমন সত্যস্বরূপ, নীতিও তাহাই। কারণ, সত্য হইতেই একত্বের বৃদ্ধি, অসত্য ব্যবহারই ভেদ জন্মিবার কারণ।

হিন্দুসাহিত্যে বর্ণিত মহাপুরুষগণের একটী প্রধান গুণ সত্য-বাদিতা। আমি জন্মাবধি কখনও মিথ্যা বলি নাই”—এই বাক্যটী মহাবীরগণের বড় প্রিয় বাক্য। শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিবেন না প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন; কিন্তু যখন তিনি অর্জ্জুনের সাহায্যার্থ ভীষ্মকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, তখন অর্জ্জুন তাঁহাকে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। যুধিষ্ঠিরও সেই কারণে জয়লাভে হতাশ হইয়াও তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করেন নাই। যুধিষ্ঠির ভয়ঙ্কর প্রয়োজনে পড়িয়া সত্যপথ হইতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হইয়া দ্রোণাচার্য্যের সমক্ষে “অশ্বত্থামাহত

ইতি গজ” বলিয়াছিলেন। তাহার ফলে (তাঁহার নরক দর্শন পর্য্যন্ত ঘটিয়াছিল)। এবং যুদ্ধকালে রথচক্রের শক্তি নষ্ট হইয়াছিল। পাণ্ডবগণের অরণ্যবাসকালে শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে কৌরবগণের বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করিতে বলিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে তাঁহাদের অরণ্যবাস প্রতিজ্ঞা সুরক্ষিত হয় না বুঝিয়া যুধিষ্ঠির বলিয়াছিলেন “পাণ্ডুপুত্রগণ সত্যপথ হইতে বিচলিত হইবেন না।” বিশেষ ক্ষতি হইলেও, প্রতিজ্ঞা রক্ষাই পুরুষার্থ। যখন প্রহ্লাদ ইন্দ্রের নিকট হইতে ত্রিভুবনের আধিপত্য গ্রহণ করিয়াছিলেন, তখন ইন্দ্র ছদ্মব্রাহ্মণবেশে তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করেন। প্রহ্লাদ তাঁহার প্রতি এত তুষ্ট হইয়াছিলেন যে, তাঁহাকে অভীষ্ট প্রার্থনা করিতে আদেশ করিলেন। ইন্দ্র তাহার নিকট তদীয় শীল অর্থাৎ স্বভাব চারিত্রাদি প্রার্থনা করিয়াছিলেন। যদিও প্রহ্লাদ বুঝিতে পারিলেন, নিজ শীল দান করিলে তাহার নিজের অনিষ্ট হইবেক; তথাপি নিজের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিলেন না।

যখন ভীষ্মদেবের বিমাতা সত্যবতী তাহাতে সিংহাসন গ্রহণ ও বিবাহ করিতে বলিয়াছিলেন, তাহাতে ভীষ্মদেব উত্তর করিয়াছিলেন, “আমি ত্রিভুবন পরিত্যাগ করিতে পারি, স্বর্গরাজ্য বা তদপেক্ষাও মহত্তর যাহা কিছু আছে, তাহা সমস্তই পরিত্যাগ করিতে পারি, কিন্তু সত্যচ্যুত হইতে পারি না। পৃথিবী গন্ধ ত্যাগ করিতে পারে, জল আর্দ্রতা ত্যাগ করিতে পারে, আলোক নিজ প্রকাশক ভাব পরিহার করিতে পারে, বায়ু স্পর্শশক্তি পরিহার করিতে পারে, অগ্নি উত্তাপ ত্যাগ করিতে পারে, চন্দ্র নিজ শৈত্যগুণ পরিত্যাগ

করিতে পারে, শূন্যের শব্দোৎপাদন শক্তি নষ্ট হইতে পারে, বৃত্রহন্তাও নিজ বলদর্প পরিত্যাগ করিতে পারেন, ধর্ম্মরাজ স্বীয় ন্যায়পরতা পরিত্যাগ করিতে পারেন, কিন্তু আমি সত্যপ্রতিজ্ঞা পরিত্যাগ করিতে পারি না।

দৃঢ়প্রতিজ্ঞ কর্ণ, সহজবর্ম্মের সহিত জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। দেবগণ, পাণ্ডবগণের পক্ষে ছিলেন; পাছে ভারতযুদ্ধে অর্জ্জুন সেই সহজবর্ম্মের জন্য কর্ণকে জয় করিতে না পারেন, এই ভয়ে দেবগণ অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছিলেন। কর্ণের নিয়ম ছিল তিনি প্রতিদিন প্রাতঃকাল হইতে মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত পূর্ব্বাভিমুখে বসিয়া বেদগান করিতেন। তাঁহার প্রতিজ্ঞা ছিল, তৎকালে কোনও ব্রাহ্মণ তাহার নিকট যাহা প্রার্থনা করিবেন, তিনি তাহাকে তাহাই প্রদান করিবেন। একদা ইন্দ্র বৃদ্ধব্রাহ্মণবেশে সেই সময় উপস্থিত হইয়া তাঁহার নিকট ভিক্ষা প্রার্থনা করিলেন; কর্ণ বলিলেন যদি তাঁহার প্রার্থিতবস্তু সাধ্যায়ত্ব হয় তবে অবশ্যই দান করিবেন। তখন ইন্দ্র বলিলেন আমাকে তোমার সহজবর্ম্ম প্রদান কর। কর্ণ বলিলেন "আমি তোমার প্রার্থনা দ্বারা বুঝিতে পারিতেছি আপনি সরল প্রকৃতি ব্রাহ্মণ নহেন, স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্র, পাণ্ডবগণের মঙ্গলকামনায় আমার নিকট এই প্রার্থনা করিলেন। যাহা হউক যখন 'দিব' বাক্য উচ্চারণ করিয়াছি তখন দেওয়া হইয়াছে, তাহার অন্যথা হইবে না। যদিও আমি বুঝিতে পারিতেছি যে আপনার প্রার্থিত বস্তু দিতে হইলে, আমাকে প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে হইবে; এমন কি প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তম অর্জ্জুনবিজয়ের আশা পর্য্যন্ত নষ্ট হইতেছে, তথাপি বাক্যের

অন্যথা করিতে পারিব না।" এই বলিয়া তিনি স্বীয় অসি দ্বারা সেই সহজ বর্ম্ম দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ইন্দ্রের হস্তে প্রদান করিলেন। তাহাতে ফল কি হইয়াছে? অর্জ্জুনকে জয় করিলে তাঁহার যে কীর্ত্তি থাকিত, আজিও তদপেক্ষা শতগুণ কীর্ত্তি দীর্ঘজীবন ও মহত্তর নামের তিনি অধিকারী হইয়া রহিয়াছেন।

রাজা দশরথ অযোধ্যার অধীশ্বর ছিলেন একদা তিনি দেবগণের সাহায্যার্থ অসুর বিনাশে গমন করেন, তৎপত্নী কৈকেয়ী সেই যুদ্ধে সারথ্য করিয়াছিলেন। দৈত্যযুদ্ধে রাজা ক্ষত বিক্ষত ও মূর্চ্ছিত হইলে, কৈকেয়ী তাহাকে নির্জ্জনস্থানে আনয়ন পূর্ব্বক প্রাণরক্ষা এবং যত্ন ও শুশ্রূষা দ্বারা মূর্চ্ছা ভঙ্গ করিয়াছিলেন। সেইজন্য রাজা তাঁহাকে দুটী বর দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। কৈকেয়ী তখন বড় গ্রহণ না করিয়া ভবিষ্যতে গ্রহণ করিবার অভিলাষ প্রকাশ করিয়াছিলেন। বহুদিন পরে, যখন রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্র রামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেকের আয়োজন হয়, সেই সময়ে কৈকেয়ী দাসীকুব্জার পরামর্শানুযায়ী একবরে রামচন্দ্রের চতুর্দ্দশ বর্ষের জন্য বনগমন ও অপর বরে নিজপুত্র ভরতের রাজ্যাভিষেক প্রার্থনা করিয়াছিলেন। রাজা বুঝিয়াছিলেন, এই বর দান করিলে তাঁহার মৃত্যু হইবেক। তথাপি তিনি সত্যভঙ্গ ভয়ে সেইবর দান করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন। সত্যনাশ অপেক্ষা প্রাণনাশ তাঁহার পক্ষে অধিকতর শ্রেয়ঃ বোধ হইয়াছিল।

দৈত্যরাজ বলি স্বর্গ জয় করিয়া ত্রিলোকের একছত্রাধিপতি হইয়াছিলেন। তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞ করিলে বিষ্ণু বামনরূপে

তাঁহার যজ্ঞে উপস্থিত হইয়া ত্রিপাদ ভূমি ভিক্ষা করিয়াছিলেন। দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্য ঐরূপ দান করিতে তাঁহাকে নিষেধ করেন। তিনি বলিয়াছিলেন, বামন স্বয়ং বিষ্ণু তোমাকে ছলদ্বারা বদ্ধ করিবার জন্য আগমন করিয়াছেন। তদুত্তরে বলি বলিলেন, "প্রহ্লাদের পৌত্র মিথ্যা কথা কহিতে জানে না, আমি এই ব্রাহ্মণ বালককে যাহা দিব বলিয়াছি, তাহা অবশ্যই দিব। বালক বিষ্ণুই হউন, আর আমার পরম শত্রুই হউন, তাহাতে কিছু আসে যায় না। যখন বামন দুইপদে ত্রিলোক অধিকার করিলেন, তখন বলি তৃতীয় পদ ভূমির পরিবর্ত্তে নিজ মস্তক অর্পণ পূর্ব্বক আপনার সর্ব্বনাশকেই মহাসম্পদ জ্ঞান করিলেন। তদ্দর্শনে ভগবান্ বিষ্ণু তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ পূর্ব্বক বলিয়াছিলেন "সমস্ত ধন সম্পদ গিয়াছে, শত্রুহস্তে বন্দী হইয়াছ, বন্ধুগণ পরিত্যাগ করিয়াছে, গুরু মন্দ বলিতেছে, তত্রাপি বলি সত্যত্যাগ করেন নাই।" পুরাণে কথিত আছে এই মহৎকার্য্যের জন্য কালান্তরে পুরন্দরের ইন্দ্রত্ব শেষ হইলে বলি ইন্দ্রত্ব লাভ করিবেন।

সত্য ব্রহ্মস্বরূপ নৃসিংহতাপনী উপনিষদে লিখিত আছে, "ঋতং সত্যং পরং ব্রহ্ম।" পরমব্রহ্মই সত্য ও পুণ্যস্বরূপ। সুতরাং যাঁহারা ব্রহ্মানুসন্ধান করেন, তাঁহাদের সত্যবাদী হওয়া কর্ত্তব্য। সেইজন্য বালকগণের সত্যবাদী হওয়া সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয়।

***

জায়মানো ব্রাহ্মণস্ত্রিভিঋর্ণৈঋর্ণবান্ জায়তে।

যজ্ঞেন দেবেভ্যঃ প্রজয়া পিতৃভ্যঃ স্বাধ্যায়েন ঋষিভ্যঃ॥

(মনু টীকায়াং কুল্লুকধৃতবেদবচনং)

জনমি ব্রাহ্মণ তিন ঋণে ঋণী
দেব, পিতৃ-ঋণ আর-
ঋষি-ঋণ, এই ঋণ শুধিবারে
উপায় কহিব সার ॥
যজ্ঞে দেবঋণ কর পরিশোধ,
পিতৃ প্রজা উৎপাদনে।
ঋষি-ঋণ যেই, কর পরিশোধ
সদা বেদ অধ্যয়নে ॥

***

ঋণানি ত্রীণ্যপাকৃত্য মনো মোক্ষে নিবেশয়েৎ।
অনপাকৃত্য মোক্ষং তু সেবমানো ব্রজত্যধঃ ॥৩৫
অধীত্য বিধিবদ্বেদান্ পুত্রাংশ্চোৎপাদ্যধর্ম্মতঃ
ইষ্ট্বা চ শক্তিতো যজ্ঞৈর্মনো মোক্ষে নিবেশয়েৎ ॥৩৬
তিন ঋণ শোধ করি মোক্ষে দিবে মন।
না শুধিয়া—মোক্ষচেষ্টা—হইবে পতন ॥৩৫
বিধিমত বেদশাস্ত্র করি অধ্যয়ন।
ধর্ম্মতঃ করিবে পরে পুত্র উৎপাদন ॥
যথাশক্তি যজ্ঞকার্য্য করি তার পর।
নিঃশ্রেয়স মোক্ষলাভে হইবে তৎপর ॥৩৬

***

পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্স্যথ ॥১১
এবং প্রবর্ত্তিতং চক্রং নানুবর্ত্তয়তীহ যঃ।
অঘায়ুরিন্দ্রিয়ারামো মোঘং পার্থ স জীবতি ॥১৬

সহায়তা করি পরস্পর।
শ্রেয়ঃলাভ কর অতঃপর ॥১১
এই চক্র করি পরিহার।
যেবা সুখ খুঁজে আপনার ॥
জেনো তার পাপের জীবন।
ইন্দ্রিয়ের আরামেতে মন।
মিছা পার্থ ধরে সে জীবন ॥১৬

*
* *

সত্যং সৎসু সদা ধর্ম্মঃ সত্যং ধর্ম্মঃ সনাতনঃ।
সত্যমেব নমস্যেত সত্যং হি পরমা গতিঃ ॥
সত্যং ধর্ম্মস্তপো যোগো সত্যংব্রহ্ম সনাতনং।
সত্যং যজ্ঞঃ পরঃ প্রোক্তঃ সর্ব্বং সত্যে প্রতিষ্ঠিতং ॥
সত্যং নামাধ্যয়ং নিত্যং অবিকারি তথৈব চ।
সর্ব্বধর্ম্মাবিরুদ্ধেণ যোগেনৈতদবাপ্যতে ॥
সত্যং চ সমতাচৈব দমশ্চৈব ন সংশয়ঃ।
অমাৎসর্য্যং ক্ষমাচৈব হ্রীস্তিতিক্ষাঽনসূয়তা।
ত্যাগো ধ্যানং অথার্য্যত্বং ধৃতিশ্চ সততং দয়া।
অহিংসা চৈব রাজেন্দ্র সত্যাকারাস্ত্রয়োদশ ॥

(মহাভারত অনুশাসন পর্ব্ব ১৬২)

সত্যই সাধুর ধর্ম্ম, ধর্ম্ম সনাতন।
সত্যে করে নমস্কার যেজন সুজন ॥

সত্যই পরমাগতি, সত্য ধর্ম্ম তপ।
ব্রহ্ম সনাতন সত্য—সত্য যোগ জপ॥
সত্যশ্রেষ্ঠ যজ্ঞ বলি সকলে বাখানে।
সত্যে প্রতিষ্ঠিত সব সকলেই জানে॥
নিত্য অধিকারী সত্য সত্যই অব্যয়।
সর্ব্বধর্ম্ম অবিরোধী যোগে লাভ হয়॥

১ ২ ৩
সত্য সে সমতা দম অমাৎসর্য্য আর।
৪ ৫ ৬ ৭
ক্ষমা লজ্জা সহ্যগুণ ত্যাগ সে ঈর্ষার॥
৮ ৯ ১০ ১১ ১২
ত্যাগ, ধ্যান, আর্য্যভাব, ধৃতি দয়া আর
১৩
অহিংসা এ ত্রয়োদশ হয় সত্যাকার॥

*
* *

চত্বারঃ একতো বেদাঃ সাঙ্গোপাঙ্গাঃ সবিস্তরা।
স্বধীতা মনুজব্যাঘ্র সত্যমেকং কিলৈকতঃ॥
(মহাভারত বনপর্ব্ব ৬১ অঃ)

সবিস্তার অঙ্গ আর উপাঙ্গের সনে
সুন্দর অধীত চারি বেদ এক ধারে।
তুলাদণ্ডে যদি সত্য রাখ অন্য ধারে
তবু কভু তুল্য নহে বেদ সত্য সনে।

*
* *

আত্মন্যপি ন বিশ্বাসস্তথা ভবতি সৎসু যঃ।
তস্মাৎ সৎসু বিশেষেণ সর্ব্বঃ প্রণয়মিচ্ছতি ॥
(মহাভারত বনপর্ব্ব ২৯১ অঃ)

সতেরে বিশ্বাস নর করে যেই মত।
নিজের প্রতিও কভু নাহি হয় তত ॥
সতের সহিত সবে এই সে কারণে।
অনুদিন অনুরাগ ইচ্ছা করে মনে ॥

***

সত্যং সদা শাশ্বতধর্ম্মবৃত্তিঃ
সন্তো ন সীদন্তি ন চ ব্যথন্তে।
সতাং সদ্ভির্নাফলঃ সঙ্গমোহস্তি
সদ্ভ্যোভয়ং নানুভবন্তি সন্তঃ ॥
সন্তো হি সত্যেন নয়ন্তি সূর্য্যং
সন্তো ভূমিং তপসা ধারয়ন্তি।
সন্তো গতির্ভূতভব্যস্য রাজন্
সতাং মধ্যে নাবসীদন্তি সন্তঃ ॥

সনাতন ধর্ম্মবৃত্তি সতের সতত
সাধু কভু ব্যথিত বা অবসন্ন নন।
সাধু সনে সমাগম না হয় নিষ্ফল
সাধু হেরি সাধু কভু ভীত নাহি হন ॥
সাধুর সত্যের বলে তপন উদয়
সাধুর তপস্যাবলে রয়েছে ধরণী।

সাধু ভূত ভবিষ্যের গতি সে নিশ্চয়
সাধু কাছে অবসন্ন নাহি হন তিনি ॥

***

যতঃ প্রভবতি) ক্রোধঃ কামো বা ভরতর্ষভ ।
শোকমোহৌ বিধিৎসা চ পরাসুত্বঞ্চ (তদ্বদ) ॥
লোভো মাৎসর্য্যমীর্ষা চ কুৎসাহসূয়াহকৃপাভয়ং ।
ত্রয়োদশৈতেহতিবলাঃ শত্রবঃ প্রাণিনাং স্মৃতাঃ ॥
(মহাভারত শান্তিপর্ব্ব ৩৩ অং)

ক্রোধ কাম শোক মোহ বিধিৎসা সে আর ।
পরাসুত্ব লোভ আর মাৎসর্য্য প্রচার ॥
ঈর্ষা কুৎসা অসূয়া অকৃপা আর ভয় ।
এই তের শত্রু বড় নরের নিশ্চয় ॥

***

যস্য বিদ্বান্ হি বদতঃ ক্ষেত্রজ্ঞো নাভিশঙ্কতে ।
তস্মান্ন দেবাঃ শ্রেয়াংসং লোকেহন্যং পুরুষং বিদুঃ ॥৯৬
(মনু ৮ অঃ)

যাঁর রাজ্যে ক্ষেত্রজ্ঞের আশঙ্কা না হয় ।
দেবগণ, তারে ভবে শ্রেষ্ঠ নর কয় ॥৯৬

***

কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন ।
মা কর্ম্মফলহেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোহস্ত্বকর্ম্মণি ॥৪৭
(গীতা ২ অ)

কর্ম্মে অধিকার তব, কর্ম্মফলে নাই ;
আশা ত্যজ, ত্যজ অকর্ম্ম সদাই ॥

***

ঋতং সত্যং পরং ব্রহ্ম ।৬
(নৃসিংহতাপনী ১ অ)
ঋত আর সত্য পরব্রহ্মের স্বরূপ ।



ষষ্ঠ অধ্যায়।

আনন্দ ও ভাব।

ঈশ্বর, চিন্তাময়, গতিময় ও আনন্দময়, সুতরাং তাঁহার সন্তান মানবেও এই গুণত্রয় বর্ত্তমান আছে। যখন জীবাত্মা স্থূলাবরণে আবৃত হন, তখন তাহার আনন্দপ্রকৃতি চিরদিনই আনন্দ অন্বেষণে ব্যস্ত থাকে। যাহা জগতের সহিত সম্মিলন দ্বারা তাহার আনন্দ লাভে একান্ত চেষ্টা হইয়া থাকে। ঐ বাহ্য চেষ্টাই বাসনা। যখন বাসনা জীবাত্মাকে এমন কোনও পদার্থের সহিত আবদ্ধ করে, যাহাতে সুখ লাভ হয়, তখন ঐ পদার্থ লাভের জন্য পুনঃ পুনঃ বাসনা হইয়া থাকে। ঐ অভিমান হইতে যে ভাবের উদয় হয় তাহার নাম অনুরাগ বা ভালবাসা। যদি জীবাত্মার কোনও পদার্থের সহিত সম্পর্কবশে কষ্ট হয়, তখন ঐ পদার্থ পরিহারের বাসনা জন্মে, তদ্দ্বারা যে ভাবের উদয় হয় তাহার নাম বিরাগ বা ঘৃণা। প্রথমোক্ত ভাবের দ্বারা জীবাত্মা ও পদার্থের মধ্যে একটা আকর্ষণ ও শেষোক্ত ভাব দ্বারা বিপ্রকর্ষণ উৎপন্ন হয়।

জীবাত্মা এই অনুরাগ ও বিরাগ বিষয়ে পরস্পর চিন্তা করিয়া অবশেষে সদ্ভাবে ভাব প্রয়োগ করিতে অভ্যাস করেন। ভাবসমূহ এইরূপে ঈশ্বরেচ্ছার অনুগত যুক্তি দ্বারা চালিত হইয়া ধর্ম্মরূপে

পরিণত হয়। এজন্য ভাবের স্পষ্টতা দ্বারা মানবের নৈতিক উন্নতি হইয়া থাকে। তিনি যদি ভালবাসা নামক প্রেম ভাবের পুষ্টি সাধন করেন, তাহা হইলে ক্রমে তাঁহার পরিবার, সমাজ, জাতি ও সমগ্র বিশ্বের সহিত একতা জন্মে। তাহাদিগকে আত্মবৎ ভালবাসিবে, ঐ ভালবাসা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া অনন্ত ভালবাসায় পরিণত হইয়া আনন্দময় হয়। এই জন্য ছান্দোগ্য উপনিষদে লিখিত আছে—

যো বৈ ভূমা তৎসুখং। নাল্পে সুখমস্তি। ভূমৈব সুখং।
যত্র নান্যৎ পশ্যতি, নান্যৎ শৃণোতি, নান্যৎ বিজানীতি, স ভূমা॥
অথ যত্রান্যৎ পশ্যত্যন্যচ্ছৃণোত্যন্যদ্বিজানাতি তদল্পং।
যো বৈ ভূমা তদমৃতমথ যদল্পং তন্মর্ত্ত্যং।

যাহা অনন্ত তাহাই সুখ। যাহা অল্প তাহাতেই সুখ নাই। অনন্তেই সুখ। যথায় উপস্থিত হইলে আর কিছু দেখা, শুনা বা জানা যায় না তাহা অনন্ত। কিন্তু যথায় অন্য দেখা যায়, অন্য শুনা যায়, অন্য জানা যায়, তাহা অল্প। যাহা অনন্ত তাহাই অমৃত, যাহাই অল্প তাহাই মর্ত্ত্য।

এইরূপে বিকাশবশে সাযুজ্য ঘটে অর্থাৎ ঈশ্বরেচ্ছা স্বতন্ত্র আত্মাগুলিকে একত্র সম্বন্ধ করিয়া ক্রমে আপনাতে মিশাইতে থাকেন।

এই মিলনে সুখ। সেই জন্য যে সৎ সেই সুখী। পুনঃ পুনঃ সনাতন ধর্ম্ম এই মীমাংসা করিতেছেন—যে ব্রহ্মই আনন্দ। সেই জন্য ব্রহ্মস্বরূপ জীবাত্মাও আনন্দময়। যখন জীব গন্তব্য পথ ত্যাগ করিয়া বিপথে যায় তখনই আনন্দের অভাব হয়। সুতরাং ঈশ্বরেচ্ছার বিপরীত অধর্ম্ম।

***

ব্রহ্মবেদং সর্ব্বং সচ্চিদানন্দরূপং।
সচ্চিদানন্দরূপং ইদং সর্ব্বং ॥ ৭

(নৃসিংহতাপনী

সচ্চিৎ আনন্দরূপ ব্রহ্ম সমুদায়।
ব্রহ্মরূপ সচ্চিৎ আনন্দ সমুদায় ॥৭

*
* *

পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভূ-
স্তস্মাৎ পরাঙ্ পশ্যতি নান্তরাত্মন্ ॥১॥

(কঠ ৪ বল্লী)

স্বয়ম্ভু ইন্দ্রিয়দ্বার করিলা বাহিরে।
এহেতু মানব কভু দেখি না অন্তরে ॥১

*
* *

যদা বৈ সুখং লভতেঽথ করোতি না সুখং
লব্ধ্বা করোতি সুখমেব লব্ধ্বা করোতি—। (২২।১)
যদা বৈ ভূমা তৎসুখং নাল্পে সুখমস্তি ভূমৈব সুখং। (২৩।১)
যত্র নান্যৎ পশ্যতি নান্যৎ শৃণোতি নান্যৎ বিজানাতি স ভূমা;
অথ যত্রাঽন্যৎ পশ্যত্যন্যৎ শৃণোত্যন্যদ্বিজানাতি তদল্পং।
যো বৈ ভূমা তদমৃতং। অথ যদল্পং তন্মর্ত্ত্যং। (২৪।১)

(ছান্দোগ্য ৭।২২-১।২৩-১।২৪-১)

যাহা জীব পায় সুখ করে সদা তাই।
যাহাতে অসুখ তা কভু করে নাই ॥ (২২-১)

অনন্ত যা তাই সুখ কর।
অল্প যাহা তাহে সুখ নাই।
তবে অল্প করি পরিহার
ভূমা সুখে থাকহ সদাই ॥২৩।১
যথা অন্য দেখা নাহি যায়।
যথা অন্য শোনা নাহি যায়।
নাহি জানা যায় যথা সেই ত অনন্ত।
যথা অন্য কিছু দেখা যায়।
যথা অন্য কিছু শোনা যায়।
যাহা জানা যায়, অল্প আছে তার অন্ত ॥
অনন্তই অমৃত স্বরূপ।
অল্প যাহা তাই মর্ত্ত্যরূপ ॥ (২৪।১)

***

সুখচৈতন্যস্বরূপোঽপরিমিতানন্দসমুদ্রোঽবিশিষ্টসুখস্বরূপানন্দ ইতি

(সর্ব্বসার)

সুখ আর চৈতন্যের অনন্ত সাগর।
আনন্দ তাহাই সুখ নাহি যার পর ॥

***

ইষ্টবিষয়ে বুদ্ধিঃ সুখবুদ্ধিঃ।
অনিষ্টবিষয়ে বুদ্ধিঃ দুঃখবুদ্ধিঃ ॥

(সর্ব্বসার)

***

সর্ব্বাণি ভূতানি সুখে রমন্তে।
সর্ব্বাণি দুঃখস্য ভৃশং ত্রসন্তে ॥২৭

(মহাভারত শান্তিপর্ব্ব ২৩১ অঃ

সুখে সবে আনন্দিত হয়।
দুঃখ দেখি সবে পায় ভয় ॥ ২৭

* * *

ইচ্ছাদ্বেষসমুত্থেন দ্বন্দ্বমোহেন ভারত।
সর্ব্বভূতানি সম্মোহং সর্গে যান্তি পরন্তপ ॥ ২৭

(গীতা ৭অঃ)

হে ভারত, পরন্তপ, করহ শ্রবণ।
দ্বন্দ্বমোহ জন্মে ইচ্ছা দোষের কারণ ॥
সে হেতু বিবেক ভ্রংশ যেই কালে হয়।
তখনি সংমোহ পায় জীব সমুদায় ॥

* * *

ইচ্ছাদ্বেষঃ সুখং দুঃখং সংঘাতশ্চেতনা ধৃতিঃ।
এতৎ ক্ষেত্রং সমাসেন সবিকারমুদাহৃতম ॥ ৬

(গীতা ১৩অঃ)

ইচ্ছাদ্বেষ সুখ দুঃখ চেতনা শরীর।
ধৃতি এই সবিকার ক্ষেত্র জেনো স্থির ॥ ৬

* * *

কাম এষ ক্রোধ এব রজোগুণসমুদ্ভবঃ।

(গীতা ৩অঃ)

কাম ইহা ক্রোধ ইহা রজঃ সমুদ্ভব।

* * *

ইন্দ্রিয়স্যেন্দ্রিয়স্যার্থে রাগদ্বেষৌ ব্যবস্থিতৌ।
তয়োর্ন বশমাগচ্ছেৎ তৌ হ্যস্য পরিপন্থিনৌ ॥ ৩৪

(গীতা ৩অঃ)

ইন্দ্রিয়ের ইন্দ্রিয়ার্থে রাগদ্বেষ আছে।
তারা পরিপন্থি, নাহি চাও তার পাছে ॥ ৩৫

***

রাগদ্বেষবিযুক্তৈস্তু বিষয়ানিন্দ্রিয়ৈশ্চরন্।
আত্মবশ্যৈর্বিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি ॥ ৬৪

(গীতা ২অঃ)

রাগদ্বেষ-হীন আর আত্মবশীভূত।
ইন্দ্রিয়ে বিষয় সুখ ভোগ করি যত।
বশীভূত চিত্ত যার সেই মহাজন।
শান্তিসুখে চিরদিন করেন যাপন ॥ ৬৪

***

যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামচারতঃ।
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিং ॥ ২৩

(গীতা ১৬ অঃ)

যেইজন শাস্ত্র বিধি করিয়াছেন।
কামাচারে বর্ত্তমান থাকে অনুক্ষণ ॥
সেইজন সিদ্ধিলাভ কভু নাহি করে।
সুখ আর পরাগতি নাহি পায় পরে ॥ ২৩

***

একোবশী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা
একরূপং বহুধা যঃ করোতি।
তমাত্মস্থং যেহনু পশ্যন্তি ধীরা-
স্তেষাং সুখং শাশ্বতং নেতরেষাং
এক যিনি নিয়ন্তা সবার।
অন্তরের আত্মা সবাকার ॥
একরূপে বহুরূপধারী।
জ্ঞানী রূপ দেখেন তাহারি ॥
আত্মমাঝে করেন দর্শন।
নিত্যসুখ তাদেরি কারণ ॥ ১২



সপ্তম অধ্যায়।



আত্মানুগত ধর্ম্ম।

ইতিপূর্ব্বে আলোচিত হইয়াছে যে, জীবাত্মা নিজ সন্নিহিত সমুদায়ের সহিত সম্বন্ধযুক্ত; এই সম্বন্ধ সুখজনক করাই নীতি শাস্ত্রের উদ্দেশ্য। কিন্তু তাহার দেহকোষ সমূহের সহিত যে তিনি বিশেষ সম্বন্ধযুক্ত, সে কথা বিস্মৃত হইলে চলিবে না। ঐ অনাত্ম-পদার্থ গুলিই বর্ত্তমান সময়ে তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা আপনার। সুতরাং সেই গুলির সহিত সুসম্বন্ধ যুক্ত না হইলে, কখনই অন্য দেহের সহিত তাঁহার সুখ জনক সম্বন্ধ ঘটিতে পারে না। যতদিন তিনি শিশু থাকেন, এই দেহগুলি তাহার উপর আধিপত্য করে এবং তাঁহাকে বহুবিধ কষ্টে পাতিত করে। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তিনি ঐ গুলিকে আয়ত্বাধীন করিতে চেষ্টা করেন, সেজন্য তাহাকে অনেক যুদ্ধ করিতে হয়। অবশেষে তাহার আত্মশাসন বা সংযমশক্তির পুষ্টি হয়। সংযম বলিলে জীবাত্মার দ্বারা কোষ সমূহ ও ইতর বৃত্তি নিচয়ের শাসন বুঝায়। এই সমুদায় দেহাশ্রিত ধর্ম্মের নবীন শ্রেণীবিভাগানুরূপ আত্মানুগত ধর্ম্ম। সকলেই বুঝিতে পারেন, যাহাদের এই সকল গুণ আছে, তাহারাই অপরের সহিত সাম্যভাব লাভে সমর্থ হয়। অন্যের পক্ষে তাহা সুসাধ্য নহে।

ধর্ম্ম ব্যবস্থাপক মনু আত্মসংযমের বিশেষ প্রাধান্য স্বীকার করিয়াছেন এবং এতৎসম্বন্ধে কতকগুলি সুন্দর উপদেশ দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন কর্ম্মে তিনটী শক্তি আছে ; এই তিনটী সংযত করা কর্ত্তব্য। কর্ম্ম, মন, বাক্য ও কায় আশ্রয় পূর্ব্বক উৎপন্ন হয়। যথা—

শুভাশুভফলং কর্ম্ম মনোবাক্‌দেহসম্ভবং।
কর্ম্মজা গতয়ো নৃণামুত্তমাধমমধ্যমাঃ ॥”

অর্থাৎ কর্ম্ম শুভ ও অশুভ উৎপন্ন করে, এই কর্ম্ম দেহ, মন বা বাক্য দ্বারা উৎপন্ন হয়। এবং সেই কর্ম্মফলেই মানবের উত্তম, অধম ও মধ্যম গতি লাভ হয়।

মন বা মনোময় কোষ আশ্রয় পূর্ব্বক সর্ব্ববিধ ভাবের উৎপত্তি হয়। তাহাকে সংযত করিতে হইবেক। ইহাই কঠিনতম কার্য্য। কারণ মন নিরন্তর বাসনানুরূপ পদার্থের অনুগামী। ইহা নিরন্তর তত্তদ্বস্তু লাভের অভিলাষ দ্বারা চালিত ও শাসিত হইতেছে। সকল মনোভাব পূর্ণ করিবার জন্য মন সর্ব্বদা ব্যস্ত এবং সেই সকল বাসনার দাস হইয়া পড়ে। জীবাত্মার প্রথমেই মনকে সেই দাসত্ব হইতে মুক্ত করা প্রয়োজন, তৎপরে তাহাকে সমুদায় ইন্দ্রিয় শক্তিও ইন্দ্রিয়-যন্ত্রের প্রভুত্বে স্থাপনপূর্ব্বক আত্মকার্য্যে নিযুক্ত করা উচিত। মনু বলিয়াছেন—

“শ্রোত্রংত্বক্ চক্ষুষী জিহ্বা নাসিকা চৈব পঞ্চমঃ
পায়ূপস্থং হস্তপাদং বাক্‌চৈব দশমী স্মৃতা ॥

বুদ্ধীন্দ্রিয়ানি পঞ্চৈষাং শ্রোত্রাদীন্যনুপূর্ব্বশঃ।
কর্ম্মেন্দ্রিয়ানি পঞ্চৈষাং পায়্বাদীনি প্রচক্ষতে॥
একাদশং মনোজ্ঞেয়ং স্বগুণেনোভয়াত্মকং।
যস্মিন্ জিতে জিতা বেতৌ ভবতঃ পঞ্চকৌগণৌ॥

অর্থাৎ মনকে জয় করিতে পারিলে, বুদ্ধীন্দ্রিয় পঞ্চ ও কর্ম্মেন্দ্রিয় পঞ্চ সংযত হইয়া থাকে।

সুতরাং ছাত্রগণের মনঃসংযমে যত্নপর হওয়া কর্ত্তব্য। যখন মন বিপথে যাইতে চাহিবে, তখনি তাহাকে ফিরাইয়া সুপথে প্রবর্ত্তিত করিতে হইবে। আত্মসংযম কার্য্যের ইহাই প্রথম ও কঠিনতম উপায়।

দ্বিতীয় উপায় বাক্‌দণ্ড। কথা কহিবার পূর্ব্বে বিচার করিয়া কথা কহা প্রয়োজন। বিচার না করিয়া বাক্য প্রয়োগে অশেষ কষ্টের উৎপত্তি হয়। অর্জ্জুন বাক্যপ্রয়োগের পূর্ব্বে বিচার করিয়া দেখিতেন না, এজন্য তাঁহাকে অনেক সময় অনেক কষ্টজনক অবস্থায় পতিত হইতে হইয়াছিল। একবার তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যদি সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে পুত্রহন্তা জয়দ্রথকে বধ করিতে না পারি, তবে আত্মঘাতী হইয়া প্রাণত্যাগ করিব। কিন্তু জয়দ্রথকে সেই দিন পাইবার কোন আশা ছিল না। কেবল শ্রীকৃষ্ণের চক্রে সূর্য্যাস্তের বহুপূর্ব্বে সন্ধ্যাভ্রান্তি ঘটাতেই জয়দ্রথ বহির্গত হইয়াছিলেন; অর্জ্জুনও প্রতিজ্ঞা রক্ষার অবকাশ পাইয়া ছিলেন। আর একবার যুধিষ্ঠিরের সহিত বিবাদ উপলক্ষে তাঁহার ঐরূপ অবস্থা ঘটিয়াছিল। সেই সকল কথা মহাভারতে বিস্তারিত ভাবে

বর্ণিত আছে। কোনও একটী প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে পারেন নাই বলিয়া অর্জ্জুনকে মহাপ্রস্থান সময়ে পথে প্রাণত্যাগ করিতে হইয়াছিল। অর্জ্জুনের দেহত্যাগের কারণ জিজ্ঞাসিত হইলে যুধিষ্ঠির বলিয়াছিলেন "অর্জ্জুন প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন একদিনে সমস্ত শত্রু বিনষ্ট করিব। কিন্তু স্বীয় বীরত্বের অহঙ্কারে যাহা প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তাহা সম্পন্ন করিতে পারেন নাই, সেই জন্যই তাঁহার পতন হইল। যে বাক্‌দণ্ডে সমর্থ, তাহার আত্মসংযমে অধিক বিলম্ব নাই।"

তৃতীয়তঃ কায়দণ্ড। ভৌতিক দেহেরও দমন প্রয়োজন, যেন আমাদিগকে অকার্য্যে চালিত করিয়া পাপগ্রস্থ না করে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

"দেবদ্বিজগুরুপ্রাজ্ঞপূজনং শৌচমার্জবং।
ব্রহ্মচর্য্যমহিংসাচ শারীরং তপ উচ্যতে॥"

যৌবনকালই দেহ সংযমের সময়। কারণ সেই সময়েই সহজে ইহাকে জয় করিয়া সৎপথে চালিত করা যায়। দেহ অভ্যাসের দাস, যদিও প্রথম প্রথম জীবাত্মার ইচ্ছানুবর্ত্তী হইতে কষ্টবোধ করিবে বটে, কিন্তু সামান্য অধ্যবসায় দ্বারা অতি সহজেই দেহ সংযম করা যাইবে; একবার অভ্যাস করাইয়া দিলে দেহকে অভ্যস্ত পথে চালিত করা তত কষ্টসাধ্য নহে।

আত্মসংযম অভ্যাস দ্বারা আমাদিগকে যে সকল পাপ ও দুঃখের মূল নষ্ট করিতে হইবেক, তাহাদের মধ্যে স্বার্থ বাসনাই প্রধান। কারণ, পার্থিব সুখ ও সম্পদের দুষ্পূরণীয় কামনা

হইতে বহু দুঃখের উৎপত্তি হয়। সেই কামনা ত্যাগ দ্বারাই শান্তিলাভ হয়। কামনা পূরণ দ্বারা শান্তিলাভ সম্ভবপর নহে; ইহা মঙ্কী বুঝিয়াছিলেন। মঙ্কী লোভবশে ধনের জন্য বহু যত্ন করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার আশা পূর্ণ হয় নাই। তাঁহার সম্পত্তির অবশেষ দ্বারা তিনি দুইটী গোবৎস ক্রয় করিয়া তাহাদিগকে হালবহনোপযোগী করিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু ভাগ্যবশে তাহারা যে রজ্জুতে বদ্ধ ছিল, তাহা গমনশীল উষ্ট্রের পদে আবদ্ধ হইয়াছিল। তাহাতেই তাহাদের মৃত্যু হয়। এই শেষ দুর্ঘটনাতে মঙ্কীর হৃদয় হইতে কামনা দূর হইয়াছিল। তখন মঙ্কী গান করিতে আরম্ভ করিলেন, "যে সুখের বাসনা করে তাহার বিষয় বাসনা ত্যাগ করা কর্ত্তব্য"। শুকদেব যথার্থই বলিয়াছেন যে, যদি দুইজনের একজন সমস্ত অভিলষিত প্রাপ্ত হয়, আর একজন সমুদায় অভিলাষ ত্যাগ করে, তবে শেষোক্ত ব্যক্তি নিশ্চয়ই প্রথমোক্ত ব্যক্তি উপেক্ষা উচ্চতর। কারণ কেহই এপর্য্যন্ত বাসনার অবধি পায় নাই। হে আত্মা তুমি এতদিন লোভের দাস ছিলে; আজ দাসত্ব ঘুচিয়াছে, এখন স্বাধীনতা ও শান্তির মধু-আস্বাদ উপভোগ কর। এতদিন নিদ্রিত ছিলাম; আর ঘুমাইব না, এখন জাগিব। হে বাসনা আর তুমি আমাকে ভুলাইতে পারিবে না। যখনি যে বিষয়ে তুমি আমার হৃদয় আকর্ষণ করিয়াছ, যাহার অনুবর্ত্তী হইতে তুমি আমায় বলপূর্ব্বক নিয়োগ করিয়াছ, তাহা লাভ করা যাইবে কি না, তাহাও একবার ভাবিতে দাও নাই। তোমার বুদ্ধি নাই তুমি নির্ব্বোধ—তুমি চিরদিন দুষ্পূরণীয় নিরন্তর অগ্নির ন্যায় জ্বলিতেছ—নিরন্তর

তোমার আহুতি লাভের বাসনা। তোমাকে পূর্ণ করা অসম্ভব, তুমি মহাশূন্যের মত। দেখিতেছি, আমাকে দুঃখার্ণবে মগ্ন করা তোমার একমাত্র বাসনা। আজ তোমায় আমায় পৃথক হইলাম, আজ হইতে হে কামনা আর তোমার সঙ্গ চাই না। আর আমি তোমার বা তোমার দলবলের বিষয় ভাবিব না। আজ হইতে আমি তোমাকে আমার সমুদায় মনোবৃত্তির সহিত পরিত্যাগ করিলাম। আমি বহুবার হতাশ হইয়া কষ্টভোগ করিয়াছি। আজ আমার মন শান্ত হইয়াছে। আজ হইতে যদৃচ্ছালব্ধ-দ্রব্যে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিব, আর কামনা পূর্ণ করিবার জন্য পরিশ্রম করিব না। আজ আমি তোমায় শত্রু বলিয়া চিনিয়াছি। সদল তোমাকে ত্যাগ করিয়া তৎপরিবর্ত্তে শান্তি, আত্মসংযম, ক্ষমা, দয়া ও মুক্তিলাভ করিলাম।” এইরূপে মঙ্কী অত্যল্প ত্যাগ করিয়া সমুদায় লাভ করিয়াছিলেন।

যযাতি রাজার উপাখ্যানটীও শ্রবণ কর। তিনি বাসনা বশবর্ত্তী হইয়া নিজের পুত্রের নিকট হইতে যৌবন গ্রহণ করিয়া দুষ্পূরণীয় লালসার চরিতার্থ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। উপাখ্যানটী এই—

চন্দ্রবংশে নহুষাত্মজ যযাতি নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার ইন্দ্রিয়তর্পণস্পৃহা অত্যন্ত বলবতী ছিল। সেই কারণে তাঁহার শ্বশুর দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্য তাহাকে শাপ প্রদান করিয়াছিলেন, সেই শাপে অকালে তাঁহাকে জরা আশ্রয় করিয়াছিল। তিনি শুক্রাচার্য্যকে তুষ্ট করিলে পর শুক্রাচার্য্য বলিলেন, তোমার পুত্রগণের মধ্যে

যে কেহ ইচ্ছা করিলে সহস্র বৎসরের জন্য তোমার জরা গ্রহণ-পূর্ব্বক স্বীয় যৌবন অর্পণ করিতে পারিবে। যযাতি তাঁহার পাঁচটী পুত্রকে ক্রমান্বয়ে জিজ্ঞাসা করিলে, কনিষ্ঠ পুত্র পুরু তাঁহার প্রীতিসাধন জন্য স্বেচ্ছায় স্বীয় যৌবন অর্পণ পূর্ব্বক সহস্রবর্ষের জন্য জরা গ্রহণ করিয়াছিলেন। তৎপরে সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত নিরন্তর ইন্দ্রিয় সেবা করিয়া তাঁহার তৃপ্তিলাভ হইল না। তাঁহার ইন্দ্রিয়গণ অবশ হইলেও বাসনার নিবৃত্তি হইল না। অবশেষে সহস্র বৎসর অতীত হইলে, তাঁহার মনে বৈরাগ্যের উদয় হইল। তিনি বুঝিলেন বিষয় ভোগে বাসনার তৃপ্তি হয় না, কিন্তু ত্যাগেই তৃপ্তি। তখন তিনি পুরুকে আহ্বান পূর্ব্বক নিজ জরা গ্রহণ করিলেন এবং তাহাকে যৌবন ও স্বরাজ্য প্রদান পূর্ব্বক অরণ্য আশ্রয় করিলেন। তৎকালে তিনি বলিয়াছিলেন—

'ন জাতু কামঃ কামানাং উপভোগেন সাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে॥'

অর্থাৎ কামনা, কামোপভোগে প্রশমিত হয় না, কিন্তু হবিঃ-যোগে অগ্নি যেমন প্রবলতর প্রজ্জ্বলিত হয়, সেইরূপ বর্দ্ধিতই হইয়া থাকে।

এইবার শ্রীকৃষ্ণপ্রোক্ত অহিংসা শব্দের বিষয় একটু চিন্তা করা যাউক। ভীষ্মদেব একস্থানে উপদেশ দিয়াছেন "অহিংসা পরমোধর্ম্ম" আমাদের কাহারও অনিষ্ট করা উচিত নহে। আমাদের জীবন পরের সাহায্যার্থেই সৃষ্ট হইয়াছে, কাহাকেও কষ্ট দিবার জন্য সৃষ্ট হয় নাই। এই অহিংসা দেহসংযমোৎপন্ন ধর্ম্ম,

বৃহস্পতি বলিয়াছেন "যে ব্যক্তি সর্ব্বভূতে দয়া প্রকাশ করে সেই সর্ব্বাপেক্ষা মঙ্গল লাভ করে। যাহা নিজের প্রতি কষ্টকর অপরের প্রতি কাহারও সেরূপ ব্যবহার কর্ত্তব্য নহে। ইহাই সৎকার্য্যের মূল নিয়ম।"

মানুষ না বুঝিয়াও অনেক সময় অপরকে কষ্ট দিয়া থাকে। তাহাতে বহু বিপত্তির উৎপত্তি হয়। যখন যুধিষ্ঠির, দুর্য্যোধন ও তাঁহাদের ভ্রাতৃগণ বালক ছিলেন, তাঁহারা সকলে একসঙ্গে অধ্যয়ন করিতেন। ভীম সকলের অপেক্ষা বলবান্ ছিলেন, তিনি সকলের সঙ্গে সময় সময় রঙ্গ করিতেন, এবং বালক-স্বভাব-সুলভ চপলতা বশে অসাবধান ভাবে দুর্ব্বল ও অল্প বয়স্ক বালকদিগকে ভয় প্রদর্শন করিতেন। যখন বালকগণ ফলসংগ্রহে ব্যস্ত থাকিত, সেই সময় হয়ত দুই হস্তে বৃক্ষধারণ পূর্ব্বক সঞ্চালিত করিয়া তাহাদিগকে ব্যতিব্যস্ত করিতেন, হয়ত কোন বালক পক্কফলের ন্যায় বৃক্ষচ্যুত হইয়া ভূপতিত হইত। ভীম তখন ইহা অতি আমোদজনক ব্যাপার মনে করিতেন; কিন্তু সেই আঘাতে দেহের সঙ্গে কোনও কোনও বালকের মনেও আঘাত লাগিয়াছিল। কোনও সময়ে ভীম স্নান করিতে গিয়া জলমগ্ন হইতেন এবং কতকগুলি বালককে জলমগ্ন করিয়া মৃতপ্রায় করিতেন, অথচ তাহার নিজের ক্ষমতা অধিক বলিয়া সেই মগ্ন অবস্থায় কোনও কষ্টই হইত না। তাঁহার আনন্দ হইত কিন্তু অপরে যন্ত্রণা পাইত; তাহার ফল কি হইয়াছিল বল দেখি? সেই যে বাল্য-মনোমালিন্য, তাহাই বর্দ্ধিত হইয়া কালে কৌরব ও পাণ্ডবের শত্রুতা ঘটিয়াছিল। তাহাতেই কৌরব ও

পাণ্ডব উভয় দলই ভস্মীভূত হইয়াছিল। ভীমের সেই বাল্য-চাপল্যই কুরুক্ষেত্র মহাসমরের হেতু। সত্য বটে, দাহ্য পদার্থ না থাকিলে সামান্য স্ফুলিঙ্গে কাষ্ঠ প্রজ্জ্বলিত হয় না। পেশী রুগ্ন না হইলে রোগবীজাণু (microbe) তাহাতে আশ্রয় লইতে পারে না। তথাপি সর্ব্বদাহক অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বিষয়ে কি আমাদের সাব-ধান থাকা কর্ত্তব্য নয়? মৃত্যুজনক রোগবীজাণু সম্বন্ধে আমাদের চিরদিন সাবধান থাকা উচিত। যখন চাপল্য বলে কেহ দুর্ব্বলের প্রতি অত্যাচার করে, দুর্ব্বল তখন প্রতিশোধ লইতে পারে না সত্য, কিন্তু তাহার অন্তরে যে ক্রোধের বীজ উৎপন্ন হয় তাহাই ঘৃণা, ঈর্ষা প্রভৃতিতে পরিণত হয়। যাহা হউক দুর্ব্বলের উপর সবলের অত্যাচার সর্ব্বথা দোষাবহ জানিবে। যাহার মন পরপীড়ন ভালবাসে, তাহার চক্ষে উহা তাদৃশ মন্দবোধ লাভ হইতে পারে কিন্তু ন্যায়ের চক্ষে তাহা ক্ষুদ্রান্তঃকরণের কার্য্যও উৎপীড়ন,—সন্দেহ নাই। কুরুক্ষেত্র মহাসমরের ইতিবৃত্ত ধীরভাবে বিচার করিয়া পাঠ করিলে পাণ্ডবেরা পূর্ণরূপে প্রংশসাপাত্র ও কৌরবগণ নিন্দার পাত্র হইতে পারেন না।

মন, বাক্য ও কায়দণ্ডরূপ ত্রিদণ্ড ধারণ দ্বারা ন্যায়পরতা, সৎচরিত্র লাভ হয়, তাহাতেই সৎ ব্যবহার ক্ষমতা জন্মে। যে ব্যক্তি আপনাকে সকলের সহিত সৎ সম্বন্ধে বদ্ধ করিয়াছেন, যাহার নিজের ভাব মন ও দেহ আত্মানুগত ধর্ম্ম আয়ত্ত করিয়াছেন, তিনিই পরের জন্য জীবন যাপন করিতে সমর্থ হন।

মানবগণের মধ্যে পরস্পরের সম্বন্ধবশে যে সকল পুণ্য ও

পাপের উদ্ভব হয়, এইবার আমরা সেই গুলির বিষয় আলোচনা করিব। এই গুলিকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে।

১। গুরুজনের সহিত ব্যবহার জনিত পাপ ও পুণ্য।

২। সমাবস্থগণের সহিত ব্যবহার জনিত পাপ ও পুণ্য।

৩। নিকৃষ্টগণের সহিত ব্যবহার জনিত পাপ ও পুণ্য।

এইরূপে আমরা যে সকল ধর্ম্মদ্বারা আমাদের নিকটস্থগণের সহিত ব্যবহারজনিত সাম্যভাব লাভ করিতে পারি. সেইগুলি শ্রেণীবদ্ধ করিয়া বিচার করিতে সমর্থ হইব এবং অকর্ত্তব্যগুলি বুঝিতে পারিয়া তাহা পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হইব। সকল ধর্ম্মই পবিত্র ভালবাসা হইতে উৎপন্ন এবং তাহার ফল আনন্দ। সকল পাপের মূল ঘৃণা, ফল দুঃখ।

শুভাশুভফলং কর্ম্ম মনোবাক্‌দেহসম্ভবম্।
কর্ম্মজা গতয়ো নৃণামুত্তমাধমমধ্যমাঃ ॥ ৩
তস্যেহ ত্রিবিধস্যাপি ত্র্যধিষ্ঠানস্য দেহিনঃ।
দশলক্ষণযুক্তস্য মনোবিদ্যাৎ প্রবর্ত্তকং ॥ ৪

... ...

মানসং মনসৈবায়মুপভুঙ্‌ক্তে শুভাশুভং।
বাচা বাচাকৃতং কর্ম্ম কায়েনৈব তু কায়িকং ॥ ৮

... ...

বাগ্‌দণ্ডোঽথ মনোদণ্ডঃ কর্ম্মদণ্ডস্তথৈব চ।
যস্যৈতে নিহিতা বুদ্ধৌ ত্রিদণ্ডীতি স উচ্যতে ॥১০

ত্রিদণ্ডমেতন্নিক্ষিপ্য সর্ব্বভূতেষু মানবঃ।
কামক্রোধৌ তু সংযম্য ততঃ সিদ্ধিং নিগচ্ছতি ॥১১

(মনু ১২ অ)

কায়মনবাক্যে কর্ম্ম শুভাশুভ হয়।
কর্ম্ম অনুরূপ গতি নাহিক সংশয় ॥
কর্ম্ম অনুসারে গতি উত্তম মধ্যম।
অথবা ঘটয়ে গতি অতীব অধম ॥ ৩
দেহীর মনের ভাব ত্রিবিধ প্রকার।
মনোবাক্‌কায়াশ্রিত জেনো ইহা সার ॥
দশটী লক্ষণ তার জানিও অন্তরে।
মন বিশ্বা প্রবর্ত্তক হন যাহা ধরে ॥ ৫

... ...

মনোজাত শুভাশুভ কর্ম্মের সে ফল।
মনেই করিতে হয় ভোগ সে সকল ॥
বাচিক কর্ম্মের ফল কর্ম্মে হয় ভোগ।
শরীরে শারীর ফল হয় যাহা যোগ ॥ ৮

... ...

বাক্‌দণ্ড মনোদণ্ড কায়দণ্ড আর।
বুদ্ধিতে নিহিত যার সম্যক্ প্রকার ॥
তিনিই ত্রিদণ্ডী ইহা শাস্ত্রের লিখন।
নহে হস্তে দণ্ডধরা শুধু বিড়ম্বন ॥

কাম ক্রোধ সেই যেন করিয়া সংযত।
ত্রিদণ্ডী হইয়া সর্ব্বভূত হিতে রত॥
তাঁহারি ত্রিদণ্ড ফলে সিদ্ধি লাভ হয়।
শাস্ত্রের বচন ইথে নাহিক সংশয়॥ ১১

* * *

দেবদ্বিজগুরুপ্রাজ্ঞপূজনং শৌচমার্জবম্।
ব্রহ্মচর্য্যমহিংসা চ শারীরং তপ উচ্যতে॥ ১৪
অনুদ্বেগকরং বাক্যং সত্যং প্রিয়হিতঞ্চ যৎ।
স্বাধ্যায়াভ্যসনং চৈব বাঙ্ময়ং তপ উচ্যতে॥ ১৫
মনঃপ্রসাদঃ সৌম্যত্বং মৌনমাত্মবিনিগ্রহঃ।
ভাবসংশুদ্ধিরিত্যেতত্তপো মানসমুচ্যতে॥ ১৬
(গীতা ১৭ অ)

দেবতা, ব্রাহ্মণ, গুরু, প্রাজ্ঞের পূজন।
শৌর্য্য, সরলতা, ব্রহ্মচর্য্যের ধারণ॥
অহিংসা, শারীর তপ বলি শাস্ত্রে কয়।
আর বলিব সে তপস্যা বাঙ্ময়॥
অনুদ্বেগকর বাক্য সত্য হিতকর।
বেদের অভ্যাসরূপ তপ মনোহর॥
মনের প্রসন্নভাব সৌম্যভাব আর।
ইন্দ্রিয় নিগ্রহ মৌন নিগ্রহের সার॥
আন্তরিক ভাবের শোধন এই কয়।
মানসিক তপ শাস্ত্রে আছয়ে নিশ্চয়॥

* * *

ন জাতু কামঃ কামানাং উপভোগেন সাম্যতি
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভুয় এবাভিবর্দ্ধতে ॥৩৭৯

(মহাভারত অনুশাসনপর্ব্ব)

কামনার উপভোগে কাম শান্ত নয় ।
অগ্নি যেন ঘৃত পেলে সদা বৃদ্ধি হয় ॥ ৩৭

***

অসংশয়ং মহাবাহো মনো দুর্নিগ্রহং চলম্ ।
অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে ॥৩৫
যতো যতো নিশ্চরতি মনশ্চঞ্চলমস্থিরম্ ।
ততস্ততো নিয়ম্যৈতদাত্মন্যেব বশং নয়েৎ ॥২৬

(গীতা ৬ অঃ)

সুনিশ্চয় মহাবাহু মন দুর্নিবার ।
চঞ্চল হলেও আছে উপায় তাহার ॥
কেবল অভ্যাস যোগ করিবে আশ্রয় ।
বৈরাগ্য সহায়ে বশ হইবে নিশ্চয় ॥৩৫
অস্থির চঞ্চল মন যতবার ধাবে ।
ততবার আনি তারে আত্মাতে বসাবে ॥২৬

***

অভ্যাসেঽপ্যসমর্থোঽসি মৎকর্ম্মপরমো ভব ।
মদর্থমপি কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্ সিদ্ধিমবাপ্স্যসি ॥১০

(গীতা ১২ অঃ)

অভ্যাস যোগেতে যদি অসমর্থ হও ।
তৎপর হইয়া মম কর্ম্মে লেগে রও ॥

মদর্থে করিলে কর্ম্ম সিদ্ধি লাভ হবে।
ভেবে দেখ তবে আর কি ভাবনা রবে ॥১০

***

নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাং
একো বহূনাং যে বিদধতি কামান্।
তমাত্মস্থং যেহনুপশ্যন্তি ধীরাঃ
তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতো নেতরেষাং ॥১৩
(কঠ ৬ বল্লী)

নিত্যগণ মাঝে নিত্য প্রাণের প্রাণ।
একা বহু হয়ে যিনি কামনা পূরান্ ॥
যেই ধীরগণ হেরে আত্মাতে তাঁহারে।
তাঁরা পান শান্তি অবশ্য পাইতে কি পারে ॥১৪

***

গোত্রজঃ সহজশত্রুরিত্যসৌ
নীতিবস্তু ধনলোভে দুর্ধিয়াং।
বৃদ্ধতুল্য লঘুপুংবৃতং জগ—
ন্ধীধনস্য পিতৃমিত্রপুত্রবৎ ॥১৭
(বালভারত উদ্যোগপর্ব্ব)

গোত্রজ সহজ শত্রু মানবের হয়।
এ কথা সদা ধনলোভিগণ কয় ॥
জ্ঞানধনে ধনী যেই তাহার নিকটে।
এই কথা সত্য বলি কভু নাহি ঘটে ॥

বৃদ্ধজন তাঁর কাছে পিতার সমান।
সমান সখার মত ক্ষুদ্রে পুত্র জ্ঞান ॥১৭

* * *

অবিজিত্য য আত্মানং অমাত্যান্ বিজিগীষতে।
অমিত্রান্ বা জিতামাত্যঃ সোঽবশঃ পরিহীয়তে ॥
আত্মানমেব প্রথমং দ্বেষরূপেণ যোজয়েৎ।
ততোঽমাত্যান্ অমিত্রাংশ্চ ন মোঘং বিজিগীষতে ॥
(বালভারত উদ্যোগ পর্ব্ব ১২৮ অঃ)
২৯।৩০

আপনারে যেই জন নাহি করি জয়।
মন্ত্রিগণে বশে আনিবারে ব্যস্ত হয় ॥
কিম্বা মন্ত্রিগণে বশ না করি আপন।
শত্রু জয় করিবারে হয় ব্যস্ত মন ॥
তার জয় নাহি হয় কহিনু নিশ্চয়।
আপনার ফাঁদে পড়ে, গর্ব্ব খর্ব্ব হয় ॥
কিন্তু যেবা প্রথমেতে আত্মজয় করি।
মন্ত্রিগণে বশীভূত করি ত্বরাত্বরি ॥
পরে শত্রুগণে রণে করি পরাজয়।
তাহার সে চেষ্টা কভু বিফল না হয় ॥

* * *

ধর্ম্মস্য বিষয়ে নৈকে যে বৈ প্রোক্তা মনীষিভিঃ।
স্বং স্বং বিজ্ঞানমাশ্রিত্য দমস্তেষাং পরায়ণং ॥৬॥

দমং নিঃশ্রেয়সে প্রাহুর্বৃদ্ধা নিশ্চিতদর্শিনঃ।
ব্রাহ্মণস্য বিশেষেণ দমোধর্ম্মঃ সনাতনঃ ॥১৭॥

... ...

অদান্তঃ পুরুষঃ ক্লেশমভীক্ষ্ণং প্রতিপদ্যতে।
অনর্থাংশ্চ বহূনন্যান্ প্রসৃজত্যাত্মদোষজান্ ॥১৩
আশ্রমেষু চতুর্ষ্বাহুর্দমমেবোত্তমং ব্রতং।
তেষাং লিঙ্গানি বক্ষ্যামি যেষাং সমুদয়ো দমঃ ॥১৪
ক্ষমা ধৃতিরহিংসা চ সমতা সত্যমার্জ্জবং।
ইন্দ্রিয়াভিজয়ো দাক্ষ্যং মার্দ্দবং হ্রীরচাপলং ॥
অকার্পণ্যমসংরম্ভঃ সন্তোষঃ প্রিয়বাদিতা।
অবিহিংসানসূয়া চাপ্যেষাং সমুদয়ো দমঃ ॥১৬

***

ধর্ম্মের অনেক শাখা কন মুনিগণ।
নিজ নিজ জ্ঞানাশ্রয়ে বাড়ে অনুক্ষণ॥
তার মাঝে দম হয় আশ্রয় সবার।
শাস্ত্রের বচন ইহা কহিলাম সার ॥৬
বৃদ্ধ যাঁরা নিশ্চিত করিলা দরশন।
নিঃশ্রেয়স দানে শক্ত দম অনুক্ষণ॥
বিশেষতঃ ব্রাহ্মণে দশ গুণ সার।
ধর্ম্ম সনাতন ইহা সন্দেহ কি তার ॥১৭

... ...

দম হীন পুরুষের সদা ক্লেশ হয়।
অন্যর্থ আপদের হয় ত উদয় ॥

সে সব আপদ তার জন্মে নিজ দোষে।
বহু কষ্ট পেতে হয় দমহীনে শেষে ॥১৩
চারি আশ্রমীর শ্রেষ্ঠ ব্রত দম হয়।
তার চিহ্ন বলি যাহে দম সমুদয় ॥১৪
ক্ষমা, ধৃতি অহিংসা, সমতা, সত্য আর।
ঋজুতা, ইন্দ্রিয়জয়, দাক্ষ্য গুণ সার ॥
মৃদুভাব আর লজ্জা অচাপল্য আর।
অকার্পণ্য, অসংরম্ভ, সন্তোষ সে আর ॥
মিষ্টভাষী, হিংসার অভাব, ক্রোধভাব।
দমের উদয় করা এদের স্বভাব ॥

***

ধৃতিঃ ক্ষমা দমোঽস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
ধীর্বিদ্যা সত্যমক্রোধো দশকং ধর্ম্মলক্ষণং ॥৯২
(মনু ৬ অ)

ধৃতি, ক্ষমা, দম আর অস্তেয় নিশ্চয়।
ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, শৌচ, বুদ্ধি, বিদ্যাচয় ॥
সত্যকথা, ক্রোধত্যাগ, এই গুণ দশ।
ধর্ম্মের লক্ষণ যাহে বিশ্ব হয় বশ ॥৯২

***

অহিংসা সত্যমস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
এতং সামাসিকং ধর্ম্মং চাতুর্বর্ণেঽব্রবীন্মনুঃ ॥৬৩
অহিংসা, অস্তেয়, সত্য, শৌচভাব আর।
ইন্দ্রিয়নিগ্রহ জেনো সর্ব্ব গুণ সার ॥

সঙ্ক্ষেপে কহিলা মনু এই ধর্ম্ম কয়।
চারি বর্ণে সমভাবে পালিবে নিশ্চয় ॥৬৩

***

সত্যমস্তেয়মক্রোধো হ্রীঃ শৌচং ধী ধৃতির্দ্দমঃ।
সংযতেন্দ্রিয়তা বিদ্যা ধর্ম্মঃ সর্ব্ব উদাহৃতঃ ॥৬৬

অস্তেয়, অক্রোধ, সত্য, হ্রী, শৌচ, ধী আর।
ধৃতি, দম, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ ধর্ম্মসার ॥৬৬



অষ্টম অধ্যায়।



গুরুজনের প্রতি ব্যবহার।

নিঃস্বার্থ ভালবাসা হইতে আমাদের আত্মত্যাগের বাসনা জন্মে ও সাধারণের হিতকর কার্য্যে প্রবৃত্তি হয়॥ সুতরাং সেইরূপ ভালবাসাই ধর্ম্মের মূলস্বরূপ। তদ্দ্বারাই একত্ব লাভ হয়। এইরূপ ঘৃণা আমাদিগকে অপরের সামগ্রী গ্রহণ করিতে নিজের সুখের জন্য অন্যের ক্ষতি করিয়াও বাসনার সামগ্রীতে হস্তক্ষেপ করিতে প্রবৃত্ত করে। সুতরাং ইহাই পাপের মূল; ইহা হইতে পৃথক্ ভাবের উৎপত্তি হয়। যাহাকে ভালবাসি তাহার জন্যই আমারা ত্যাগস্বীকার করি; এই ত্যাগস্বীকারে আনন্দ হয়। তাহা হইতেই আমরা বুঝিতে পারি যে গভীরতম সুখ, যথার্থ আনন্দ, ত্যাগ দ্বারাই লব্ধ হয়। তাহাই জীবাত্মার আনন্দ। গ্রহণ দ্বারা যে আনন্দ, তাহা দেহের।

ভালবাসা হইতে কিরূপে মানব গুরুজনের প্রতি ব্যবহার করিতে শিখে, তাহাই আলোচনা করা যাউক। মানবের গুরু ঈশ্বর, রাজা, পিতা, মাতা, শিক্ষাদাতৃগণ ও বৃদ্ধগণ।

ঈশ্বরের প্রতি ভালবাসা হইতেই আমরা তাঁহাকে মান্য করি, তাঁহার সাধনা ও উপাসনা করি এবং তাঁহার ইচ্ছার অনুবর্ত্তী হইয়া চলিতে ইচ্ছা করি। যাঁহারা ঈশ্বরকে ভালবাসেন সকলেই তাঁহার প্রতি এই সকল ভাব প্রদর্শন করিয়া থাকেন। ভীষ্ম কিরূপে

বিষ্ণুর অবতার শ্রীকৃষ্ণকে পূজা ও মান্য করিয়াছিলেন দেখ। রাজসূয়যজ্ঞ সময়ে ভীষ্মদেব প্রথমেই শ্রীকৃষ্ণকে অর্ঘ দান করিতে পণ্ডিতদিগকে প্রতি আদেশ করিয়াছিলেন। নারদ বলিয়াছিলেন বিশ্বের আদি পুরাতন শ্রীকৃষ্ণের পুজা যাহাদের মনঃপূত নহে, তাহারা মিষ্টবাক্য ও সদ্ব্যবহারের উপযুক্ত নহে। যে সকল ব্যক্তি কমল-পত্রাক্ষ শ্রীকৃষ্ণের পূজা করিতে ইচ্ছা করে না, তাহারা জীবিত হইয়াও মৃত। সেইরূপ মৃত্যু সময়ে ভীষ্ম কায়মনোবাক্যে শ্রীকৃষ্ণের চিন্তা পূর্ব্বক তাঁহার আশীর্ব্বাদ লাভ করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছিলেন। সুদীর্ঘ বক্তৃতা সমাপনান্তে তিনি বাসুদেবের সহস্রনাম কীর্ত্তণ করিয়াছিলেন এবং দেহত্যাগের পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণের অনুমতি গ্রহণই তাঁহার শেষ বাক্য।

দৈত্যপতি হিরণ্যকশিপুর পুত্র প্রহ্লাদ ভগবদ্ভক্তজনের বিখ্যাত উদাহরণ। তাঁহার শিক্ষক যত উপদেশ দিয়াছিলেন, তৎপরিবর্ত্তে তিনি নিরন্তর স্থিরভাবে হরিপূজা ও হরিনাম কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতা তাঁহাকে বিনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন কিন্তু সে ভয়েও তাঁহার ভক্তি বিচলিত হয় নাই। তাহার হরিভক্তিগুণে মদমত্ত হস্তিগণও তাহাকে পদাঘাত করিতে সমর্থ হয় নাই। যে গুরুভার পাষাণের চাপে তাঁহার চূর্ণ হইবার কথা, তাহাও তাঁহার বক্ষে তূলার ন্যায় বোধ হইয়াছিল। যে তরবারির তীক্ষ্ণধারে তাঁহার মস্তক ছিন্ন হইবার কথা, তাহাও হীনধার হইয়াছিল। যে বিষে তাহার মৃত্যু হইবার কথা, তাহাও তাঁহার পক্ষে নির্ম্মল জলের ন্যায় পিপাসার শান্তিকারক হইয়াছিল। অবশেষে ভগবান্ নরসিংহ-

মূর্ত্তিতে স্ফটিকস্তম্ভ ভেদ করিয়া অবতীর্ণ হইলেন এবং হরিদাস প্রহ্লাদকে চিরদিনের জন্য বিপন্মুক্ত করিলেন।

ধ্রুব বিধাতার দুর্ব্ব্যবহারে পিতৃসদন পরিত্যাগ পূর্ব্বক শ্রীহরির আরাধনার জন্য যেরূপ একাগ্রতা সাহস ও অধ্যবসায় প্রদর্শন করিয়াছিলেন তাহা অতুল্য। শ্রীহরি তাঁহাকে দর্শন দিয়া ত্রিলোকের সীমার বহিস্থিত প্রদেশে ধ্রুবলোক স্থাপন করিয়াছিলেন, সেই খানেই তিনি অবস্থানপূর্ব্বক রাজত্ব করিতেছেন।

শ্রীরামচন্দ্রের পূর্ণ মানুষ চরিত্রে ঈশ্বরেচ্ছার অনুবর্ত্তন গুণের চূড়ান্ত উদাহরণ দেখিতে পাওয়া যায়। যখন তিনি রাজ্যলাভে বঞ্চিত হইলেন, তখন তিনি প্রসন্নভাবে সকলকে সান্ত্বনা করিয়াছিলেন। এবং সকলকেই বুঝাইয়া দিলেন যে, জগতে যাহা কিছু ঘটে সমস্তই মঙ্গলের নিমিত্ত ঘটিয়া থাকে। তিনি সেই প্রবল ঝটিকাবর্ত্তে প্রশান্তভাবে অবিচলিত ছিলেন।

পক্ষান্তরে যাহারা পরমপুরুষে শ্রদ্ধাবান্ নহে, আমরা পদে পদে তাহাদের পরাভব দেখিতে পাই। বিশ্ববিজয়ী রাবণ লঙ্কার অধীশ্বর ছিলেন। তাঁহার ন্যায় পরাক্রান্ত রাজগণ সকলেই ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বিতাচরণ করিতে গিয়া বিনষ্ট হইয়াছিলেন। মগধরাজ জরাসন্ধ, শ্রীকৃষ্ণের বাক্য অবহেলা করিয়া বন্দী রাজগণকে মুক্ত করেন নাই, সেজন্য তাঁহাকে ভীমের হস্তে প্রাণত্যাগ করিতে হইয়াছিল। শিশুপাল কৃষ্ণনিন্দা করিয়া তাঁহার চক্রাঘাতে নিহত হইয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণের পরামর্শ অবহেলা করিয়া দুর্যোধন সবান্ধবে নিহত হইয়াছিল। এইরূপ উদাহরণ অসংখ্য উদ্ধৃত করা যাইতে

পারে। ইহা দ্বারা এই শিক্ষালাভ করা যায় যে, যে কেহ ঈশ্বরে অবজ্ঞা করিবে তাহাকে নিশ্চয়ই অকালমৃত্যুমুখে পতিত হইতে হইবেক।

রাজভক্তি ও শাস্ত্রে ভূয়োভূয়ঃ অনুশাসিত হইয়াছে। এবং উদাহরণ দ্বারাও তাহার প্রয়োজন প্রমাণিত হইয়াছে। যখন যুধিষ্ঠির ইন্দ্রপ্রস্থে রাজত্ব করিতেছিলেন, তাঁহার চারি ভ্রাতা দিগ্বিজয়ে গমনপূর্ব্বক জয়লব্ধ ধন আনিয়া তাঁহার পদে অর্পণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা রাজার জন্যই যুদ্ধ করিয়াছিলেন, আপনাদের জয়লিপ্সা পরিপূর্ণ করিবার জন্য নহে। যখন যুধিষ্ঠির দ্যূতে পরাস্ত হইয়া অরণ্য আশ্রয় করেন, তখন প্রজাগণ তাঁহার অনুগমনে উদ্যত হইয়াছিলেন। তিনি তাহাদিগকে হাস্তিনাপুর গমন পূর্ব্বক তাহাদের যথার্থ রাজার অনুবর্ত্তী হইতে বলিলেন। কারণ সেই কার্য্যদ্বারা তাহাদের শুভলাভ হওয়া সম্ভব।

রাজার কার্য্যতৎপরতার জন্যই তৎকালে এই রাজভক্তি বর্দ্ধিত হইয়াছিল। আঙ্গিরা বংশোদ্ভব উদথ্যযুবনাশ্ব-নন্দন-মান্ধাতা নরপতিকে উপদেশ দিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, "হে মান্ধাতা, ন্যায়পরতার সহিত সকলের রক্ষা করিবেন বলিয়া রাজার উৎপত্তি, স্বেচ্ছাচারী ভাবে কার্য্য করিবেন বলিয়া তাঁহার জন্ম নহে। রাজা পৃথিবীর রক্ষক। তিনি সদ্ভাবে কার্য্য করিলে ধরায় ঈশ্বর সদৃশ পূজালাভ করিতে সমর্থ হন। কিন্তু যদি অন্যায় ব্যবহার করেন তাহা হইলে তাঁহাকে নরকে গমন করিতে হয়। সকল জীব ন্যায়পরতা দ্বারা রক্ষিত হয়, সেই ন্যায়পরতা আবার

রাজার দ্বারা রক্ষিত হইয়া থাকে। যিনি ন্যায়পরায়ণ, তিনিই যথার্থ রাজা নাম পাইবার যোগ্য। যদি তিনি অন্যায় ব্যবহারের দণ্ডবিধান না করেন, তাহা হইলে দেবগণ তাহার গৃহত্যাগ করেন এবং তিনি লোকের নিন্দাভাজন হন।

দেশ হিতৈষণা ও জাতীয় গৌরব রক্ষণেচ্ছা রাজভক্তির ন্যায় সদগুণ জানিবে। এই তিনটী পরস্পর পৃথক্ থাকিবার নহে। রাজা ও স্বদেশ, রাজভক্তির উপলক্ষ্য। কোনও ব্যক্তিরই স্বদেশ প্রিয়তার অভাব থাকা উচিত নহে। সকলেরই স্বদেশের জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগেও কুণ্ঠিত হওয়া কর্ত্তব্য নহে। কারণ দেশহিতৈষিতা ও স্বজাতীয় গৌরব রক্ষনেচ্ছার অভাব হইলে জাতীয় মহত্ত্ব রক্ষিত হয় না। জাতীয় মহত্ত্ব কিন্তু সকলের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক উন্নতির উপর নির্ভর করে। সমগ্র ও তাহার অংশ সমুদায়ের ভিন্ন অবস্থা হইতে পারে না। জাতীয় গৌরব রক্ষণেচ্ছা হইতে দেশের লোকগণের উন্নতি বা কষ্ট আপনার বলিয়া বোধ হয়, এবং বাস্তবিকও তাহা তাই বটে। ইহা দ্বারা তাঁহার দুর্ব্বলকে উৎপীড়ন হইতে রক্ষা করিবার বাসনা বলবতী হয়; মন্দের দমনে ইচ্ছা হয়। নিয়ম পালন ও নিয়ম রক্ষার্থে যত্ন হয়। ন্যায়ের জন্য দণ্ডায়মান হইবার প্রবৃত্তি জন্মে, এবং সমাজের অনিষ্ট দ্বারা লাভবান্ হইতে অনিচ্ছা জন্মে। এবং সমাজের প্রাপ্য প্রদান করিতেও আপত্তি হয় না। ভারতের প্রাচীন বীরগণ পরের মঙ্গলের জন্য বদ্ধপরিকর থাকিতেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে জনগণের উন্নতি চেষ্টা করিতে ও জন-

গণকে ধর্ম্মপথে প্রবর্ত্তিত করিতে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। যে ব্যক্তি কেবল নিজের ও নিজ পরিবারবর্গের মঙ্গল কামনা করে, সে ব্যক্তির দৃষ্টি অতি ক্ষুদ্র। সে নিশ্চয়ই নিজের ও পরিবারবর্গের ভবিষ্যৎ সুখ নষ্ট করিতেছে।

সম্পূর্ণরূপে পিতামাতার আজ্ঞানুবর্ত্তী হওয়া কর্ত্তব্য। এই নিদেশটী সনাতন ধর্ম্মশাস্ত্রের সর্ব্বত্রই দৃষ্ট হইয়া থাকে। পিতা-মাতার আজ্ঞানুবর্ত্তীর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত শ্রীরামচন্দ্র। যখন দশরথ বাধ্য হইয়া কৈকেয়ীকে শ্রীরামচন্দ্রের বনবাস-বরপ্রদান করিয়াছিলেন, তখন কৈকেয়ী রামচন্দ্রকে বলিয়াছিলেন, যে তোমার জনক ভয়ে তাঁহার মনোভাব ব্যক্ত করিতে পারিতেছেন না। তখন রামচন্দ্র বলিয়াছিলেন, আপনিই না হয় তাঁহার মনোভাব ব্যক্ত করুন, আমি এই দণ্ডেই তাহা সম্পন্ন করিব। পিতার অভিলষিত সাধনের ন্যায়, তাঁহার আদেশ পালনের ন্যায়, আর কি কার্য্য আছে? এবং সকলের সকল যুক্তির বিরুদ্ধে তিনি বলিয়াছিলেন পিতৃ-আজ্ঞা উল্লঙ্ঘন করিবার সাধ্য আমার নাই। আমি পিতার আজ্ঞা পালন করিব, তৎপরে পিতার মৃত্যু হইলে যখন ভরত রাজ্যগ্রহণে একান্ত অনিচ্ছুক হইয়াছিলেন, তখনও বলিয়াছিলেন, তোমার সিংহাসন গ্রহণ করা উচিত, কারণ পিতার আজ্ঞা আমি বনবাসী হইব ও তুমি রাজা হইবে। আমাদের উভয়েরই পিতৃ আজ্ঞা পালন করা কর্ত্তব্য। আমার পিতার আজ্ঞা মিথ্যা হওয়া উচিত নহে।

মহাভারতে আমরা এক ব্রহ্মজ্ঞের বিষয় দেখিতে পাই। তিনি

অপবিত্র শাকুনিকদেহ ধারণ পূর্ব্বক আপনার জনক জননীর নিকট কনিষ্ক নামক ব্রাহ্মণকে আনয়ন করিয়াছিলেন। যে সুন্দর গৃহে তাঁহার বৃদ্ধ পিতামাতা অবস্থিতি করিতেছিলেন, সেই গৃহে তিনি সেই ব্রাহ্মণকে লইয়া গেলেন এবং বলিলেন আমার বর্ত্তমান জ্ঞানের অবস্থা কেবল পিতামাতার সেবাদ্বারা লাভ করিয়াছি। তিনি পিতামাতার চরণে প্রণাম পূর্ব্বক ব্রাহ্মণের পরিচয় প্রদান করিলেন। তৎপরে ব্রাহ্মণকে বলিলেন আমার এই পিতামাতাই আরাধ্য দেবতা। যাহা দেবতার প্রতি কর্ত্তব্য, আমি ইহাদের প্রতি সেইরূপ করিয়া থাকি। জ্ঞানিগণ যে ত্রিবিধ অগ্নির কথা বলিয়া থাকেন আমার পক্ষে ইহারাই সেই অগ্নি। হে ব্রাহ্মণ আমার চক্ষে তাঁহারাই যজ্ঞ, তাঁহারাই চতুর্ব্বেদ। পিতা, মাতা, পবিত্র-অগ্নি, আত্মা ও গুরু এই পাঁচটী সকলের সম্মানের যোগ্য। তাহার পর তিনি কনিষ্ককে বলিলেন, বৃদ্ধ পিতামাতাকে চিন্তাকুলিত রাখিয়া তাহার বেদাধ্যয়ন জন্য গৃহত্যাগ কর্ত্তব্য হয় নাই। তাঁহার এই দণ্ডেই গৃহে গমন পূর্ব্বক তাহাদের সান্ত্বনা ও শুশ্রূষা করা কর্ত্তব্য। হে ব্রাহ্মণ, পিতামাতার নিকট শীঘ্র ফিরিয়া যাও এবং অধ্যবসায় সহকারে তাঁহাদের যথোচিত শুশ্রূষা ও সন্তোষ বিধান কর। আমি ইহা অপেক্ষা উচ্চতর ধর্ম্ম জানি না।

ভীষ্ম যেরূপে ইচ্ছামৃত্যু বর লাভ করিয়াছিলেন তাহা কাহারও অবিদিত নাই। তিনি তাঁহার পিতার বিবাহের জন্য, নিজে চিরকৌমার্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক রাজসিংহাসন ত্যাগ করিয়াছিলেন। চন্দ্রবংশীয় শান্তনু রাজা সত্যবতী নাম্নী সুন্দরী রমণীকে বিবাহ

করিতে অভিলাষী হইয়াও কেবল প্রিয়পুত্র ভীষ্মের জন্য সে কার্য্য করিতে পারিতেছিলেন না। তিনি মনে করিয়াছিলেন হয়ত বিমাতা তাঁহার প্রিয়পুত্রের সহিত সদয় ব্যবহার করিবেন না। কিন্তু তজ্জন্য তাঁহার মন বড়ই অসুখী হইয়াছিল। ভীষ্মদেব তাহা জানিতে পারিয়া সত্যবতীর পিতার নিকট গমন পূর্ব্বক কন্যাটীকে রাজার সহিত বিবাহ দিতে অনুরোধ করিলেন। সত্যবতীর পিতা বলিলেন রাজা বৃদ্ধ হইয়াছে, তুমি শীঘ্রই রাজা হইবে, আমি আমার কন্যাকে তোমার হস্তে অর্পণ করিতে পারি কিন্তু বৃদ্ধ রাজার হস্তে পারি না। ভীষ্ম বলিলেন, "এমন কথা মনেও করিও না। আমার পিতা তোমার কন্যাকে বিবাহ করিতে অভিলাষী হইয়াছেন, তখন তিনি আমার জননী তুল্যা, তাঁহাকেই পিতার হস্তে সমর্পণ কর।" তখন সত্যবতীর পিতা বলিলেন "যদি আমার কন্যার গর্ভ-জাত পুত্র রাজা হইবেক" এইরূপ প্রতিশ্রুত হইতে পারেন, তবেই আমি কন্যা দান করিতে পারি। ভীষ্ম বলিলেন আমি জ্যেষ্ঠত্বা-ধিকার ত্যাগ করিলাম, বিমাতার গর্ভজাত পুত্রই রাজা হইবে সন্দেহ নাই। সত্যবতীর পিতা বলিলেন, আপনার বাক্য মিথ্যা হইবার নহে, তাহা জানি, কিন্তু আপনার পুত্রগণ ত রাজ্যের জন্য বিরোধ করিবেক। ভীষ্ম বলিলেন "আমি প্রতিজ্ঞা করিলাম ইহ জীবনে কখনও বিবাহ করিব না, সুতরাং আমার পুত্র না থাকিলে আর বিবাদ করিবার কেহ থাকিবে না। এক্ষণে আমার পিতার অভিলাষ পূর্ণ করুণ।" তাঁহার এই ভয়ঙ্কর প্রতিজ্ঞা শ্রবণে দেবগণ একবাক্যে বলিলেন "এতদিন তোমার নাম দেবব্রত ছিল

কিন্তু আজ হইতে তুমি ভীষ্ম নাম গ্রহণ করিবে। তিনি নিজের পক্ষে ভীষ্ম বটে, কিন্তু হিন্দুহৃদয়ের তিনি পরম প্রিয় আরাধ্য দেবতা। আজিও প্রত্যেক হিন্দু অন্ততঃ ভীষ্মাষ্টমীর দিনে—

"বৈয়াঘ্রপদ্যগোত্রায় সাংকৃতিপ্রবরায়চ।
অপুত্রায় দদাম্যেতৎ সলিলং ভীষ্মবর্ম্মণে॥"

বলিয়া তর্পণ করেন।

মহারাজ শান্তনু যখন শুনিলেন যে, তাঁহার প্রিয় পুত্র অতি কঠোর ব্রত ধারণ পূর্ব্বক সত্যবতীকে তাঁহার পত্নীরূপে সংগ্রহ করিয়াছেন, তখন তিনি সত্যবতীকে বিবাহ করিলেন। তিনি আনন্দপূর্ণ হৃদয়ে ভীষ্মকে ইচ্ছামৃত্যু বর দিয়াছিলেন। যে মনুষ্য এইরূপে মনোবৃত্তি সমূহ জয় করিতে পারেন, তিনি যে মৃত্যুঞ্জয়ী হইবেন তাহাতে আশ্চর্য্য কি?

পক্ষান্তরে দুর্য্যোধনের উগ্রভাব ও পিতামাতার আজ্ঞানুবর্ত্তিতার অভাবেই মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছিল এবং তাহার ফলে কুরুবংশ ধ্বংশ হইয়াছিল। পুনঃ পুনঃ তাহার পিতা প্রভৃতি গুরুজন পাণ্ডবদিগকে ন্যায্য অংশ দান করিতে বলিয়াছিলেন কিন্তু দুর্য্যোধন তাহাতে কর্ণপাত করে নাই; এমন কি তাহার জননী গান্ধারী সভামধ্যে তাঁহাকে পিতৃ-আজ্ঞা পালন করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন, দুর্য্যোধন তাঁহার কথা অমান্য করিয়া তাঁহার প্রতি রূঢ়বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলেন। সেই সকল পাপের ফলে তাহার সর্ব্বনাশ হইয়াছিল। যে সন্তান পিতা মাতার মনে কষ্ট দেয়, তাহার মঙ্গল লাভের সম্ভাবনা নাই।

সনাতন ধর্ম্মের আদেশানুসারে শিক্ষাগুরুও পিতামাতার ন্যায় পূজ্য। তিনি মান্য ও সেবা লাভের উপযোগী। এই গুরুভক্তিও আমরা প্রাচীন হিন্দুগণ মধ্যে দেখিতে পাই। তাঁহারাও হিন্দু বালকগণের আদর্শ হইবার উপযুক্ত। পাণ্ডবগণ যখন ভীষ্ম ও দ্রোণের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, তখনও তাঁহাদের প্রতি কত ভালবাসা ও মান্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তাঁহারা যুদ্ধারম্ভের পূর্ব্বে গুরুগণের চরণে প্রণাম জ্ঞাপন করিতেন। যখন ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণের শুভ্রবেশ ধারণ করিয়া তাঁহাকে বধ করিতে উদ্যত হইয়াছিল। তখন অর্জ্জুন উচ্চরবে বলিয়াছিলেন "আচার্যকে জীবিত রাখ, তাঁহাকে বিনাশ করিও না। তিনি বধযোগ্য নহেন।" দ্রোণ হত হইলে তিনি রোদন করিতে করিতে বলিয়াছিলেন "আমি নরকে মগ্ন হইলাম। লজ্জা আমাকে ম্রিয়মাণ করিয়াছে!"

সনাতন ধর্ম্মশাস্ত্রে পূর্ব্বকৃত প্রতিজ্ঞা বা শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য রক্ষার জন্য গুরুবাক্য অবহেলা করিবার উদাহরণ দেখিতে পাওয়া যায়। ধর্ম্মের উদাহরণস্থল ভীষ্মদেব, তাঁহার জীবনে গুরুবাক্য অবহেলা করিবার প্রয়োজন প্রদর্শন করাইয়াছেন। তাঁহার পিতা শান্তনুর মৃত্যুর পর তিনি নিজ প্রতিজ্ঞা অনুসারে, বৈমাত্রেয় ভ্রাতা চিত্রাঙ্গদকে রাজা করিয়াছিলেন এবং চিত্রাঙ্গদ যুদ্ধে নিহত হইলে, তাহার অনুজ বিচিত্রবীর্য্যকে হস্তিনার সিংহাসনে স্থাপন করিয়াছিলেন। বিচিত্রবীর্য্যের জন্য অনুরূপ পত্নীর অনুসন্ধান করিতে করিতে শ্রবণ করিলেন যে কাশীরাজের তিনটী কন্যা স্বয়ম্বরা হইবেন, তাঁহাদিগকে সর্ব্বাংশে ভ্রাতার অনুরূপ জানিয়া

তিনি কাশীতে গমন পূর্ব্বক বলপূর্ব্বক স্বয়ম্বর সভা হইতে তাঁহাদিগকে গ্রহণ করেন। হস্তিনাপুরে আনীতা হইলে অম্বিকা ও অম্বালিকা স্বেচ্ছায় বিচিত্রবীর্য্যকে বিবাহ করিয়াছিলেন। কিন্তু জ্যেষ্ঠা অম্বা বলিলেন, তিনি পূর্ব্বেই শাল্বকে মনে মনে বরণ করিয়াছেন, সেইজন্য ভীষ্ম তাঁহাকে যথোচিত সম্মান প্রদর্শন পূর্ব্বক নরপতি শাল্বের সন্নিধানে প্রেরণ করিলেন। কিন্তু শাল্ব তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন না; তিনি বলিলেন যখন ভীষ্ম বলপূর্ব্বক তোমাকে আমার নিকট হইতে লইয়া গিয়াছিলেন, তখন আর দান স্বরূপ তাঁহার নিকট হইতে তোমাকে গ্রহণ করিতে পারি না। অম্বা ভীষ্মের নিকট পুনরাগমন পূর্ব্বক বলিলেন "যখন শাল্ব আমাকে গ্রহণ করিলেন না, তখন আপনিই আমাকে বিবাহ করুন।" ভীষ্ম পূর্ব্বপ্রতিজ্ঞা রক্ষার জন্য তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন না, কারণ তিনি চিরজীবন কৌমার ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়াছিলেন। তখন অম্বা ক্রোধভরে ভীষ্মের গুরু পরশুরামের শরণাপন্ন হইলেন। পরশুরাম তাঁহার পক্ষাবলম্বন পূর্ব্বক ভীষ্মকে অম্বাগ্রহণে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু ভীষ্মদেব তাঁহার কৌমার্য্যব্রত নাশক এই অন্যায় আদেশ পালন করা কর্ত্তব্য মনে করিলেন না। সুতরাং গুরু শিষ্যে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ঐ যুদ্ধ বহু দিবস ব্যাপী হইয়াছিল। উভয়েই ক্ষত বিক্ষত হইয়াছিলেন, বহুবার তাঁহারা ক্লান্তিবশে ও রক্তস্রাব জন্য মূর্চ্ছিত হইয়াছিলেন, আবার মূর্চ্ছাভঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছিলেন; এইরূপ অষ্টাবিংশতি দিবস যুদ্ধের পর, বৃদ্ধ পরশুরাম স্বীকার করিলেন তাঁহার আর ক্ষমতা নাই, ভীষ্মেরই জয়।

যাহা হউক, ভীষ্মদেব কিন্তু অম্বার দুঃখের হেতু হইয়াছিলেন। যদিও এই অপরাধ তাঁহার স্বেচ্ছাগত নহে, তথাপি কর্ম্মফলে অম্বাই ভীষ্মের মৃত্যুর হেতু হইয়াছিল।

বৃদ্ধের প্রতি উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন, প্রাচীন হিন্দু চরিত্রের একটী প্রধান গুণ ছিল। বহুদর্শন জনিত জ্ঞান, বৃদ্ধের সঞ্চিত ধন, তাঁহারা স্বেচ্ছায় সেইজ্ঞান উপযুক্ত নম্র ও ধীর শিক্ষার্থীকে প্রদান করিয়া থাকেন। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে, এই গুণ যুবাগণ কর্তৃক পদদলিত হইবার উপক্রম হইয়াছে; এখনও ইহার পুনঃ চর্চ্চা যাহাতে হয়, তাহার জন্য সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা করা প্রয়োজন।

*
* *

ন যুজ্যমানয়াভক্ত্যা ভগবত্যখিলাত্মনি।
সদৃশোঽস্তি শিবঃ পন্থা যোগিনাং ব্রহ্মসিদ্ধয়ে ॥১৮
জ্ঞানবৈরাগ্যযুক্তেন ভক্তিযুক্তেন চাত্মনা।
পরিপশ্যত্যুদাসীনং প্রকৃতিং চ হতৌজসং ॥১৯
সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্যসংবিদো
ভবন্তি হৃৎকর্ণ রসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি
শ্রদ্ধারতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি ॥২৫
ভক্ত্যা পুমান্ জাতবিরাগ ঐন্দ্রিয়াৎ
দৃষ্ট শ্রুতান্মদ্রচনানুচিন্তয়া।
চিত্তস্য যত্নো গ্রহণে যোগযুক্তো
যতিষ্যতে ঋজুভির্যোগমার্গৈঃ ॥২৬

অসেববাজ্যং প্রকৃতেগুর্ণানাং
জ্ঞানেন বৈরাগ্যবিজৃম্ভিতেন।
যোগেন মর্য্যর্পিতয়া চ ভক্ত্যা
মাং প্রত্যগাত্মানমিহাবরুন্ধে ॥২৭

(শ্রীমদ্ভাগবত ৩।২৫)

অখিলের আত্মা সেই দেব ভগবান।
তাঁহে ভক্তিযোগ হয় মঙ্গল নিদান ॥
যোগীদের ব্রহ্মজ্ঞান তাহে সিদ্ধ হয়।
ইহাই সুন্দর পথ কহিনু নিশ্চয় ॥১৮
জ্ঞান আর বৈরাগ্যসংযুক্ত মন দিয়া।
প্রকৃতি শকতি হীনা নয়ন মেলিয়া ॥
ভক্তিভাবে পুরুষে করেন দরশন।
নির্ম্মল অপাপবিদ্ধ ব্রহ্ম সনাতন ॥১৯

সাধু সমাগম সদা হয় যেই স্থানে
মমবীর্য্য প্রকাশক কথা হয় তথা।
সেই কথা অন্তর-শ্রবণ রসায়ন
শুনিলে ভকতি বাড়ে ঘুচে যায় ব্যথা ॥২৫
সৃষ্টি আদি লীলা মম করিয়া চিন্তন,
ইন্দ্রিয়ে বিরাগ হয় ভক্তির উদয়ে।
উদ্যোগী হইয়া, হয়ে:যোগে রত মন,
চিত্তের সংযম সাধে যত্নশীল হয়ে ॥২৬

প্রকৃতির অসেবনে বৈরাগ্য তখন
জ্ঞানের উদয় করে মানসে তাহার।
ভক্তিবশে সেই জন পায় দরশন,
অচিরে ঘুচিয়ে যায় মনের আঁধার ॥২৭

*
* *

স্বভাব মেকে কবয়ো বদন্তি
কালং তথান্যে পরিমুহ্যমানাঃ।
দেবস্যৈষ মহিমা তু লোকে
যেনেদং ভ্রাম্যতে ব্রহ্মচক্রম্ ॥১

... ...

তমীশ্বরানাং পরমং মহেশ্বরং
তং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতং।
পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাৎ
বিদাম দেবং ভুবনেশ্চ মীড্যং ॥৭
ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে
ন তৎ সমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে।
পরাস্য শক্তি র্বিবিধৈব শ্রূয়তে
স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়াচ ॥৮
ন তস্য কশ্চিৎ পতিরস্তি লোকে
ন চেশিতা নৈব চ তস্য লিঙ্গ।
ন কারণং করণাধিপাধিপো।
ন চাস্য কশ্চিজ্জনিতা ন চাধিপঃ ॥৯

একো বশী নিষ্ক্রিয়াণাং বহূনাং
একং বীজং বহুধা যঃ করোতি ।
তমাত্মস্থা যেঽনুপশ্যন্তি ধীরা
স্তেষাং সুখং শাশ্বতং নেতরেষাং ॥১২
নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাং
একো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্ ।
তৎ কারণং সাংখ্যযোগাধিগম্যং
জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্ব্বপাশৈঃ ॥১৩

(শ্বেতাশ্বতর ৬ অঃ)

বিদ্বান্ হইয়া ভ্রান্ত কভু হেন কয় ।
বিশ্বের কারণ হয় স্বভাব নিশ্চয় ॥
কেহ বলে কাল হয় বিশ্বের কারণ ।
কিন্তু যেন ঈশ্বরের মহিমা এমন ॥
তাঁহার মহিমায় এই দেখ অনুক্ষণ ।
ব্রহ্মচক্র ঘুরিতেছে না যায় বর্ণন ॥

... ...

ঈশ্বরগণের সেই মহা মহেশ্বর
তিনিই দেবের হন পরম দেবতা ।
তিনিই পতির পতি ভুবন-ঈশ্বর
জানি তিনি দেবপূজ্য ধাতার বিধাতা ॥৭
শরীর ইন্দ্রিয় তার কিছুই ত নাই
অথচ তাঁহার সম শ্রেষ্ঠ কেবা আর ।

পরাশক্তি তাঁর শাস্ত্রে শুনিবারে পাই

স্বাভাবিক জ্ঞানক্রিয়া বালক্রিয়া তাঁর।

জগতে তাঁহার পতি নাহি কোন জন

হেন কোন চিহ্ন নাহি যাহে চিনি তাঁরে।

ইন্দ্রিয়ের পতি তিনি সবার কারণ

তাঁহার কারণ কেহ নাহিক সংসারে ॥৯

. ...

নিষ্ক্রিয়গণের তিনি নিয়ন্তা নিশ্চয়

এক বীজ বহুরূপে আছেন প্রকাশ।

আত্মাতে হেরিলে তারে যেবা সুখ হয়

জানেন তা জ্ঞানী জনে হয়ত হতাশ ॥১২

নিত্যগণ মাঝে তিনি নিত্য সনাতন

চেতনগণের তিনি চেতন স্বরূপ।

একা অনেকের বাঞ্ছা করেন পূরণ

সাংখ্যযোগগম্য তিনি অতি অপরূপ।

তাঁহারে জানিলে তৃপ্ত সাধকের মন।

ভাবিলে বন্ধনচয় হয় বিমোচন ॥১৩

* * *

অরাজকে হি লোকেঽস্মিন্ সর্ব্বতো বিদ্রুতে ভয়াৎ

রক্ষার্থমস্য সর্ব্বস্য রাজানমসৃজৎ প্রভুঃ ॥৩॥

ইন্দ্রানিলযমার্কাণামগ্নেশ্চ বরুণস্য চ।

চন্দ্রবিত্তেশয়োশ্চৈব মাত্রা নির্হৃত্য শাশ্বতীঃ ॥৪॥

. ...

তস্যাহুঃ সম্প্রণেতারং রাজানং সত্যবাদিনং।
সমীক্ষ্যকারিণং প্রাজ্ঞং ধর্ম্মকামার্থকোবিদং ॥২৬॥
তং রাজা প্রণয়ন্ সম্যক্ ত্রিবর্গেণাভিবর্দ্ধতে।
কামাত্মা বিষমঃ ক্ষুদ্রো দণ্ডেনৈব নিহন্যতে ॥২৭॥
দণ্ডোহি সুমহত্তেজো দুর্দ্ধরশ্চাকৃতাত্মভিঃ।
ধর্ম্মাদ্বিচলিতং হন্তি নৃপমেব সবান্ধবং ॥২৮॥

(মনু ৭ অ)

রাজ্য অরাজক হলে হয় বড় ভয়।
সে ভয় ঘুচাতে হ'লো রাজার উদয় ॥৩॥
ইন্দ্র বায়ু যম অগ্নি বরুণ তপন।
চন্দ্র কুবেরের অংশ করিয়া গ্রহণ।
করিলা ঈশ্বর তাহে রাজার সৃজন ॥৪॥

... ...

রাজ্যের হিতের তরে জগৎ ঈশ্বর।
সর্ব্ব প্রাণী রক্ষা তরে দণ্ড মনোহর ॥
আত্মজ ধর্ম্মের মূর্ত্তি ব্রহ্মতেজোময়।
সেই দণ্ড রাজদণ্ড জানিও নিশ্চয় ॥১৪॥

... ...

দণ্ড সমুদায় প্রজা করেন শাসন।
দণ্ড হ'তে তা সবার রক্ষণাবেক্ষণ ॥
সবে ঘুমাইলে দণ্ড জাগয়ে সদাই।
দণ্ড ধর্ম্মমূল সুধী বলিছেন তাই ॥১৮॥

... ...

যে রাজা জানেন দণ্ড প্রয়োগ বিধান।
সত্যবাদী, বিবেচক, অতি মতিমান্ ॥
সম্যক্ প্রকারে বেদ আয়ত্ব যাহার।
ধর্ম্ম-কাম-অর্থ-ভেদ জ্ঞাত আছে যাঁর ॥
হেন রাজা "যোগ্য রাজা" শাস্ত্রের বচন।
পুনঃ পুনঃ বলিলেন মুনি ঋষিগণ ॥২৬॥
যদি রাজা দণ্ড দেন করিয়া বিচার।
ধর্ম্ম কামার্থেতে পূর্ণ হয় রাজ্য তাঁর ॥
যদি রাজা ধূর্ত্ত ভোগ অভিলাষী হয়।
ক্রোধাদি রিপুর বশে মন তাঁর রয় ॥
নিজের প্রযুক্ত দণ্ড জানিও তা হ'লে।
নিজ প্রতি পতিত হইবে মহাবলে ॥২৭॥
মহাতেজো দণ্ড করে ধর্ম্মের রক্ষণ।
শাস্ত্র জ্ঞানহীন যোগ্য নহে কদাচন ॥
অযথা প্রযুক্ত দণ্ড আত্মীয়ের সনে।
রাজারে পাঠায় সদা শমন সদনে ॥৩৮॥

* * * * *

তেন ধর্ম্মোত্তরশ্চায়ং কৃতো লোকো মহাত্মনা।
রঞ্জিতাশ্চ প্রজাঃ সর্ব্বাস্তেন রাজেতি শব্দ্যতে ॥১৪৫॥

(মহাভারত শান্তিপর্ব্ব ৭০ অ)

মহাত্মা নৃপতি করি প্রজার রঞ্জন।
ধর্ম্মে ধরা পূর্ণ করি করেন শাসন ॥

এই সে কারণে তাঁরে সবে রাজা কয়।
এহেন রাজারে হেরি মহাপুণ্য হয় ॥১৪৫॥

***

রাজা প্রজানাং হৃদয়ং গরীয়ো
গতিঃপ্রতিষ্ঠা সুখমুত্তমঞ্চ।
সমাশ্রিতা লোকমিমং পরঞ্চ
জয়ন্তি সম্যক্ পুরুষা নরেন্দ্র ॥ ৫৯ ॥
নরাধিপশ্চাপ্যনুশিষ্য মেদিনীং
দমেন সত্যেন চ সৌহৃদেণ।
মহদ্ভিরিষ্ট্বা ক্রতুভির্মহাযশাঃ
ত্রিবিষ্টপে স্থানমুপৈতি শাশ্বতং ॥ ৬০ ॥
(মহাভারত শান্তিপর্ব্ব ৬৮ অ)

রাজা অধিকার করে প্রজার অন্তর
তিনিই আশ্রয়, মান, সুখ সমুদায়।
তাঁহার সহায়ে তারা করিয়া সমর
ইহ পরলোক জয় করয়ে নিশ্চয় ॥ ৫৯ ॥
রাজা সমাহিত চিতে শাসিয়া ধরণী
দম সত্য সৌহৃদ্যেতে পূরিত অন্তর।
বহুযজ্ঞ যথাবিধি শাসিয়া অমনি
যশ বিস্তারিয়া, স্বর্গে হয়েন অমর ॥৬০ ॥

***

উপাধ্যায়ান্দশাচার্য্য আচার্য্যানাং শতং পিতা
সহস্রন্তু পিতৄন্মাতা গৌরবেণাতিরিচ্যতে ॥১৪৫॥ ✓

(মনু ২ অ)

দশ উপাধ্যায় তুল্য আচার্য্যের মান।
শত আচার্য্যের সম পিতার সম্মান ॥
পিতার সহস্রগুণ মাতা মান্য জানি।
মাতৃ তুল্য নাহি কিছু কহে সত্যজ্ঞানী ॥

* * *

আচার্য্যশ্চ পিতাচৈব মাতা ভ্রাতা চ পূর্ব্বজঃ।
নার্ত্তেনাপ্যবমন্তব্যা ব্রাহ্মণেন বিশেষতঃ ॥ ২২৫ ॥
তেষাং ত্রয়াণাং শুশ্রূষা পরমং তপ উচ্যতে ॥ ২২৯ ॥
ত এব হি ত্রয়ো লোকাস্ত এব ত্রয় আশ্রমা।
ত এবহি ত্রয়ো বেদাস্ত এবোক্তাস্ত্রয়োঽগ্নয়ঃ ॥ ২৩০ ॥
সর্ব্বে তস্যাদৃতা ধর্ম্মা যস্যৈতে ত্রয় আদৃতাঃ।
অনাদৃতাস্তু যস্যৈতে সর্ব্বাস্তস্যাফলাঃ ক্রিয়াঃ ॥ ২৩৪ ॥

(মনু ২অঃ)

শিক্ষক জনক মাতা জ্যেষ্ঠভ্রাতা আর।
মান্যপাত্র ইঁহারা জানিবে সবাকার ॥
ইঁহাদের অবমান না করিবে কভু!
বিশেষ ব্রাহ্মণ পক্ষে বিধি দিলা বিভু ॥ ২২৫ ॥
ইঁহাদের তিনজনে পরম যতনে।
শুশ্রূষা করিবে তাহা তপঃ ভাবি মনে ॥ ২২৯ ॥

তাঁরা তিনে তিনলোক—তিনটি আশ্রম।
তিনবেদ সম তাঁরা তিন অগ্নি সম ॥ ২৩০ ॥
এই তিনজনে যেবা করিল যতন।
সকল কর্ত্তব্য তার হইল সাধন ॥
যেই জন ইঁহাদের আদর না করে।
নিষ্ফল সকল কর্ম্ম সেই জন করে ॥ ২৩৪ ॥

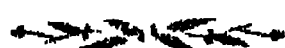
***

ঊর্দ্ধং প্রাণাহ্যুৎক্রামন্তি যূনঃ স্থবির আয়তি।
প্রত্যুত্থানাভিবাদাভ্যাং পুনস্তান্ প্রতিপদ্যতে ॥১২০॥
অভিবাদনশীলস্য নিতং বৃদ্ধোপসোবিনঃ।
চত্বারি তস্যবর্দ্ধন্তে আয়ুঃ প্রজ্ঞা যশোবলং ॥ ১২১ ॥

(মনু ২অঃ)

যেই কালে স্থাবিরেরা করে আগমন।
যুবাপ্রাণবায়ু করে ঊর্দ্ধেতে গমন ॥
প্রত্যুত্থান আর অভিবাদনের পর।
স্বস্থ হয় সেই বায়ু অতীব সত্বর ॥ ১২০
অভিবাদনেতে যেই সতত সত্বর।
বৃদ্ধ সেবা যেই জন করে নিরন্তর ॥
আয়ু, প্রজ্ঞা, যশ আর দেহ-মন-বল।
এই চারি বৃদ্ধি তার হয়ত সত্বর ॥ ১২১॥

নবম অধ্যায়।



তুল্যের প্রতি ব্যবহার।

এইবার সমবন্ধের প্রতি ব্যবহার সম্বন্ধে আলোচনা করা যাউক। আমরা আমাদিগের সমান অবস্থাপন্ন ব্যক্তিগণ দ্বারা নিরন্তর পরিবৃত্ত রহিয়াছি। যে সকল গুণের বৃদ্ধি ও দোষের পরিহার দ্বারা আমরা আমাদের পরিবারস্থিত ও বহিঃস্থ অন্যান্য পরিজন গণের সহিত সুখে স্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করিতে পারি, তাহার আলোচনা করা যাউক। প্রথমতঃ পরিবার বর্গের বিষয় আলোচিত হউক; কারণ তাহাই প্রথম প্রয়োজন। পবিত্র ও সুখপূর্ণ গৃহ যাহাতে নিরন্তর পারিবারিক ধর্ম্ম প্রতিপালিত হয়, সেইরূপ গৃহই রাজ্যের অনুকূল ভিত্তি, তদ্দারাই জাতীয় উন্নতি হইয়া থাকে। জনক জননীর সহিত পুত্রের ব্যবহার পূর্ব্বেই আলোচিত হইয়াছে। এইবার পতি পত্নী ও ভ্রাতা ভগিনীর পরস্পরের প্রতি কর্ত্তব্য আলোচিত হউক।

হিন্দুগ্রন্থেপতি পত্নীর দাম্পত্য প্রেম সম্বন্ধীয় অসংখ্য উপাখ্যান আছে। মনু বলিয়াছেন "যো ভর্ত্তা সাস্মৃতাঙ্গনা" অর্থাৎ পতি পত্নী এক, তাহারা দুইজনে মিলিয়া পূর্ণ এক। প্রেমই সেই দুয়ের একত্ব সাধক, পতির ভালবাসা রক্ষাকারী আশ্রয়ী ও কোমল। পত্নীর প্রেম ত্যাগপূর্ণ মধুর ও একানুরক্ত। মনু বলিয়াছেন—

"অন্যোন্যস্যাব্যভীচারো ভবেদামরণান্তিকঃ।" অর্থাৎ তাঁহাদের পরস্পরে বিশ্বাসবন্ধন মরণকাল পর্য্যন্ত থাকা কর্ত্তব্য। শ্রীরামচন্দ্র ও সীতা, পতি পত্নীর আদর্শ। তাঁহারা উভয়ের জীবনের যাবতীয় সুখ দুঃখ মিলিত ভাবে ভোগ করিয়াছিলেন। তাঁহারা পরস্পরের অভিমত কার্য্য করিতেন, উভয়ে উভয়ের কষ্ট অনুভব করিতেন। প্রথমাবস্থায় আমরা তাহা পূর্ণানন্দময় দেখিয়াছি, যখন রামাভিষেকের আয়োজন হইয়াছিল, তখন তাঁহারা উভয়ে সংযত হইয়া পূজাদিতে নিযুক্ত। যখন বনবাস আদেশ তাঁহার শ্রুতি গোচর হইল, তখন সীতা প্রথমে সে আঘাত অবিচলিত-ভাবে সহ্য করিলেন। তাঁহার বিশ্বাস রামচন্দ্র বনে গেলে তিনিও বনে যাইবেন। তিনি বলিয়াছিলেন "আমার হৃদয় সম্পূর্ণরূপে তোমারই; আমি আর কিছুই জানি না, চিরদিন তোমাকেই আশ্রয় করিয়া আছি, যদি পরিত্যাগ করিয়া যাও, প্রাণত্যাগ করিব। কণ্টক তাহার দেহে কোমল বস্ত্রের ন্যায় বোধ হইবে, ধূলিরাশি চন্দন রেণুবৎ বোধ হইবে। স্বামীর পার্শ্বে থাকিলে তৃণশয্যা ও উত্তম শয্যা এবং ফল মূলই প্রীতিকর খাদ্য বলিয়া বোধ হইবে। তাঁহার সঙ্গে অবস্থানই তাঁহার পক্ষে স্বর্গধাম, তাঁহার অদর্শনই নরক স্বরূপ। যখন রামচন্দ্র তাঁহাকে গৃহে অবস্থান করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন, তখন কেবল তাঁহার হৃদয়ে দারুণ কষ্ট উপস্থিত হইয়াছিল। যখন রামচন্দ্র তাঁহার কষ্ট দর্শন করিয়া সঙ্গে আসিতে আদেশ করিয়াছিলেন, তখন তাহার আনন্দের অবধি রহিল না, তিনি আনন্দে নিজ বস্ত্র অলঙ্কার দাস দাসীগণকে বিতরণ করিলেন।

সাধারণ স্ত্রীলোক যাহা ভালবাসে সেই সমুদয় অলঙ্কারাদি অনায়াসে সানন্দে পরিত্যাগ করিয়া তিনি পতির বনবাস সঙ্গিনী হইয়াছিলেন। তিনি বালিকার ন্যায় অরণ্যে ক্রীড়া করিয়া বেড়াইতেন, সম্পদের অভাবে তাঁহার মনে বিন্দুমাত্রও কষ্টচিহ্ন লক্ষিত হয় নাই। দিবা-নিশি তিনি রামচন্দ্রের সঙ্গিনী ছিলেন। যদিও তাঁহার চপলতার অভাব ছিল না, তথাপি তিনি বিজ্ঞতায় পূর্ণ ছিলেন; দণ্ডকারণ্য-সীমায় ভ্রমণ সময়ে তিনি স্বামীকে গম্ভীর সারগর্ভবাক্যে উপদেশ দিতেন; যখন রাক্ষসরাজ রাবণ তাঁহাকে হরণ করিয়া লইয়া গিয়া-ছিল, তখন তাঁহার স্বামী তাঁহাকে অনুসন্ধান করিতে করিতে বলিয়াছিলেন সীতা, সীতা, কোথা তুমি! তুমি কি লুকাইয়া রহিয়াছ? আমার সহিত রহস্য করিতেছ কি? শীঘ্র আইস—তোমার এ ক্রীড়া আমার পক্ষে মৃত্যুতুল্য বোধ হইতেছে। যখন রামচন্দ্র এইরূপে রোদন করিয়া তাহার অন্বেষণ করিতেছিলেন, সেই সময় রাবণ সীতাকে পাতিব্রত্যত্যাগের জন্য কখনও প্রলোভন, কখনও বা ভয় প্রদর্শন ও নির্দ্দয় ব্যবহার করিতে ছিল, কিন্তু সীতার পতিভক্তি অটুট। তিনি বলিতেন আমি "একানুরক্তা, কখনও পাপপথে পদার্পণ করিব না। ধনরত্নে আমার লোভ নাই। যেমন সূর্য্যের কিরণ তাঁহার নিজস্ব; আমিও সেইরূপ রামচন্দ্রের জানিও।"

আবার সাবিত্রীর উপাখ্যান শ্রবণ কর। তিনি পাতিব্রত্য বলে মৃত্যুপতি যমকে পরাস্ত করিয়া মৃতপতিকে পুনরুজ্জীবিত করিয়াছিলেন। রাজা অশ্বপতি মদ্র দেশের অধীশ্বর ছিলেন।

বহুদিন দেবতার আরাধনা করিয়া তাঁহার একটী কন্যা জন্মিয়াছিল। ঐ কন্যাটীর নাম সাবিত্রী। তাঁহার দেহেরবর্ণ সুবর্ণের ন্যায়, লাবণ্য প্রফুল্ল মল্লিকার ন্যায়। প্রজাগণ তাঁহাকে দেবী বোধে ভক্তি করিত এবং সৎকার্য্যের জন্য তাঁহার শরণাপন্ন হইত। তিনি বিবাহ যোগ্য হইলে, তাঁহার পিতা তাঁহাকে আপনার জন্য পাত্র মনোনীত করিতে বলিলেন। পিতার অনুমতি ক্রমে সাবিত্রী স্বীয় সঙ্গিনীগণের সহিত স্বামী অন্বেষণে বাহির হইলেন। তিনি যখন প্রত্যাগতা হইলেন, তখন দেবর্ষি নারদ তাঁহার পিতার নিকট উপস্থিত ছিলেন। তাঁহার সমক্ষে সাবিত্রী স্বীয় মনোনীত পাত্রের কথা বর্ণন করিলেন। তিনি বলিলেন "শাল্বদেশের অধিপতি রাজা দ্যুমৎসেন বৃদ্ধ ও অন্ধ হওয়াতে, তাঁহার শত্রুগণ তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করিয়াছে। তিনি এক্ষণে স্ত্রীপুত্র সমভিব্যাহারে মুনিগণের আশ্রমে বাস করিতেছেন। আমি তাঁহারই পুত্র সত্যবান্‌কে আমার স্বামী রূপে মনোনীত করিয়াছি।" তচ্ছ্রবণে নারদ বলিলেন "সাবিত্রী ভাল করেন নাই।" রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, সত্যবান্ কি সাবিত্রীর উপযুক্ত নন? তাঁহার দেহ কি রুগ্ন, না মনের বল নাই? তিনি কি ক্ষমাগুণে বঞ্চিত? অথবা তাঁহার ক্ষত্রিয়োচিত সাহস নাই।" নারদ বলিলেন "তাঁহার শৌর্য্য, বীর্য্য, ক্ষমা, দয়া, দাক্ষিণ্যাদি কোনও গুণের অভাব নাই। সত্যবান্ সূর্য্যের ন্যায় তেজঃপুঞ্জদেহবিশিষ্ট, রন্তিদেবের ন্যায় দয়ালু; শিবিরাজার ন্যায় ন্যায়পরায়ণ যযাতির ন্যায় মহান, এবং পূর্ণশশধরের ন্যায় সুন্দর। কিন্তু এই সমস্ত গুণ এক বৎসর পরে পৃথিবী হইতে অন্তর্হিত হইবেক।

তাঁহার জীবন কাল অতি অল্প।" সাবিত্রী দেবর্ষির বাক্য শ্রবণে ব্যথিতান্তঃকরণা হইলেন, কিন্তু বলিলেন "দিলাম" এই বাক্য একবার মাত্র উচ্চারিত হইতে পারে। আমিও একবার বলিয়াছি সত্যবান্‌কে আত্মদান করিলাম।" সুতরাং আর পত্যন্তর গ্রহণ করিতে পারি না। নারদ বলিলেন, "রাজন্, যখন আপনার কন্যা বিচলিতা হইলেন না, তখন আমি আশীর্ব্বাদ করি, এই বিবাহেই তিনি সুখী হইবেন।

দ্যুমৎসেনের আশ্রমে তৎক্ষণাৎ দূত প্রেরিত হইল। তিনি প্রত্যুত্তরে রাজা অশ্বপতিকে বলিয়া পাঠাইলেন "আপনার সহিত কুটুম্বিতা আমার চিরাভিলষিত। কেবল আমার অবস্থা বিপর্য্যয় বশতঃ সে আশা প্রকাশ করিতে পারি নাই। এক্ষণে ভাগ্যবতী সাবিত্রী স্বেচ্ছায় আসিতেছেন; আমি বেশ বুঝিতে পারিতেছি লক্ষ্মী আমার প্রতি সুপ্রসন্না।" বিবাহ হইয়া গেল; সাবিত্রী রাজ-প্রাসাদ ত্যাগ করিয়া আশ্রমকুটীর আশ্রয় করিলেন এবং কায়-মনোবাক্যে বৃদ্ধ শ্বশুর শাশুড়ির সেবায় নিযুক্ত হইলেন। সমস্ত গৃহকর্ম্ম সানন্দে স্বহস্তে সম্পন্ন করিতে লাগিলেন এবং স্বীয় মধুর ভাবের গুণে পতির মন আকৃষ্ট করিলেন; কিন্তু তাঁহার মনে অহরহঃ সেই দুর্দ্দিনের কথা জাগরূক ছিল। তিনি নিরন্তর দিন গণনা করিতে লাগিলেন, অবশেষে সত্যবানের মৃত্যুর দিন আসিয়া নিকটবর্ত্তী হইল। আর চারি দিন মাত্র অবশিষ্ট। এইবার তিনি দিবসত্রয় উপবাস করিয়া দেবারাধনায় প্রবৃত্তা হইলেন। তিন দিবানিশি অন্ন জল পরিত্যাগে অতিবাহিত হইল; চতুর্থ দিবস

প্রাতে উঠিয়া নিত্যক্রিয়া সম্পাদন পূর্ব্বক, তিনি গুরুজনের পাদ-বন্দনা করিলেন। সেই কাননবাসী মহর্ষিগণ সকলেই তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন, তুমি বৈধব্য ভোগ করিবে না। যখন সত্য-বানের কাষ্ঠাহরণের সময় হইল, তিনিও তাঁহার অনুবর্ত্তিনী হইলেন। সত্যবান্ আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি কোথায় যাইবে? তিনি বলিলেন আজি আমার আপনার সঙ্গে যাইতে ইচ্ছা হইয়াছে। তখন তাঁহারা দুইজনে পর্ব্বত নদী ও অরণ্যের শোভা দেখিতে দেখিতে কাননবিহারী পশু পক্ষী দেখিতে দেখিতে অরণ্যে প্রবেশ করিলেন। সত্যবান্ নিত্যকার্য্য আরম্ভ করিলেন, বনফল সংগ্রহ করিয়া কাষ্ঠ সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, এমন সময় হঠাৎ তাহার দেহ অবসন্ন হইল, ভয়ঙ্কর শিরঃপীড়া অনবরত হইতে লাগিল। তিনি পীড়ার কথা বলিতে বলিতে শয়ন করিলেন। সাবিত্রী তাঁহার মস্তক স্বীয় ক্রোড়ে লইয়া উপবিষ্টা হইলেন; এবং ভগ্নান্তঃ-করণে সেই কাল মুহূর্ত্তের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। হঠাৎ দেখিলেন রক্ত পরিচ্ছদে আচ্ছাদিত এক ভীষণমূর্ত্তি পুরুষ সেই স্থানে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। তাহাকে সত্যবানের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে দেখিয়া সাবিত্রী ধীরে ধীরে স্বামীর মস্তক ভূতলে রক্ষা করিলেন এবং প্রণাম পূর্ব্বক দণ্ডায়মান হইলেন। তখন সেই মূর্ত্তি বলিলেন "সত্যবানের জীবনকাল শেষ হইয়াছে, আমি যম মৃত্যুপতি। তিনি অত্যন্ত ধাম্মিক ছিলেন, এই জন্য দূতের পরিবর্ত্তে আমি স্বয়ং আসিয়াছি। এই বলিয়া তিনি সত্যবানের স্থূলদেহ হইতে সূক্ষ্মশরীর গ্রহণ পূর্ব্বক দক্ষিণাভিমুখে প্রস্থান করিতে

লাগিলেন। সাবিত্রীও তাঁহার অনুগামিনী হইলেন। যম বলিলেন "সাবিত্রী ক্ষান্ত হও, তুমি ফিরিয়া গিয়া সত্যবানের ঔর্দ্ধদৈহিক কার্য্য সম্পন্ন কর। তোমার কর্ত্তব্য শেষ হইয়াছে, মানবে যতদুর আসিতে পারে তুমি ততদূর স্বামীর অনুগমন করিয়াছ।" সাবিত্রী বলিলেন "স্বামী যখন যেখানে থাকিবেন, আমার তখন সেইখানেই থাকা উচিত। ইহাই পতি পত্নীর নিত্য সম্বন্ধ। যদি আমি আমার পতিকে কায়মনোবাক্যে সেবা ভক্তি করিয়া থাকি, তবে আমাদের সে সম্বন্ধ ভঙ্গ হওয়া উচিত নহে। যদি আমি সর্ব্বতোভাবে গুরুজনের পূজা করিয়া থাকি, যদি ব্রত উপবাসাদির কোনও ফল থাকে, তবে আপনার কৃপায় আমার গতি অব্যাহত হইবে; আমি নিশ্চয়ই স্বামীসঙ্গে গমন করিতে পারিব, সন্দেহ নাই। এইরূপে তিনি শিশুর ন্যায় নিজধর্ম্ম শিক্ষা আবৃত্তি করিতে লাগিলেন "স্থিরবিশ্বাসের সহিত গার্হস্থ্যধর্ম্ম পালন করিলে জ্ঞান ও ধর্ম্মফল লাভ হয়। হে মৃত্যুপতি, আমার পথ রুদ্ধ করিয়া সেই সকল ফল লাভে বঞ্চিত করিও না।" যম বলিলেন, "তুমি জ্ঞানবতী ও সদসদ্ বিচারসম্পন্না, তোমার বাক্য বড় মধুর, আমি প্রীত হইয়াছি, তোমার পতির জীবন ব্যতীত অন্য বর প্রার্থনা কর।" সাবিত্রী বলিলেন "আমার শ্বশুর অন্ধ, আপনার কৃপায় তাঁহার চক্ষুলাভ হউক।" যম বলিলেন "সর্ব্বসুলক্ষণে, তোমার অভীষ্ট বর প্রদান করিলাম। এক্ষণে প্রত্যাবৃত্ত হও।" সাবিত্রী বলিলেন, স্বামী যেখানে গমন করেন, আমার সেইখানে গমন করা কর্ত্তব্য। সৎসঙ্গ সুফলপ্রদ, হে মৃত্যুপতি আমার ন্যায় সৎ আর কে আছে,

আমি যদি আপনার সঙ্গে আমার পতীর অনুগামিনী হই, তাহা অশুভকর হইতে পারে না।" যম বলিলেন "তোমার পতির জীবন ব্যতীত অন্য বর প্রার্থনা কর." সাবিত্রী বলিলেন, "তবে আমার শ্বশুর আপনার কৃপায় তাঁহার হৃতরাজ্য লাভ করুন।" যম বলিলেন "তিনি রাজ্যলাভ করিবেন। এক্ষণে গৃহে যাও আর আমার অনুগমন করিও না." কিন্তু সাবিত্রী মধুর বাক্যে তাঁহার প্রশংসা বাক্য উচ্চারণ করিতে করিতে তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার নিকট হইতে জনকের শত সুপুত্র ও নিজের শত সুপুত্র বর গ্রহণ করিলেন। যখন চতুর্থ বর লাভ হইল, তখন ধর্ম্মপথে থাকা, কর্ত্তব্য পালন প্রভৃতি সম্বন্ধে তাঁহার যাহা কিছু জানা ছিল সমুদায় ব্যক্ত করিয়া তাঁহার নিকট স্বামীর জীবন প্রাপ্ত হইলেন, কারণ স্বামীকে লইয়া গেলে, ধর্ম্মপথ পরিত্যাগ না করিলে তাঁহার সন্তান লাভ সম্ভব নহে। এইরূপে পতিব্রতা পত্নী যমরাজের নিকট হইতে স্বীয় স্বামীকে উদ্ধার করিয়াছিলেন। ভগবান্ দেখাইলেন পতিব্রতার তেজের নিকট যমকেও হতবুদ্ধি হইতে হয়।

হিন্দু বালকেরা নলরাজ পত্নী দময়ন্তীকেও কখনও বিস্মৃত হইবে না। নল, বীরসেনের পুত্র নিষধের রাজা। চক্ষে না দেখিয়াই তিনি বিদর্ভরাজ ভীমসেনের কন্যা দময়ন্তীকে ভালবাসিতেন। দময়ন্তীও সেইরূপ নলের প্রতি পূর্ব্ব হইতেই অনুরাগিণী হইয়াছিলেন। স্বয়ম্বর সময়ে ইন্দ্র, অগ্নি, বরুণ, যম ও সমস্ত রাজাগণের সমক্ষে দময়ন্তী নল রাজাকেই পতিত্বে বরণ করিয়াছিলেন। বিবাহের পর একাদশ বৎসর কাল তাঁহারা রাজ্যসুখ

ভোগ করেন। তাঁহাদের একটী পুত্র ও একটী কন্যা হয়। দ্বাদশ বৎসরে তাঁহার ভ্রাতা পুষ্কর তাঁহাকে পাশা ক্রীড়ার আহ্বান করেন। ঐ ক্রীড়ায় নল নিজের ধন সম্পত্তি ও সিংহাসন পর্য্যন্ত হারিলেন এবং এক বস্ত্রে রাজ্যত্যাগ করিলেন। দময়ন্তী পুত্র দুটীকে পিত্রালয়ে প্রেরণ করিয়া এক বস্ত্রে তাঁহার অনুগামিনী হইলেন। তাঁহারা ক্ষুধায় কাতর হইয়া রাজ্যের বহির্ভাগে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। একদা নল, বস্ত্রদ্বারা পক্ষী ধরিবার উদ্যোগ করিলে পক্ষীগণ বস্ত্র লইয়া পলায়ন করিল; তখন উভয়ে একবস্ত্র-পরিধানে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তিনি বহুবার দময়ন্তীকে পিত্রালয়ে গমন করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু দময়ন্তী তাঁহাকে ছাড়িয়া যাইতে সম্মতা হন নাই। এইরূপে ভ্রমণ করিতে করিতে একদিন দময়ন্তী পরিশ্রান্তা হইয়া বৃক্ষমূলে শয়ন পূর্ব্বক নিদ্রিতা হইলেন। তখন নলরাজ মনে মনে বিতর্ক করিতে লাগিলেন, যদি আমি দময়ন্তীকে পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করি তাহা হইলে দময়ন্তী অবশ্যই পিতৃগৃহে গমন করিবেন, তাহা হইলে তাঁহার কষ্টের অবসান হইবেক। এইরূপ চিন্তা করিয়া সন্নিহিত খড়্গ দ্বারা পরিধেয় ছিন্ন করিলেন এবং অর্দ্ধাংশ দ্বারা দময়ন্তীর দেহ আবরণ পূর্ব্বক নিজে অপরার্দ্ধ পরিধান করিয়া দুঃখে উন্মত্তবৎ প্রস্থান করিলেন। দময়ন্তী নিদ্রাভঙ্গের পর যখন দেখিলেন নিকটে নল নাই, তখন তাঁহার দুঃখের আর অবধি রহিল না। তিনি নিজের কষ্ট অপেক্ষা নলের যে কি কষ্ট হইতেছে তাহা ভাবিয়া আকুলা হইয়া পড়িলেন। তিনি ব্যাকুল ভাবে স্বামীর অন্বেষণ

করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাঁহাকে কোথাও দেখিতে পাইলেন না। ভ্রমণ করিতে করিতে এক ভীষণ অজগর তাঁহাকে আক্রমণ করিল, তিনি সেই বিপদ ও অন্যান্য বহু বিপদ হইতে কিরূপে রক্ষা পাইয়া অবশেষে চেদিরাজ তনয়ার আশ্রয় পাইয়াছিলেন, তাহা বিস্তারিত-ভাবে নলোপাখ্যানে বর্ণিত আছে। এদিকে নল একটী সর্পকে অগ্নি হইতে রক্ষা পূর্ব্বক তাঁহার সাহায্যে নিজ আকৃতি প্রচ্ছন্ন করিয়া অযোধ্যাধিপতি ঋতুপর্ণের গৃহে সারথ্য গ্রহণ করিলেন; এইরূপে পতি পত্নী বিচ্ছিন্ন হইলেন। এদিকে রাজা ভীমসেন আপনার কন্যা, জামাতার অন্বেষণ জন্য চারিদিকে ব্রাহ্মণ দূত প্রেরণ করিলেন। তাঁহাদের অন্যতম সুদেব নামক ব্রাহ্মণ চেদিরাজপ্রাসাদে দময়ন্তীর সাক্ষাৎ পাইলেন, তখন প্রকাশ হইল চেদিরাজতনয়ার জননী দময়ন্তীর মাতৃস্বসা। দময়ন্তী আবার পিতৃগৃহে আসিলেন। নলের অন্বেষণ জন্য আবার চারিদিকে দূত প্রেরিত হইল। দময়ন্তী সেই দূতগণকে এমন একটী বাক্য ঘোষণা করিতে শিখাইয়া দিলেন, যাহা নলেরই বোধ্য, তাহাতে নলকে আবার ফিরিয়া আসিয়া দময়ন্তীর সহিত মিলিত হইতে অনুরোধ করা হইয়াছিল। দূতগণ বহুদিন বহুদেশ অন্বেষণ করিয়া অবশেষে একজন দূত অযোধ্যায় উপস্থিত হইয়া উক্ত দময়ন্তীপ্রেরিত বার্ত্তা ঘোষণা করিলে, অযোধ্যাধিপতি ঋতুপর্ণের সারথি অনেক দুঃখ প্রকাশ করিলেন। সেই দূত পর্ণাদ, দময়ন্তীকে ঐ সংবাদ গোচর করাইবা মাত্র, তিনি ঐ সারথিকে চিনিতে পারিলেন এবং তাঁহাকে বিদর্ভে আনয়ন করিবার উপায় কল্পনা করিলেন।

তিনি পুনরায় ঐ ব্রাহ্মণকে অযোধ্যায় গমনপূর্ব্বক কল্যই দময়ন্তীর পুনঃ স্বয়ম্বর হইবেক, এই বার্ত্তা জ্ঞাপন করিতে বলিলেন। দময়ন্তী জানিতেন যে, অযোধ্যা হইতে বিদর্ভে একদিনে আগমন করা নল ব্যতীত অন্যের সাধ্যায়ত্ব নহে। দময়ন্তী যাহা মনে করিলেন তাহাই হইল। ঋতুপর্ণের আদেশে বাহুক উপযুক্ত অশ্ব যোজনা পূর্ব্বক সন্ধ্যাকালেই বিদর্ভে উপনীত হইলেন। কিন্তু স্বয়ম্বর কোথায়? সর্ব্বৈব মিথ্যা, কেবল দময়ন্তীর কৌশলে নল আবার বিদর্ভে উপস্থিত হইয়াছেন। নল দময়ন্তীর কৌশলে আত্ম-প্রকাশ করিলেন। তিনি নিজ পুত্র কন্যা দর্শনে কাঁদিয়া ফেলিলেন, তাঁহার বন্ধন ব্যাপারও আত্মপ্রকাশের হেতু হইল। অবশেষে পতি পত্নীর পুনর্মিলন হইল। তৎপরে তাঁহারা পুনরায় রাজ্যলাভ করিয়া পরমসুখে কালাতিপাত করিয়াছিলেন।

যে পত্নী যথার্থ পাতিব্রত্য অবলম্বন পূর্ব্বক পতিসেবায় কালাতি-পাত করিতে পারে, তাঁহার আন্তরিক উন্নতি ও জ্ঞানের বৃদ্ধি হয়। তিনি বিনায়াসে তপস্যার ফল লাভে সমর্থ হইয়া থাকেন। কারণ আমরা পুরাণে এইরূপ একজন ব্রাহ্মণ পত্নীর প্রতি কৌশিকের কোপের বিবরণ দেখিতে পাই।

পূর্ব্বকালে কৌশিক নামক একজন ব্রাহ্মণ অনেক তপস্যা করিয়াছিলেন। একদা তিনি এক বৃক্ষের তলে বসিয়া ধ্যান করিতেছেন, এমন সময়ে এক বক তাঁহার মস্তকে বিষ্ঠাত্যাগ করিল। তপস্যা দ্বারা কৌশিকের এতই তেজ সঞ্চিত হইয়াছিল যে, তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া বকের দিকে দৃষ্টিপাত করিবামাত্র বক ভস্মীভূত হইল।

কৌশিক বকের মৃত্যুতে দুঃখিত ও নিজ তপঃপ্রভাব দর্শনে আনন্দিত হইলেন। তৎপরে তিনি সন্নিহিত নগরে ভিক্ষার্থে গমন করিলেন। এবং এক গৃহস্থের গৃহে গমন পূর্ব্বক তিনি গৃহিণীর নিকট ভিক্ষা প্রার্থনা করিলেন, গৃহিণী তাঁহার জন্য আহার্য্য আনিতে গমন করিতেছেন, এমন সময় তাঁহার স্বামী ক্লান্ত ও ধূলিব্যাপ্ত কলেবরে গৃহাগত হইলেন। কাজেই গৃহিণী কৌশিককে বিলম্ব করিতে বলিয়া, তাঁহার স্বামীর শুশ্রূষায় ব্যাপৃত হইলেন। অনেক বিলম্ব হইতে দেখিয়া কৌশিকের ক্রোধ হইল। অবশেষে যখন গৃহিণী আহার্য্য লইয়া পুনরাগতা হইলেন, তখন ব্রাহ্মণ ক্রোধপূর্ণনয়নে তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন এবং বলিলেন আমি ব্রাহ্মণ, আমায় অবজ্ঞা করিয়া এত বিলম্ব করিলে কেন? গৃহিণী মৃদুস্বরে বলিতে লাগিলেন "হে বিপ্র, স্বামীসেবাই আমার প্রধান ও প্রথম কর্ত্তব্য, আপনি অকারণ ক্রোধ পরিত্যাগ করিয়া ক্ষমা করুন। আমার দিকে ক্রোধদৃষ্টি করিবেন না, তাহাতে আপনার নিজেরই অনিষ্ট হইবেক। আমি বক নহি।" এই কথা শুনিয়া কৌশিক স্তম্ভিত হইলেন এবং তাঁহাকে এই পরোক্ষজ্ঞানের হেতু জিজ্ঞাসা করিলেন। গৃহিণী বলিলেন আমি তপস্যা দ্বারা শক্তি লাভ করি নাই; কেবল একমনে পতিসেবাই আমার তপ জপ। যদি তুমি গৃহীর কর্ত্তব্য কর্ম্মযোগ সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিতে চাহ, তাহা হইলে অবিলম্বে মিথিলা গমন পূর্ব্বক ধর্ম্মব্যাধের সহিত সাক্ষাৎ কর। কৌশিক তখন মিথিলা অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। তথায় গমন করিয়া দেখিলেন, ব্যাধ ক্রয় বিক্রয়ে ব্যস্ত। ব্যাধ কৌশিককে

দেখিবামাত্র উত্থিত হইয়া তাঁহাকে প্রণাম পূর্ব্বক বলিলেন "আমি বুঝিতে পারিতেছি কেন সেই পতিব্রতা কামিনী আপনাকে আমার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। আমি আপনার সমস্ত সন্দেহই দূর করিব এবং কি উপায়ে আমি এই শক্তি লাভ করিলাম, তাহাও আপনাকে দেখাইব। তৎপরে সেই ব্যাধ কৌশিককে আপনার পিতামাতার নিকট লইয়া গিয়াছিলেন। সে কথা ইতিপূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে।

ভ্রাতার প্রতি ভ্রাতার ব্যবহারের বৃত্তান্ত রামায়ণে বর্ণিত আছে। লক্ষ্মণ রামের জীবনস্বরূপ ছিলেন। তাঁহারা উভয়ে একত্রে শয়ন ও একত্রে ক্রীড়াদি করিতেন। পরস্পরকে না দেখিয়া ক্ষণকালও থাকিতে পারিতেন না। লক্ষ্মণ রামের সঙ্গে কাননবাসী হইয়াছিলেন। অনিদ্রায় তাঁহাকে রক্ষাণাবেক্ষণ করিতেন। সীতার অন্বেষণ সময়ে দুঃখের দুঃখী হইয়া সঙ্গে সঙ্গে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। যখন লঙ্কায় যুদ্ধক্ষেত্রে লক্ষ্মণ মূর্চ্ছিত হইয়াছিলেন, তখন রাম কাতরস্বরে বলিয়াছেন,—"যদি লক্ষ্মণ রণে নিপাতিত হইল, তবে আর যুদ্ধে প্রয়োজন কি, এ জীবনেই বা প্রয়োজন কি? ভাই, কেন তুমি আমায় ত্যাগ করিয়া অগ্রে স্বর্গলোকে গমন করিলে। তোমা ব্যতীত জীবন, জয়শ্রী এমন কি জানকী পর্য্যন্ত আমার নিকট নিষ্প্রয়োজন বলিয়া বোধ হইতেছে।"

ভ্রাতৃপ্রেম ও ভ্রাতৃগণের মিলন দ্বারা যশ ও সম্পদ লব্ধ হয়, সমগ্র মহাভারতেও তাহার জাজ্বল্যমান প্রমাণ দেখা যায়। আমরা পাণ্ডবগণকে একটী দিনের জন্যও স্বাতন্ত্র অবলম্বন করিতে দেখি

নাই। যুধিষ্ঠিরই বংশের স্তম্ভস্বরূপ। অনুজগুলি তাঁহারই ধন সম্পদের বর্দ্ধণের জন্য ব্যতিব্যস্ত। তাঁহারই জন্য তাঁহারা যুদ্ধ করিয়াছেন, তাঁহারই জন্য ধন সংগ্রহ করিয়াছেন, অর্জ্জুনের কঠোর তপস্যা ও কঠোরতর যুদ্ধ দ্বারা দিব্যাস্ত্র লাভ, তাঁহারই জন্য ; যুধিষ্ঠির আবার তাঁহাদের সুখ স্বাচ্ছন্দের জন্য ব্যতিব্যস্ত।

যুধিষ্ঠির স্বর্গে গমন করিয়াও আপনার ভ্রাতাগণকে দেখিবার জন্য ব্যাকুল। তাঁহার উক্তি, তাহারা যেখানে আমিও সেইখানেই যাইব।" 'তিনি দেবলোকে ভ্রাতাদিগকে না দেখিয়া বলিয়াছিলেন "আমার ভ্রাতৃগণ ব্যতীত স্বর্গ, সুখের নয়। তাহারা যেখানে, আমার স্বর্গও সেইখানে। অবশেষে দেবগণ দূতসঙ্গে তাঁহার ভ্রাতাদের নিকট তাঁহাকে প্রেরণ করিলেন। স্বর্গত্যাগ করিয়া তিনি দূতসঙ্গে অনন্ত অন্ধকারে প্রবেশ করিলেন, ক্রমেই আকাশ ও পথ অন্ধকারাচ্ছন্ন, দুর্গন্ধবস্তু, বীভৎস আকৃতি, কঙ্কালপূর্ণ ও রক্তাক্ত পথ তাহারা অতিক্রম করিতে লাগিলেন। তীক্ষ্ণ কণ্টক ও পত্র তাঁহাদের গতি রোধ করিতে লাগিল। অত্যুত্তপ্ত বালুকা ও প্রস্তরে পদ দগ্ধ হইতে লাগিল। রাজা যুধিষ্ঠির দূতকে আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "এ কোথায় আনিলে ? দেবদূত বলিলেন আমি আপনাকে এইখানেই আনিতে আদিষ্ট হইয়াছি। যদি আপনার ইচ্ছা না হয়, ফিরিয়া আসিতে পারেন। তিনি মনে করিলেন তাঁহার ভ্রাতৃগণ এরূপ স্থানে থাকিবার যোগ্য নহে, এই ভাবিয়া প্রত্যাগমনের উদ্যোগ করিতেছেন এমন সময়ে বহু আর্ত্তস্বর তাঁহার কর্ণে প্রবিষ্ট হইতে লাগিল। তিনি জিজ্ঞাসা

করিলেন তোমরা কে ? চারিদিক হইতে উত্তর করিতে লাগিল "আমি কর্ণ, আমি ভীম, আমি অর্জ্জুন, আমি নকুল, আমি সহদেব, আমি দ্রৌপদী, আমরা দ্রৌপদেয়গণ।" তৎশ্রবণে রাজা যুধিষ্ঠির দেবদূতকে বলিলেন "তুমি যাঁহাদের দূত তাঁহাদের নিকট গমন কর, আমি তথায় গমন করিব না, এইখানেই থাকিলাম, তাঁহাদিগকে নিবেদন কর। আমার ভ্রাতৃগণ যেখানে, আমার স্বর্গও সেইখানে।" তৎক্ষণাৎ দিব্যগন্ধে দিক্ সকল পূর্ণ হইল। চারিদিকে পুণ্যগন্ধ, সমীরণ, সমুজ্জ্বল আলোক, দেবতাগণ চতুর্দ্দিক হইতে যুধিষ্ঠিরকে বেষ্টিত করিলেন। কারণ নরকের অপেক্ষা প্রেমের শক্তি অধিক, যাতনা প্রণয়ের কাছে মস্তক অবনত করে।

পরিবারের বাহিরে প্রদর্শনযোগ্য প্রধানতম গুণ দয়া। ভারতীয় আর্য্যগণ এই গুণের কতদূর পক্ষপাতী ছিলেন, তাহার বিবরণ নকুলোপাখ্যানে অবগত হওয়া যায়। এই নকুল যদৃচ্ছাক্রমে রাজা যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞসভায় উপনীত হইয়া দেখিলেন, যে সমুদায় তোরণ যূপ ও যজ্ঞপাত্র গুলি স্বর্ণ নির্ম্মিত ; এবং সকলেই স্ব স্ব অভিলাষানুরূপ ধনরত্নাদি গ্রহণ করিতেছে, কেহ তাহাদিগকে নিষেধ করিতেছে না। নকুল বলিল এই যজ্ঞে সমারোহ এত অধিক হইলেও ইহা দরিদ্র ব্রাহ্মণের শক্তু দান অপেক্ষা পুণ্যকর নহে। এই কথা বলিয়া তিনি দরিদ্রব্রাহ্মণের শক্তুদান বিবরণ বর্ণনা করিয়াছিলেন। কোনও এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ উঞ্ছবৃত্তির দ্বারা সঞ্চিত শস্যে কষ্টে স্ত্রী, পুত্র, পুত্রবধূ ও নিজের প্রাণরক্ষা করিতেন। কোনও সময়ে ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হওয়াতে, কৃষকগণ ভূমিতে অতি

সামান্যই শস্য ফেলিয়া যাইত। কারণ তখন ভূমি তৃণহীন হইয়াছিল, শস্যও উৎপন্ন হয় নাই। সুতরাং তিনি সপরিবারে দিন দিন ক্ষীণ হইতে লাগিলেন। একদা বহুকষ্টে অত্যল্পমাত্র যব সঞ্চিত হইয়াছিল, উহা চূর্ণ করিয়া তাঁহার পত্নী চারিভাগ করিয়াছিলেন, সকলে আহারের উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময়ে একটী অতিথি দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেন, ব্রাহ্মণ তৎক্ষণাৎ উত্থিত হইয়া তাঁহাকে বসিবার আসন ও পানীয় জল প্রদান পূর্ব্বক, আহার করিবার জন্য নিজের অংশ প্রদান করিলেন। অতিথি আহার করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার ক্ষুন্নিবৃত্তি হইল না। তদ্দর্শনে গৃহিনী নিজ অংশ আনিয়া অতিথিকে প্রদান করিতে বলিলেন; ব্রাহ্মণ বলিলেন, তুমি ক্ষীণ হইয়াছ, তোমার দেহ কম্পিত হইতেছে, তোমার খাদ্য ও জল থাকুক, তোমার জীবন নাশ হইলে এই গৃহস্থালী থাকিবে না। কিন্তু পত্নীর নির্ব্বন্ধাতিশয্যে তাঁহার অংশও অতিথিকে দিতে বাধ্য হইলেন। কিন্তু তথাপি অতিথির ক্ষুধা গেল না। তখন ব্রাহ্মণ পুত্র তাহার নিজের অংশ আনিয়া প্রদান করিলেন, কিন্তু তাহাতেও অতিথির ক্ষুন্নিবৃত্তি হইল না। তদ্দর্শনে পুত্রবধূও নিজ অংশ আনিয়া দিলেন, কিন্তু বালিকার অংশ লইয়া অতিথিকে দিতে ব্রাহ্মণের বড়ই কষ্ট হইল। পুত্রবধূ বলিলেন, আমাকে আতিথ্যধর্ম্ম পালন করিতে বিরত করিবেন না। অতিথি দেবতা। তাঁহাকে নিজের মাংস স্বরূপ এই খাদ্য দান করিয়া পরিতুষ্ট করুন। ব্রাহ্মণ পুত্রবধূর নির্ব্বন্ধাতিশয্য দেখিয়া তাহার অংশ লইয়া অতিথির সম্মুখে রক্ষা করিলেন। তিনিও গ্রহণ পূর্ব্বক আহার করিলেন। তৎপরে

যখন অতিথি উঠিয়া দাঁড়াইলেন, তখন তাঁহার দেহ হইতে কিরণ ঝলসিতে লাগিল; সকলে দেখিল সম্মুখে ধর্ম্মরাজ দণ্ডায়মান। নকুল বলিতে লাগিল, অতিথির ভোজন পাত্রে যৎকিঞ্চিৎ উচ্ছিষ্ট অবশিষ্ট ছিল, আমি তাহাতে লুণ্ঠিত হওয়াতে আমার অর্দ্ধাধিক দেহ স্বর্ণময় হইয়াছে। দয়ার এমনি গুণ যে সামান্য যবকণারও এইরূপ অদ্ভুত শক্তি লাভ হইয়াছিল।

একদা একজন লুব্ধক অরণ্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া প্রবল ঝটিকা মধ্যে পতিত হইয়াছিল। প্রবল বৃষ্টি হওয়াতে সমুদায় পথ ঘাট জলে প্লাবিত হইয়া যেন নদীর আকার ধারণ করিল। উচ্চ ভূমিসমূহে ভল্লুক সিংহাদি হিংস্র জন্তুগণ আশ্রয় লইল। শীতে ও ভয়ে কম্পিত হইয়াও সে নিজের নিষ্ঠুর স্বভাব ভুলিতে পারিল না। দূরে একটী কপোতীকে পতিতা দেখিয়া সে তাহাকে তুলিয়া লইয়া নির্দ্দয়ভাবে নিজের পিঞ্জর মধ্যে নিক্ষেপ করিল। অবশেষে ভ্রমণ করিতে করিতে ব্যাধ এক বৃহৎ বনস্পতি সমীপে উপনীত হইল। ঐ মহাবৃক্ষের শাখায় বহুপক্ষী বাস করিত। ঐ বৃক্ষটী জগদীশ্বর বহুজীবের আশ্রয় কল্পনা করিয়া ঐ স্থানে স্থাপন করিয়াছিলেন। ব্যাধ উহার তলে আশ্রয় গ্রহণ করিল। ক্রমে ক্রমে মেঘ অন্তরিত হইল, আকাশ পরিষ্কৃত হইল, গগনে অসংখ্য তারা প্রকাশ পাইল। কিন্তু ব্যাধের আবাস অনেক দূরে, তাহার আর সে রাত্রে গৃহে গমন করিতে ইচ্ছা হইল না। সে সেই বৃক্ষতলে নিশা অতিবাহিত করিতে বাসনা করিল। ব্যাধ বৃক্ষতলে শয়ন করিয়া, শ্রবণ করিল কপোত দুঃখ করিয়া

বলিতেছে "হায় প্রিয়ে তুমি কোথায়? এখনও প্রত্যাগতা হইতেছ না কেন? না জানি, তোমার কি বিপদ ঘটিয়াছে? হায় আমার কপোতী যদি প্রত্যাগতা না হয়, তবে আমার জীবন-ধারণ বিড়ম্বনা মাত্র। গৃহ ত গৃহ নয়, গৃহিণীই গৃহ। হায় আমার আহার হইলে তবে সে আহার করে, আমার সঙ্গে স্নান করে, আমার আনন্দে আনন্দ বোধ করে, আমার দুঃখে দুঃখিতা হয়। কিন্তু আমি কোনও কারণে ক্রুদ্ধ হইলে সে সুমধুর বাক্যে আমার রোষাপনোদন করে। এরূপ পত্নীর অভাবে আমার জীবন শূন্যময় বোধ হইতেছে। এরূপ পত্নীর অভাবে অট্টালিকাও অরণ্য বোধ হয়। এইরূপ সঙ্গিনীই ধর্ম্মাদি কার্য্যে বিশ্বাস যোগ্যা সহচরী। এইরূপ পত্নীই পতির বহুমূল্য সম্পত্তি। এইরূপ পত্নীই জীবনের সকল ব্যাপারে উপযুক্ত সঙ্গিনী। এইরূপ পত্নীই সকল প্রকার মানসিক ব্যাধির মহৌষধ। পত্নীর ন্যায় বন্ধু নাই, পত্নীর ন্যায় আশ্রয় নাই।

স্বামীর কাতরোক্তি শ্রবণ করিয়া কপোতী বলিতে লাগিল, আজি পিঞ্জরাবদ্ধ হইয়াও স্বামীর মনোভাব অবগত হইয়া আপনাকে পরম সুখী জ্ঞান করিতেছি। স্বামী যাহার প্রতি তুষ্ট নহেন, সে পত্নী পত্নীই নহে। কিন্তু আমাদের এই ব্যাধের বিষয় চিন্তা করা উচিত; এই ব্যক্তি প্রবল বাত্যাহত হইয়া আজ গৃহে গমন করিতে পারিল না। এ এখন আমাদের অতিথি, কারণ আমাদের আবাস বৃক্ষতলেই আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে।" তচ্ছ্রবণে কপোত মধুর বাক্যে ব্যাধকে অভ্যর্থনা করিয়া বলিতে লাগিল, "আপনি

অতিথিরূপে আমার গৃহে আসিয়াছেন, এক্ষণে কি করিব আদেশ করুন। ব্যাধ বলিল, আমার দেহ শীতে অবশ হইয়া আসিতেছে, যদি পার আমায় উত্তাপ প্রদান কর। কপোত তখনি ওষ্ঠপুট দ্বারা তৃণপত্রাদি সংগ্রহ করিয়া এবং নিকটবর্ত্তী গ্রাম হইতে একটু অগ্নি আনয়ন পূর্ব্বক অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিল। ব্যাধ সেই অগ্নির তাপে দেহ উত্তপ্ত করিয়া আহারের বাসনা করিল, তখন কপোত চিন্তা করিল সঞ্চিত আহার্য্য ত কিছুই নাই, অথচ ক্ষুধার্ত্ত অতিথি অভুক্ত থাকিবেন তাহাও কর্ত্তব্য নহে। "এই ভাবিয়া কপোত তিনবার অগ্নি প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক অগ্নিতে দেহত্যাগ করিবার সময় বলিল, "আমার দেহে ক্ষুন্নিবৃত্তি কর।

এই অভূতপূর্ব্ব দয়ার কার্য্য দেখিয়া ব্যাধের মনে স্বীয় পূর্ব্বকৃত পাপের তাড়না উপস্থিত হইল, তাহার অসৎ স্বভাব দূর হইল; সে বলিল, পক্ষী তুমি আমার গুরু; তুমি আমায় কর্ত্তব্য শিখাইলে। আজ হইতে আমি আর পাপ পথে পদার্পণ করিব না, পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিব। আর পাপ আহারে উদর পূর্ণ করিব না, অনাহারে দেহ শুষ্ক করিব। আজ হইতে ধর্ম্মপথই আমার আশ্রয়। সে তাহার লগুড়, পাশ ও পিঞ্জর পরিত্যাগ করিল। পিঞ্জরস্থ পক্ষিণীকে মুক্ত করিল। পক্ষিণীও সপ্তবার অগ্নি প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক দেহত্যাগ করিল। দেহত্যাগ করিবার পূর্ব্বে বলিয়াছিল—

"নিত্য মাতা কাছে কন্যা পায় বহু দান।
পতির প্রেমের তাহা নহেত সমান॥

পতিই পত্নীরে দেন সর্ব্বস্ব তাহার।
দেন তারে দেহ মন ধন আপনার ॥
চিরদিন এক সঙ্গে করি অবস্থান।
এখন একাকী থাকা নরক সমান ॥

ব্যাধের, এই ব্যাপারের সঙ্গে সঙ্গে দিব্য দৃষ্টি জন্মিল; সে দেখিল পক্ষী ও পক্ষিণী দিব্যদেহ ধারণ পূর্ব্বক স্বর্গে গমন করিতেছে। সেই দিন হইতে ব্যাধ তাপসবৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক অবস্থান করিতে লাগিল। কিছুদিন পরে দাবাগ্নিতে তাহার দেহ ভস্মীভূত হইলে সঙ্গে সঙ্গে তাহার পাপরাশিও সেই কঠোর তপে ধ্বংস হইয়া গেল।

ক্ষমা দ্বিতীয় গুণ। রামচন্দ্রের সম্বন্ধে লিখিত আছে, শত অপকারেও অপরাধীর প্রতি তাঁহার মনোবিকার জন্মিত না। কিন্তু একটু উপকারের কথা তাঁহার অন্তরে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিত। আবার বিদুরের বিষয় শ্রবণ কর। তিনি যেরূপ অপমান ভুলিয়া ক্ষমা করিতেন, তাহা অতুলনীয়। রাজা ধৃতরাষ্ট্র, দুর্য্যোধন সম্বন্ধে কি কর্ত্তব্য বিদুরকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। বিদুর বলিয়াছিলেন, দুর্য্যোধনকে পাণ্ডবগণের সহিত সদ্ভাবে কালযাপন করিতে বলুন। এবং যাহারা দুর্য্যোধনকে, পাণ্ডবগণের প্রতি দুর্ব্যবহার করিতে সহায়তা করিয়াছিল, তাহারাও পাণ্ডবগণের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করুক; তাহা হইলে, সকল গোল মিটিয়া যাইবে। এই কথায় ধৃতরাষ্ট্র কুপিত হইয়া তাঁহাকে বহু কটূক্তি করিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে পক্ষপাতী ও অকৃতজ্ঞ বলিয়া আপনার সম্মুখ হইতে চলিয়া যাইতে বলিয়াছিলেন। কাজেই বিদুর পাণ্ডবগণের নিকট অরণ্যে গমন

করিলেন এবং যুধিষ্ঠিরকে আপনার অপমানকাহিনী শুনাইলেন এবং বিবিধ উপদেশবাক্যে তাঁহাদিগকে কর্ত্তব্য শিক্ষা দিতে লাগিলেন। এদিকে বিদুরকে বিদূরিত করিয়া ধৃতরাষ্ট্রের মনে অত্যন্ত কষ্ট হইতে লাগিল; তিনি নিজের অন্যায় বুঝিতে পারিয়া সঞ্জয়কে বলিলেন "সঞ্জয় আমি ভ্রাতাকে অকারণে অপমান করিয়াছি, দেখ দেখি সে জীবিত আছে কি না? যাও, শীঘ্র তাকে আমার কাছে আনয়ন কর।" সঞ্জয় গমন করিলেন বটে, কিন্তু বিদুর যে আবার ফিরিয়া আসিবেন, একথা তাঁহার মনে স্থান পাইল না। তিনি অরণ্যে গমন করিয়া বিদুরকে পাণ্ডবগণের নিকট সম্মানিতভাবে কালযাপন করিতে দর্শন করিলেন। সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রের বাক্য জ্ঞাপন করিবামাত্রই বিদুর গাত্রোত্থান করিয়া ভ্রাতুষ্পুত্রগণের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া অবিলম্বে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সমীপে আগমন করিলেন। ধৃতরাষ্ট্র ক্ষমা প্রার্থনা করিতে উদ্যত হইলে, বিদুর বলিলেন "আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা নিষ্প্রয়োজন, আপনি আমার জ্যেষ্ঠ এবং গুরু, আমার মান্যের পাত্র। আপনার আদেশ শুনিবামাত্রই আমি ছুটিয়া আসিয়াছি। আপনাকে না দেখিয়া আমার বড়ই কষ্ট হইয়াছিল। আমি যে পাণ্ডবদিগকে স্নেহ করি, সে কেবল তাহারা বড়ই দুরবস্থাগ্রস্ত বলিয়া। তোমার পুত্রগণ আমার বড়ই প্রিয়, কিন্তু পাণ্ডবদের কষ্ট হৃদয়দ্রবকর। এইরূপে কনিষ্ঠ জ্যেষ্ঠের সমুদায় লাঞ্ছনাবাক্য ভুলিয়া তাহার নিকট পুনরায় আগমন করিয়াছিলেন।

ভদ্রতা প্রাচীন হিন্দুগণের জীবনের একটী প্রধান গুণ। প্রাচীন গ্রন্থে আমরা নায়কগণের বাক্যে ও কার্য্যে তুল্যরূপ ভদ্রতা

দর্শন করি। তাহারা সদসৎ শত্রু মিত্র অতিথির প্রতি সমভাবে সদ্ব্যবহার করিতেন। রামচন্দ্রের বাক্য অতীব কোমল ছিল। তিনি সর্ব্বদা সহাস্যবদনে কথা কহিতেন। সম্পদের অধিশ্বরী কোনও সময়ে দানবগণ সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন "তাহারা বড়ই মধুর ভাষী, সকলের সহিত বন্ধুভাবে ব্যবহার করে এবং তাহাদের ক্ষমাগুণও যথেষ্ট, এই সকল গুণের জন্যই আমি তাহাদের আলয়ে বাস করি। কিন্তু যখন তাহারা ক্রোধবশে, অন্যায় আচরণে প্রবৃত্ত হয়, তখনি আশা, বিশ্বাস, জ্ঞান, সন্তোষ, জয়, উন্নতি ও ক্ষমাকে সঙ্গে লইয়া তাহাদিগকে ত্যাগ করি। নারদও মিষ্টভাষী, মহ-দন্তকরণ ও স্পষ্টবাদী, ক্রোধ ও লোভশূন্য ছিলেন। সেই জন্য সর্ব্বত্র সকলে তাঁহাকে ভালবাসিত ও শ্রদ্ধা ভক্তি করিত। ভীষ্মদেব বলিয়াছিলেন, দৃষ্টি, বাক্য বা চিন্তা দ্বারাও অপরের হীনতা লক্ষ্য করা উচিত নহে। কাহারও সম্বন্ধে মন্দ বলাও ভাল নহে। আমাদের কাহারও অপ্রিয় আচরণ করা বা অপকার করা কর্ত্তব্য নহে। অন্যের শ্লেষবাক্য উপেক্ষা করাই উচিত। এমন কি যদি কেহ আমাদিগকে ক্রুদ্ধ করিতে চেষ্টা করে, তখনও তাহাকে মিষ্টবাক্যে সম্ভাষণ করিবে। নিন্দার পরিবর্ত্তে কাহারও নিন্দা করিও না। আর একস্থলে দেবর্ষি নারদ পদ্ম নামক নাগের সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, তিনি একেবারে কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তিপথ অবলম্বন করিয়া চলিয়াছেন, তিনি সর্ব্বদা অতিথিপ্রিয়, ক্ষমাশীল এবং কাহারও অনিষ্ট করেন না; তিনি সত্যভাষী এবং দ্বেষহীন, প্রিয়বাদী এবং সকলের উপকারে সর্ব্বদা রত। একদা এক ব্রাহ্মণ তাঁহার নিকট

শিক্ষার্থী হইয়া গমন করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি সে সময়ে গৃহে ছিলেন না। তাহার পত্নী তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া বসিতে বলি-লেন, কিন্তু তিনি তাঁহার পতির আগমন প্রতীক্ষায় নদীতীরে দণ্ডায়-মান থাকিলেন। সেই স্থানে অবস্থান সময়ে তাঁহার আহার করা হইল না। নাগরাজের আত্মীয়গণ তাঁহার নিকট আগমন পূর্ব্বক আতিথ্য গ্রহণে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা বলিলেন আপনি অভুক্ত থাকিলে, আমাদের আতিথ্যধর্ম্মের ব্যাঘাত হয়। সেই জন্য আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই অধীর হইয়াছে।” ব্রাহ্মণ ধীরভাবে বলিলেন, আপনাদের সদয় ভাবেই আমার আহার গ্রহণ হইয়াছে, কিন্তু যে পর্য্যন্ত নাগরাজের সহিত সাক্ষাৎ না হয়, সে পর্য্যন্ত আহার গ্রহণ করিব না। অবিলম্বেই নাগরাজ প্রত্যাগত হইলেন, তাঁহার পত্নীর সহিত যে কথোপকথন হইয়াছিল, তাহাতেই আমরা গার্হস্থ্যধর্ম্মের বহু উপদেশ দেখিতে পাই। সকলের উপকার করাই গৃহস্থধর্ম্ম। যে কেহ অতিথিরূপে আগমন করিবেন, তাঁহাকে যথাশক্তি শুশ্রূষা করা কর্ত্তব্য। গৃহস্থের প্রিয়বাদী ক্রোধহীন, অহঙ্কারহীন, দয়ালু ও সত্যবাদী হওয়া উচিত। প্রাচীনকালে এইরূপ সামাজিক কর্ত্তব্য শিক্ষা দেওয়া হইত।

* * * *

পিতৃভির্ভ্রাতৃভিশ্চৈতাঃ পতিভির্দেবরৈস্তথা।
পূজ্যাভূষয়িতব্যাশ্চ বহু কল্যাণমীপ্সুভিঃ ॥৫৫॥
যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।
যত্রৈতাস্তু ন পূজ্যন্তে সর্ব্বাস্তত্রাফলাঃ ক্রিয়াঃ ॥৫৬॥

শোচন্তি জাময়ো যত্র বিনশ্যত্যাশু তৎ কুলং।
ন শোচন্তি তু যত্রৈতা বর্দ্ধতে তদ্ধি সর্ব্বদা ॥৫৭॥
জাময়ো যানি গেহানি শপন্ত্যপ্রতিপূজিতাঃ।
তানি কৃত্যাহতানীব বিনশ্যন্তি সমন্ততঃ ॥৫৮॥

(মনু ৩ অঃ)

পিতা ভ্রাতা পতি আর দেবরাদি যত।
নারীরে ভূষণ দানে পূজিবে সতত ॥
কল্যাণ কামনা যার আছয়ে অন্তরে।
রমণীরে অবহেলা সে জন না করে ॥৫৫॥
নারী যথোচিত পূজা পায় যেই খানে।
সকল দেবতা সুখে থাকেন সেখানে ॥
যথা নারী হতাদর হয় কদাচন।
সেখানে নিষ্ফলা ক্রিয়া শাস্ত্রের বচন ॥৫৬॥
যথা কুলনারীগণ মনে শোক পায়।
সেই কুল ধ্বংস হয় কি সন্দেহ তায় ॥
তাঁহাদের মনে কোন কষ্ট নাহি দিলে।
বৃদ্ধি পায় কুল সর্ব্ব সুখ মিলে ॥৫৭॥
অপমান পেয়ে যদি কুলনারীগণ।
কোন গৃহে শাপ দেন কষ্টযুক্ত মন ॥
সেই গৃহ কৃত্যাহত গৃহের সমান।
অচিরে হইবে নষ্ট শুন মতিমান্ ॥৫৮॥

* * *

এতাবানেব পুরুষো যজ্জায়াত্মা প্রজেতিহ।
বিপ্রাঃ প্রাহুস্তথা চৈতৎ যোভর্ত্তা সা স্মৃতাঙ্গনা ॥৪৫॥
(মনু ৯ অঃ)

নিজে জায়া আর তাঁর প্রজা সমুদায়।
সকল মিলিত হয়ে পুরুষ নিশ্চয় ॥
এই সে কারণে বলেছেন বিপ্রগণ।
যেই জায়া সেই ভর্ত্তা শাস্ত্রের বচন ॥৪৫॥

.. ..

প্রজনার্থং স্ত্রিয়ঃ স্থষ্টাঃ সন্তানার্থংচ মানবাঃ।
তস্মাৎ সাধারণো ধর্ম্মঃ শ্রুতৌ পত্ন্যা সহোদিতঃ ॥৯৬॥
অন্যোন্যস্যাব্যভীচারো ভবেদামরণান্তিকঃ।
এষ ধর্ম্মঃ সমাসেন জ্ঞেয়ঃ স্ত্রীপুংসয়োঃপরঃ ॥১০১॥
তথা নিত্যং যতেয়াতাং স্ত্রীপুংসৌ তু কৃতক্রিয়ৌ।
যথা নাভিচরেতাং তৌ বিযুক্তাবিতরেতরং ॥১০২॥
(মনু ৯ অঃ)

জননী হবার তরে নারীর স্থজন।
পুত্র উৎপাদন তরে নরের জনম ॥
সাধারণ ধর্ম্ম দোঁহে সেই সে কারণে
পত্নীসহ ধর্ম্ম আচরিবে শুদ্ধমনে ॥৯৬॥
মরণ পর্য্যন্ত দোঁহে রবে একমন।
নর নারী ধর্ম্ম এই শাস্ত্রের বচন ॥১০১॥

নর নারী বিবাহিত হইয়া প্রথমে।
দোঁহে দুঁহু ধর্ম্মভাবে বাড়াইবে ক্রমে॥
বিচ্ছিন্ন না হবে কভু তাঁহারা দুজন।
মনেও না করিবেক বিশ্বাস ঘাতন॥১০২॥

... ...

তৃণানি ভূমিরুদকং বাক্ চতুর্থীচ সুনৃতা।
এতান্যপি সতাং গেহে নোচ্ছিদ্যন্তে কদাচন।১০১।
অপ্রণোদ্যোহতিথিঃ সায়ং সূর্য্যোঢ়ো গৃহমেধিনা।
কালে প্রাপ্তস্ত্বকালে বা নাস্যানশ্নন্ গৃহে বসেৎ॥১০৫॥
ন বৈ স্বয়ং তদশ্নীয়াদতিথিং যন্ন ভোজয়েৎ।
ধন্যং যশস্যমায়ুষ্যং স্বর্গ্যঞ্চাতিথিভোজনং॥১০৬॥

(মনু ৩ অঃ)

তৃণ, ভূমি, জল, মনোহর বাক্য আর।
সতের গৃহেতে নাই অভাব ইহার॥১০১॥
সায়ং কালে সূর্য্য যদি অতিথি পাঠান।
তারে দূর না করে গৃহস্থ মতিমান্॥
আসিলে অতিথি গৃহে কালে বা অকালে।
অনশনে তারে না রাখিবে কোন কালে॥১০৫॥
অতিথিরে যে দ্রব্য না করিবে অর্পণ।
গৃহস্থ সে দ্রব্য যেন না করে ভোজন॥
অতিথির সুভোজনে গৃহীর নিশ্চয়।
ধন যশ আয়ুবৃদ্ধি স্বর্গলাভ হয়॥১০৬॥

* * * *

সত্যং ব্রূয়াৎ প্রিয়ং ব্রূয়াৎ ন ব্রূয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্।
প্রিয়ং চ নানৃতং ব্রূয়াদেষ ধর্ম্মঃ সনাতনঃ ॥১৩৮॥

(মনু ৪ অঃ)

সত্য কথা কবে, কবে সুপ্রিয় বচন।
যে সত্য অপ্রিয়, না কহিবে কদাচন॥
মিথ্যা করি প্রিয়বাক্য না কহ কখন।
নিশ্চয় জানিও ইহা ধর্ম্ম সনাতন ॥১৩৮॥

***

যস্য বাঙ্‌মনসীশুদ্ধে সম্যক্ গুপ্তে চ সর্ব্বদা।
স বৈ সর্ব্বমবাপ্নোতি বেদান্তোপগতং ফলং ॥১৬০॥
নারুন্তুদঃ স্যাদার্ত্তোঽপি ন পরদ্রোহকর্ম্মধীঃ।
যয়াস্যোদ্বিজতে বাচা নালোক্যাং তামুদীরয়েৎ ॥১৬১॥

(মনু ২ অঃ)

বাক্য মন শুদ্ধ-গুপ্ত সম্যক্ প্রকারে।
সেই বেদান্তোক্ত ফল পাবে লভিবারে ॥১৬০॥
যদি পেয়ে থাক কষ্ট তবুও কখন।
মর্ম্মপীড়া পরদ্রোহে নাহি দিও মন॥
যেই বাক্যে অপরের মনে কষ্ট হয়।
সেই ত বচন কভু বলা ভাল নয় ॥১৬১॥

* * *

নাস্তিক্যং বেদনিন্দা চ দেবতানাং চ কুৎসনং।
দ্বেষং স্তম্ভং চ মানং চ ক্রোধং তৈক্ষ্ণং চ বর্জ্জয়েৎ ॥১৬৫॥

(মনু ২অঃ)

নাস্তিকতা বেদনিন্দা দেবনিন্দা আর।
দ্বেষ-স্তম্ভ-মান ক্রোধ কর পরিহার ॥১৬৫॥

*　　　*　　　*

নারুন্তুদঃ স্যান্ননৃশংসবাদী
　　ন হীনতঃ পরমভ্যাদদীত ॥
যায়স্য বাচা পর উদ্বিজেত
　　নতাং বদেদুষিতীং পাপলোক্যাং ॥৮॥
অরুন্তুদঃ পরুষং তীক্ষ্ণবাচং
　　বাক্‌কণ্টকৈর্ব্বিতুদন্তং মনুষ্যাম্ ।
বিদ্যাদলক্ষ্মীকতমং জনানাং
　　মুখেনিবদ্ধাং নির্ঋতিং বহন্তং ॥৯॥
বাকসায়কাবদনান্নিষ্পতন্তি
　　বৈরাহতঃ শোচতি রাত্র্যহানি ।
পরস্য নামর্ম্মসুতে পতন্তি
　　তান্‌পণ্ডিতোনাবসৃজেৎপরেষু ॥১১॥
নহীদৃশং সম্বদনং ত্রিষু লোকেষু বিদ্যতে
দয়ামৈত্রী চ ভূতেষু দানং চ মধুরা চ বাক ॥১২॥
তস্মাৎ সান্ত্বং সদাবাচ্যং নবাচ্যং পরুষং কচিৎ ।
পূজ্যান্ সংপূজয়েৎ দদ্যান্ন চ যাচেৎ কদাচন ॥১৩॥
　　　　(মহাভারত আদিপর্ব্ব ৮৭অঃ)

নিষ্ঠুর বাক্যেতে কারো না কর পীড়ন।
ছলে শত্রু জয় না করহ কদাচন ॥

পরের উদ্বেগকর বাক্য না বলিবে।
পাপ কথা উচ্চারণ কভু না করিবে ॥৮॥
মর্ম্মস্পর্শী তীক্ষ্ণ আর পরুষ বচনে।
যেই কভু কষ্ট দেয় অন্যজনে,
লক্ষীছাড়া যেই জন জানিও নিশ্চয়।
পাপ রাক্ষসেরে যেই মুখে করিবয় ॥৯॥
মন্দবাক্য জেনো তীক্ষ্ণ শরের সমান।
মুখ হইতে বাহিরায়ঃবধিবারে প্রাণ ॥
যার গায় লাগে সেই কাঁদে নিশিদিন।
না ত্যাজে এমন কভু যে জন প্রবীণ ॥১১॥
দয়াঁমৈত্রী সুখ আর সুবাক্য যেমন।
ত্রিভুবনে নাহিক ইহার মত ধন ॥১২॥
সেই সে কারণে বলে মৃদু বাক্য সদা।
মানী জনে মানদানে পূজহ সর্ব্বদা ॥
দুঃখীরে করহ দান ক্ষমতা যেমন।
কারো কাছে ভিক্ষা তুমি করোনা কখন ॥১৩॥

***

ক্রুদ্ধঃ পাপং নরঃ কুর্য্যাৎ ক্রুদ্ধোহন্যাৎ গুরূনপি।
ক্রুদ্ধঃ পুরুষয়া বাচা শ্রেয়সোহবমন্যতে ॥৪॥
আত্মানমপি চ ক্রুদ্ধঃ প্রেষয়েদ্ যমসাদনং।
এতান্ দোষান্ প্রপশ্যদ্ভির্জিতঃ ক্রোধো মনীষিভিঃ ॥৬

(মহাভারত বনপর্ব্ব ২৯ অ)

ক্রুদ্ধ নর করে পাপ গুরু হত্যা করে।
পরুষবাক্যেতে সদা মানীমান হরে ॥৫
ক্রুদ্ধ পারে নাশিবারে আপনার প্রাণ।
এত দোষ তাই ক্রোধ ত্যজে মতিমান্ ॥৬

* * *

কিংস্বিদেকপদং ব্রহ্মন্ পুরুষঃ সম্যগাচরণ।
প্রমাণং সর্ব্বভূতানাং যশশ্চৈবাপ্নুয়ান্মহৎ ॥২
সান্ত্বমেকপদং শক্র পুরুষ সম্যগাচরণ।
প্রমাণং সর্ব্বভূতানাং যশশ্চৈবাপ্নুয়ান্মহৎ ॥৩
এতদেক পদং শক্র সর্ব্বলোকসুখাবহং।
আচারণ সর্ব্বভূতেষু প্রিয়ো ভবতি সর্ব্বদা ॥৪
হেন এক বস্তু কিবা বলহ আমায়।
আচরণে যার পূজ্য হয় (আর) যশ পায় ॥২
নম্রতা সে এক বস্তু করি আচরণ।
যশস্বী হইতে পারে পূজার ভাজন ॥৩
এই মাত্র এক বস্তু সুখের আধার।
আচরি সবার প্রিয় হওয়া নহে ভার ॥৪

* *

যস্ত ক্রোধং সমুৎপন্নংপ্রজ্ঞয়া প্রতিবাধতে।
তেজস্বিনং তং বিদ্বাংসো মন্যন্তে তত্ত্বদর্শিনঃ ॥১৭
(মহাভারত বনপর্ব্ব ২৯ অ)
সমুৎপন্ন ক্রোধ নাশে যেবা প্রজ্ঞাবলে।
তেজস্বী বলেন তাঁরে বিদ্বান্ সকলে ॥

দশম অধ্যায়।



নিকৃষ্টের প্রতি ব্যবহার।

যতই আমরা সংসারে অধিক হইতে অধিকতর প্রবিষ্ট হইতে হইতে থাকিব, ততই আমাদের অপেক্ষা অল্পবয়স্ক, অল্পজ্ঞানী, দরিদ্র ও সমাজের নিম্নতর লোকের সহিত আমাদের সম্পর্ক ঘটিতে থাকিবে। যাহারা কোনও না কোন প্রকারে আমাদের অপেক্ষা নিকৃষ্ট, তাহাদের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিলে এবং তাহাদের সম্পর্কে কোন কোন গুণের চর্চ্চা ও কোন কোন দোষের পরিহার করিলে, সামঞ্জস্য রক্ষিত হইবে, তাহা অবগত হওয়া কর্ত্তব্য।

আমাদের বয়ঃকনিষ্ঠগণের সহিত ব্যবহার নির্ণয়ই সর্ব্বপ্রথম প্রয়োজনীয়। তন্মধ্যে পুত্রকন্যাদির প্রতি পিতামাতার ব্যবহারই প্রধান। কোমলতা, সহানুভূতি, মধুরতা ও দয়া জনক জননীর প্রধান প্রয়োজনীয় ধর্ম্ম। ইহাদ্বারা গৃহ সমুদয় হয়। পিতা ও মাতা তাহাদের সন্তানগণকে ভালবাসেন। তাহাদের কষ্টে কষ্ট বোধ করেন। তাহাদের সুখে সুখী হন এবং তাহাদের সহিত সর্ব্ববিষয়ে সহানুভূতি প্রকাশ করেন।

এই বিষয় একটী প্রাচীন উপাখ্যানে সুন্দররূপে বর্ণিত আছে। পুরাকালে গোজননী সুরভি দেবরাজের সমক্ষে উপনীত হইয়া

রোদন করিতে করিতে বলিয়াছিলেন "আমার সন্তানগণের কষ্টে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। দেবরাজ ঐ দেখ আমার দুর্ব্বল সন্তান হলবহনে অসমর্থ হইয়া বারম্বার ভূপতিত হইতেছে, তথনি নির্দ্দয় কৃষক তাহাকে বারম্বর তাড়না করিতেছে। যাহারা বলবান্ তাহারা অনায়াসে ভার বহন করিতে পারে, কিন্তু দুর্ব্বলের তাহাতে কষ্ট হয়। আমি সেই দুর্ব্বল সন্তানগুলির কষ্ট দেখিয়াই রোদন সম্বরণ করিতে পারিতেছি না। তাহাদের কষ্ট দেখিলে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয়।" ইন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার সহস্র সন্তান ত অহর্নিশি এইরূপ কষ্টভোগ করিতেছে।" সুরভি বলিলেন "দেবরাজ আমি সেই সহস্রের প্রত্যেকটীর জন্য রোদন করি এবং তাহাদের মধ্যে যে অধিক দুর্ব্বল তাহারই জন্য আমার অধিক কষ্ট হয়। ইন্দ্র তৎশ্রবণে সন্তানের জন্য মাতার হৃদয় যে কিরূপ ব্যথিত হয়, তাহা বুঝিতে পারিলেন। তিনি ধরায় বারিবর্ষণ পূর্ব্বক পশু ও মানুষ উভয়েরই সচ্ছন্দ বিধান করিলেন।

রামচন্দ্রের প্রতি দশরথের বাৎসল্যদর্শনে হৃদয় চমকিত হয়। তিনি তাঁহার আদর্শপুত্রের গুণগান শ্রবণে যেরূপ অতুল আনন্দিত হইয়াছিলেন তাহার বনগমনে ও তেমনি ব্যথিত হইয়াছিলেন। যখন রাজন্য ও প্রকৃতিবর্গ রামচন্দ্রের যৌবরাজ্যোভিষেকের জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন, তখন তিনি রামের শোকে তাঁহার পদতলে লুণ্ঠিত হইয়া বলিয়াছিলেন,

"তিষ্ঠেল্লোকো বিনা সূর্য্যং শস্যং—।
নতুরামং বিনা দেহে তিষ্ঠেত্তু মম জীবিতং॥"

তিনি মিথ্যা বলেন নাই, বস্তুতই রাম বিনা তাহাব দেহে জীবন ছিল না। আবার রামচন্দ্র ও কৌশল্যার হৃদয় বিদারক দৃশ্য স্মরণ কর; তিনি রামকে গমন করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। হৃদয়ের যন্ত্রণায় কাঁদিয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন, রাম গমন করিলে তাঁহার হৃদয় শুষ্ক হইবে। রাম বনে গেলে তিনিও বন-গামিনী হইবেন। গাভী যেমন বৎসের অনুগামিনী হয়, আমিও তেমনি তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিব।

আবার কুন্তীর কষ্টের কথা ভাবিয়া দেখ। তাঁহার পঞ্চপুত্র বনগমন করিতেছে; ছলদ্যূতে তাঁহার পুত্রগণ পরাজিত। কুন্তীর হৃদয়ের বল অত্যন্ত অধিক। তিনি আদর্শ রমণী, আদর্শ জননী। যুদ্ধের সময় তিনি শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন "পাণ্ডবগণকে বলিও এইবার মাতৃস্তন্যে বল প্রদর্শনের সময় আসিয়াছে। মান রক্ষার্থে প্রাণত্যাগও শ্রেয়ঃ।" সেই কুন্তীই কিন্তু পাণ্ডবগণের বনগমন সময়ে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়াছিলেন।

আমার অভিমন্যুর মৃত্যুতে অর্জ্জুনের শোকাবেগ স্মরণ কর। যখন তিনি সমর ক্ষেত্র হইতে শিবিরে প্রত্যাগমন করিতেছিলেন, তাঁহার দেহ যেন বলশূন্য বোধ হইয়াছিল; তিনি শ্রীকৃষ্ণকে তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, শিবিরে আসিয়া ভ্রাতৃগণকে ব্যগ্রভাবে পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, কিন্তু কেহই তাঁহাকে হৃদয় বিদারক পুত্র নিধন বার্ত্তা জ্ঞাপন করিতে পারেন নাই। কিন্তু তাঁহার হৃদয় পুত্রনিধন যন্ত্রণা ভোগ করিতেছিল। নিশ্চয়ই সেই বালক শত্রুগণের দ্বারা বেষ্টিত হইয়া একমনে ভাবিয়াছিল

"আমার পিতা নিশ্চয়ই এই দারুণ সঙ্কটে রক্ষা করিবেন।" কিন্তু তাঁহার পিতা আসিতে পারেন নাই, তাঁহাকে শত অস্ত্র-আঘাতে প্রাণত্যাগ করিতে হইয়াছিল। অর্জ্জুন পুত্রের রক্ষার্থ উপস্থিত হইতে পারে নাই, এই চিন্তাতে তিনি উন্মত্তের মত হইয়াছিলেন, কেন না চিরদিন বীরহৃদয় দুর্ব্বলের রক্ষার জন্য ব্যগ্র। আবার সেই বীর যদি পিতা হন, আর সেই দুর্ব্বল যদি প্রিয়তম পুত্র হয়, তাহা হইলে ঐ ব্যগ্রতার ইয়ত্তা থাকে না।

এই দুর্ব্বলের রক্ষারূপ কর্ত্তব্য, রাজাতেই পূর্ণরূপে বিরাজিত থাকে। এই কর্ত্তব্য সাধন দ্বারাই তিনি প্রজাগণের হৃদয়ে রাজভক্তি জাগাইয়া দেন। ভীষ্মদেব বলিয়াছিলেন, প্রজারঞ্জনই সমুদায় রাজধর্ম্মের সার। যেমন মাতা স্বীয় গর্ভজাত সন্তানের কল্যাণ কামনায় নিরন্তর ব্যস্ত, রাজারও সেইরূপ প্রজার মঙ্গলের জন্য ব্যস্ত থাকা উচিত। যেমন মাতা স্বীয় অভিলষিত বিষয়ের বাসনা ত্যাগ করিয়া কেবল সন্তানের মঙ্গল অন্বেষণ করেন, রাজারও প্রজাগণের জন্য সেইরূপ করা উচিত। এই রক্ষণরূপ কর্ত্তব্য এতই গুরুতর যে, সগর রাজা স্বীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র অসমঞ্জাকে তাঁহার নির্দ্দয়তা অপরাধে নির্ব্বাসিত করিয়াছিলেন।

সাধু রাজাগণের শরণাগত দুর্ব্বল রক্ষণ সম্বন্ধীয় অনেক উপাখ্যান আছে। তাঁহারা যে কেবল মানুষকেই রক্ষা করিতেন তাহা নহে, ইতর প্রাণীরাও তাঁহাদের কৃপার পাত্র ছিল। মহাপ্রস্থান সময়ে একটী কুকুর হস্তিনাপুর হইতে রাজা যুধিষ্ঠিরের অনুগমন করিয়া সেই দুর্গম পথ অতিক্রম পূর্ব্বক বরাবর তাঁহার

সঙ্গে সঙ্গে গিয়াছিল। ইন্দ্র, স্বর্গ হইতে রাজাকে লইয়া যাইবার জন্য আসিয়াছিলেন, তিনি তাঁহাকে রথারোহণ করিতে বলিলে, রাজা সেই কুকুরের মস্তক স্পর্শ পূর্ব্বক বলিয়াছিলেন, "এই কুকুরটী আমার বড়ই অনুরক্ত। এটীও আমার সহিত গমন করিবে, আমি পৃথিবীর এই সন্তানটীর প্রতি বড়ই অনুরক্ত হইয়াছি।" ইন্দ্র বলিলেন, "স্বর্গে কুকুরের প্রবেশাধিকার নাই। হে রাজন্! তুমিই আমার ন্যায় অমরত্ব, দেবত্ব ও অতুল সম্পদ্ এবং দিব্য সুখের অধিকারী হইয়াছ। ঐ কুকুরটী পরিত্যাগ কর, কেবল ঐটিই স্বর্গারোহণের কণ্টক স্বরূপ। এই কার্য্যে কিছুই নিষ্ঠুরতা হইবে না। উহা পৃথিবীতে বদ্ধ, পৃথিবীতেই থাকুক। যুধিষ্ঠির বলিলেন, "হে সহস্রলোচন, হে ধর্ম্মময়, কোনও আর্য্যের অনার্য্যোচিত কার্য্য করা উচিত নয়। আমি শরণাগতকে পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গসুখ চাহি না। ইন্দ্র দৃঢ়ভাবে বলিলেন 'কুকুর সঙ্গে লইয়া স্বর্গে যাওয়া যায় না। কুকুরটী ত্যাগ করিয়া শীঘ্র আগমন করুন। বৃথা সময় নষ্ট করিবার প্রয়োজন নাই।" যুধিষ্ঠির বলিলেন, শরণাগতকে পরিত্যাগ করার তুল্য পাপ নাই। পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন সেই পাপ অপরিমেয়। দুর্ব্বল শরণাগতকে রক্ষা না করা, ব্রহ্মহত্যার ন্যায় মহাপাপ।

হে দেবেন্দ্র আমি স্বর্গসুখ লাভ করিবার জন্য শরণাগত কুকুরটীকে পরিত্যাগ করিতে পারিব না।" ইন্দ্রের আদেশ ও অনুনয়, দুয়ের কিছুতেই ফলোদয় হইল না. তিনি অটল। বৃথা তর্কজালে তাঁহার স্পষ্টদৃষ্টির ব্যতিক্রম হইল না। ইন্দ্র বলিলেন

তুমি পত্নী ও ভ্রাতাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছ, কুকুরটীকে ত্যাগ করিতে দোষ কি? যুধিষ্ঠির বলিলেন আমার ভ্রাতৃগণ ও কৃষ্ণা দেহত্যাগ করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে বাঁচাইবার সামর্থ্য আমার ছিল না, কাজেই আমি তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া আসিতে বাধ্য হইলাম। তাঁহারা যতদিন জীবিত ছিলেন, ততদিন ত তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করি নাই। আমার সঙ্গীগণের এইটী এখনও জীবিত আছে। শরণাগতকে ভয় প্রদর্শন, নারীহত্যা, ব্রহ্মস্বহরণ এই সকল পাপ, আর আশ্রিতত্যাগ আমার বিবেচনায় তুল্য। তখন সেই কুকুর ধর্ম্মমূর্ত্তি ধারণ করিলেন, এবং তাঁহার ও ইন্দ্রের সহিত ধর্ম্মরাজ দেবতা ও মুণি ঋষিগণ কর্ত্তৃক স্তূয়মান হইয়া স্বর্গে গমন করিলেন।

প্রাচীন আর একটী উপাখ্যান শ্রবণ কর। উশীনর নন্দন শিবি একদা রাজসভা মধ্যে সভাসদ্গণের সহিত উপবিষ্ট আছেন, এমন সময়ে একটী কপোত গগনপথে আগমন পূর্ব্বক তাঁহার ক্রোড়দেশে পতিত হইল। ঐ কপোতটী ক্লান্তি ও ভয় প্রযুক্ত ঘনশ্বাস ত্যাগ করিতেছিল, রাজা তাহাকে সযত্নে শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে একটী ক্রুদ্ধ শ্যেন সেই সভাগৃহে প্রবেশ করিল এবং রাজার সমক্ষে আসিয়া উপস্থিত হইল। কপোত শ্যেনকে দেখিয়া বলিল, "রাজন। আমি এই দেশে বাস করি, আপনি দেশের রাজা; আমি আপনার শরণাগত। আমার শত্রুহস্ত হইতে রক্ষা করুণ।" শ্যেন বলিল "আমিও আপনার রাজ্যে বাস করি, এই কপোত আমার বিধিদত্ত আহার, আমাকে

আমার অধিকার হইতে বঞ্চিত করিবেন না।” রাজা বলিলেন, তোমাদের উভয়েরই কথা যথার্থ। হে কপোত! তোমার আমার নিকট অভয় প্রার্থনা করিবার অধিকার। হে শ্যেন! তোমাকেও আহার্য্য হইতে বঞ্চিত করা আমার কর্ত্তব্য নহে। আমি এই উভয় ধর্ম্ম পালন করিতে বাধ্য; সুতরাং হে শ্যেন, তুমি অন্য আহার্য্য প্রার্থনা কর। আমি তোমাকে উদর পূর্ণ করিয়া আহার করাইব। শ্যেন বলিল, “আমার ঐ কপোত ব্যতীত অন্য কিছুতেই প্রয়োজন নাই। তবে একান্তই যদি অন্য আহার্য্য দেওয়াই আপনার অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে ঐ কপোতের দেহের পরিমাণে নিজদেহ হইতে মাংস দান করুন।” ক্রুদ্ধ মন্ত্রিগণ তদ্দণ্ডেই সেই ক্রূর হৃদয় শ্যেনকে বিনাশ করিতে উদ্যত হইলেন; কিন্তু মহারাজ শিবি বলিলেন, “আমি রাজারূপে সিংহাসনে উপবিষ্ট আছি, আমার নিকট ক্ষুদ্র ও বৃহৎ, এতদুভয়ের প্রভেদ থাকা উচিত নয়, কপোত বা শ্যেনের জন্য নয়, কেবল ধর্ম্মের জন্য আমাকে প্রজাদিগের নিকট আদর্শস্বরূপ হইতে হয়। যদি ক্ষুদ্র বিষয় আমার দ্বারা সুমীমাংসিত না হয়, বৃহৎ বিষয় সুমীমাংসিত হইবার সম্ভাবনা কি? আমি সুবিচার করিতে না পারিলে প্রজাগণের পতন আরম্ভ হইবেক, অতএব শীঘ্র তুলাদণ্ড আনয়ন কর। আজ্ঞা অমান্য করিতে অসমর্থ হইয়া অত্যন্ত দুঃখিতান্তকরণে মন্ত্রীগণ তুলাদণ্ড আনয়ন করিলেন। রাজা ধীরহস্তে তুলাদণ্ডের একদিকে কপোতটীকে রাখিলেন এবং অপর হস্তে দৃঢ়রূপে অস্ত্রধারণ পূর্ব্বক আপনার দেহ হইতে বৃহৎ একখণ্ড

মাংস কর্ত্তন করিয়া তুলাদণ্ডের অপর ধারে রক্ষা করিলেন, কিন্তু উহা কপোতের তুল্য হইল না। রাজা আর একখণ্ড মাংস কাটিয়া দিলেন, তথাপি কপোত গুরুভার; আর একখণ্ড, তথাপি তাই। তখন রাজা আত্মদেহ তুলাদণ্ডে স্থাপন করিলেন অমনি শ্যেন ও কপোত রূপান্তরিত হইয়া অগ্নি ও ইন্দ্র হইলেন। তাঁহারা বলিতে লাগিলেন তুমিই যথার্থ রাজা নামের যোগ্য। রাজার প্রধান ধর্ম্ম যে প্রজারক্ষণ, তাহা তুমি উত্তমরূপে শিক্ষা করিয়াছ। আমরা তোমার তৎসম্বন্ধে যাহা শ্রবণ করিতাম, অদ্য তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক দর্শন করিলাম। তোমার মত আর নাই; তুমি এক্ষণে প্রজাগণের অন্তরে চিরদিন অবস্থান কর।

রাজাগণ চিরদিন দুর্ব্বলের রক্ষায় জীবনপাত করিতেন। এইজন্য এই সকল উপাখ্যান আজিও প্রচলিত রহিয়াছে। বালকগণও নিজ নিজ সামর্থ্যানুসারে দুর্ব্বলের রক্ষণ কার্য্য করিতে পারে। এই সকল উপাখ্যান পাঠ করিয়া যদি আমরা নিজ জীবনে যথাশক্তি তাঁহাদের অনুকরণ না করি, তাহাহইলে পাঠ করিয়া কিছুই ফল হইল না।

রন্তিদেবের ন্যায় দয়ালু রাজা দুর্লভ। কোনও সময়ে তিনি ও তাঁহার অনুচরগণ ক্রমাগত ৪৮ দিন অনাহারে ছিলেন; ৪৯ দিনের প্রাতে কিঞ্চিৎ ঘৃত, দুগ্ধ, যব ও জল সংগৃহীত হইল। যখন তাঁহারা ঐ খাদ্যদ্রব্য ভক্ষণের আয়োজন করিতেছেন, এমন সময়ে একজন ব্রাহ্মণ আসিয়া অতিথি হইলেন। রাজা অগ্রে তাঁহাকে পরিতোষ পূর্ব্বক আহার করাইয়া বিদায় করিলেন। পরে অবশিষ্ট

খাদ্য সমান অংশে বিভাগ করিয়া অনুচরগণকে প্রদান পূর্ব্বক নিজে আহারে উপবেশন,—এমন সময়ে একজন ক্ষুধার্ত্ত শূদ্র উপনীত হইলেন। তিনি তাহাকেও আহার্য্যের কিয়দংশ দান করিলেন। শূদ্র সন্তুষ্ট চিত্তে প্রস্থান করিলে পর, রাজা আহারে উপবেশন করিয়াছেন, এমত সময়ে কতকগুলি ক্ষুধিত কুকুর সঙ্গে করিয়া আর একজন ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তি তথায় উপনীত হইল। তখন তিনি তাহাদিগকে নিজের সমুদায় অন্ন প্রদান করিলেন। তাহারাও তুষ্ট হইয়া প্রস্থান করিল। তখন রন্তিদেব দেখিলেন, অত্যল্প জল মাত্র অবশিষ্ট আছে, তিনি সেই টুকু পান করিয়া পিপাসা শান্তি করিবেন মনে করিতেছেন, এমন সময়ে তাঁহার কর্ণে গেল কে যেন কাতর স্বরে বলিতেছে জল দাও, একবিন্দু জল দাও। রন্তিদেব সেই দিকে নয়ন ফিরাইয়া দেখিলেন, একজন শ্বপচ পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠ হইয়া ভূমিতে পতিত রহিয়াছে। রাজা রন্তিদেব, কতরভাবে তাহার পার্শ্বে উপনীত হইয়া সযত্নে তাহার মস্তকোত্তোলন পূর্ব্বক আপনার পানীয় জলটুকু প্রদান করিলেন; বলিলেন "পান কর ভাই।" তাহার মধুর বাক্যেই তাহার অর্দ্ধেক পিপাসার শান্তি হইল। শ্বপচ জলপান করিয়া তৃপ্ত হইলে, রন্তিদেব করজোড়ে ভগবানের উদ্দেশে বলিলেন "দয়াময়, আমি অষ্টসিদ্ধি চাইনা, নির্ব্বাণপদও প্রার্থনা করি না। আমি যেন সকলজীবের দুঃখে কাতর হইয়া তাহাদের চক্ষের জল মুছাইতে পারি। তাহারা যেন সকলে স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারে। এই তৃষ্ণার্ত্তের তৃষ্ণা তৃপ্তি করিয়া আমার ক্ষুধা, তৃষ্ণা, দেহ জাত দুঃখ সমস্তই দূর হইয়াছে। তাঁহার এই প্রার্থনাটী দয়ার পরিচায়ক।

***

অহিংসয়ৈব ভূতানাং কার্য্যং শ্রেয়োঽনুশাসনম্।
বাক্‌চৈব মধুরা শ্লক্ষ্মা প্রযোজ্যা ধর্ম্মমিচ্ছতা॥

(মনু ২অ)

করিবে জীবের শুভ অহিংসা আচরি।
ধর্ম্মার্থে মধুর শ্লক্ষ্মা বচন উচ্চারি॥ ১৫৯

***

রক্ষণাদার্য্যবৃত্তানাং কণ্টকানাঞ্চ শোধনাৎ।
নরেন্দ্রাস্ত্রিদিবং যান্তি প্রজাপালনতৎপরাঃ॥

(মনু ৯ অঃ)

আর্য্যাচারে রক্ষা আর কণ্টক শোধন।
রাজা স্বর্গ লভে করি প্রজার পালন॥

***

স্বে স্বে ধর্ম্মে নিবিষ্টানাং সর্ব্বেষামনুপূর্ব্বশঃ।
বর্ণানামাশ্রমানাঞ্চ রাজাসৃষ্টোঽভিরক্ষিতা॥ ৩৫

(মনু ৭অঃ)

বর্ণ আর আশ্রমের রক্ষার কারণ।
স্বধর্ম্মে সবারে রাজা করেন স্থাপন॥

***

যথোদ্ধরতি নির্দাতা কক্ষং ধান্যং চ রক্ষতি।
তথারক্ষেৎ নৃপো রাষ্ট্রং হন্যাচ্চ পরিপন্থিনঃ॥ ১১০

(মনু ৭ অঃ)

ধান্যরক্ষা করে লোকে নিড়াইয়া ঘাস।
নৃপ রাজ্য রাখে করি শত্রুর বিনাশ॥ ১১৷

***

সুবাসিনীঃ কুমারীশ্চ রোগিণী গর্ভিণীস্তথা।
অতিথিভ্যোঽগ্র এবৈতান্ ভোজয়েদবিচারত॥ ১১৫

মনু ৩ অ

নববিবাহিতা বালা কিম্বা সে কুমারী।
রোগ হেতু শীর্ণ কিম্বা গর্ভবতী নারী॥
অতিথি ভোজন আগে করাবে ভোজন।
বিচারের তাহে কিছু নাহি প্রয়োজন॥

***

চক্রিণো দশমীস্থস্য রোগিণো ভারিণো স্ত্রিয়ঃ।
স্নাতকস্য রাজ্ঞশ্চ পন্থা দেয়া বরস্য চ॥

মনু

শকটস্থ কিম্বা বয়ঃ নবতি বৎসর।
রোগী ভারী নারী আর স্নাতক যে নর॥
কিম্বা রাজা পথে বাহিরিলে পরে।
দিবে পথ ছাড়ি, আর পথ দিবে বরে॥

***

ন কাময়েঽহং গতিমীশ্বরাৎ পরাং
অষ্টর্দ্ধিযুক্তামপুনর্ভবং বা।
আর্ত্তিং প্রপদ্যেঽখিলদেহভাজাং
অন্তঃস্থিতো যেন ভবন্ত্যদুঃখা।

ক্ষুত্তৃট্ শ্রমো গাত্রপরিশ্রমশ্চ।
দৈন্যং ক্লমঃ শোকবিষাদমোহাঃ।
সর্ব্বে নিবৃত্তা কৃপণস্য জন্তোঃ
জিজীবিষোর্জীবজলার্পণান্মে॥

(শ্রীমদ্ভাগবত ৯-২১)

নাহি চাই পরাগতি ঈশ্বরের পায়।
না চাই নির্ব্বাণ আর সিদ্ধি সমুদায়॥
যত জীব আছে যথা দুঃখহীন রয়।
এই শুধু তবপদে চাহি দয়াময়॥
ক্ষুধা তৃষ্ণা শ্রম আর শরীর যাতনা।
দৈন্য ক্লেশ শোক আর বিষাদ সে নানা॥
মোহ আদি সব মোর গিয়াছে চলিয়ে।
তোমার জীবের আজি তৃষ্ণা বিনাশিয়ে॥

***

অনুক্রোশো হি সাধূনামাপদ্ধর্ম্মস্থলক্ষণং।
অনুক্রোশশ্চ সাধূনাং সদা প্রীতিং প্রযচ্ছতি॥

(মহাভারত অনুশাসন পর্ব্ব)

কৃপাভাব সাধুদের দয়ার লক্ষণ।
কৃপাবশে মিলে বহু আশীষ বচন।



একাদশ অধ্যায়।



পরস্পরের প্রতি পাপ পুণ্যের শক্তি।

এতক্ষণ আমরা বহুবিধ পাপ ও পুণ্যের কথা স্বতন্ত্রভাবে বিচার করিলাম। এবং বহু উদাহরণ দ্বারা পুণ্যই সুখময় ও পাপ কষ্টের আকর তাহাও প্রমাণ করিলাম, এইবার এক পুণ্য কিরূপে পুণ্যান্তরের উৎপাদক হয় ও পাপ কিরূপে পাপান্তর উৎপন্ন করে তাহারই আলোচনা করিব। ইহা আলোচনা করিলে পুণ্যকার্য্য দ্বারা অপরের সুখোৎপাদনের শক্তি জন্মিবে। নিজে ভালবাসিয়া আমরা অপরের মনে ভালবাসা বৃদ্ধি করিতে পারি। ঘৃণার দ্বারা ঘৃণার উৎপত্তিও করিতে পারি। যে যাহাকে যে ভাবে ভাবে, তৎ পরিবর্ত্তে তাহার প্রতিও সেই ব্যক্তির সেই ভাব উৎপন্ন হয়। ক্রুদ্ধ ব্যক্তি নিকটস্থ ব্যক্তিগণের মনেও ক্রোধোৎপাদন করে। এই জন্য কলহ আরম্ভ হইলেই উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে থাকে ও ক্রমেই তাহার তীব্রতা বর্দ্ধিত হয়। ক্রোধ বাক্যের প্রত্যুত্তরে ক্রোধবাক্য উচ্চারিত হইতে হইতেই উত্তরোত্তর তাহার মাত্রা বর্দ্ধিত হয়। পক্ষান্তরে মধুর বাক্য হইতে মধুরতম বাক্য উৎপন্ন হইতে হইতে উত্তরোত্তর দয়া, সৎকার্য্যাদির সৃষ্টি হইয়া থাকে।

এই তত্ত্বটী ভাল করিয়া বুঝিতে পারিলে, আমরা উপযুক্ত সৎভাবের উৎপত্তি করিয়া অপরের অসদ্ভাবের নাশ করিতে সমর্থ হই।

যদি কেহ আমাদের প্রতি ক্রোধবাক্য প্রয়োগ করে তখনই ক্রোধ ব্যঞ্জক বাক্যে প্রত্যুত্তর দিতে বাসনা হইবেক, সন্দেহ নাই; কিন্তু সেই সময়ে সেই ভাব দমন করিয়া মৃদুভাবে কারণ জিজ্ঞাসু হইলে, অবশ্যই তাহার ক্রোধ শান্তি হইয়া যাইবে। ইহারই নাম মন্দের পরিবর্ত্তে ভাল ব্যবহার করা। এইরূপে কার্য্য করিলেই আমরা শান্তি স্থাপনে সমর্থ হইতে পারি; এবং তাহা হইতেই সকলে সুখী হইতে পারে।

যখন দ্রৌপদী বনগমন সময়ে যুধিষ্ঠিরকে কৌরবদিগের প্রতি উত্তেজিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, তখন রাজা তাঁহাকে ধীর-ভাবে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন যে, অসৎ ব্যবহারের পরিবর্ত্তে অসৎ ব্যবহার করিলে উত্তরোত্তর অমঙ্গলের বৃদ্ধি হয়। "জ্ঞানী ব্যক্তি অপরের দ্বারা উত্তেজিত হইয়াও সহ্য করিয়া থাকেন। কিছুতেই তাহার ক্রোধের উদ্রেক হয় না, সেই জন্য তাহার উৎপীড়ককে উপেক্ষা করিয়া পরলোকে তিনি সুখভোগ করিয়া থাকেন। সেই জন্যই ইহা কথিত আছে যে, জ্ঞানী ব্যক্তি দুর্ব্বলই হউক আর বলবানই হউক, চিরদিনই উৎপীড়ককে ক্ষমা করিয়া থাকেন। এমন কি উৎপীড়ক বিপন্ন হইলেও তাহার উপকারই অপকার করিতে প্রবৃত্ত হয় না। যদি মানবগণের মধ্যে কেহ কেহ ধরার ন্যায় ক্ষমাগুণশালী না হন, তবে মানবসমাজে শান্তি থাকিতে পারে না, অনবরত কেবল ক্রোধজনিত বিবাদ বিসম্বাদ ঘটিয়া থাকে। যদি কেহ অনিষ্ট করিলে তাহার প্রত্যুপকার করিতে হয়, যদি দণ্ডিত হইলেই তাহার দণ্ডবিধান করিতে যত্নবান্ হইতে হয়, তাহা

হইলে সর্ব্বজীবনের নাশ অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়ে, ধরাতে কেবল পাপেরই রাজত্ব বৃদ্ধি পায়। যদি কোনও ব্যক্তি অন্যের মুখে দুর্ব্বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক প্রত্যুত্তরে দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ করে, যদি অপকৃত ব্যক্তিমাত্রেই অপকার করে, যদি দণ্ডিত মাত্রেই দণ্ডদাতার দণ্ড-বিধান করে, তাহা হইলে পিতা পুত্রকে, পুত্র পিতাকে, স্বামী স্ত্রীকে, স্ত্রী স্বামীকে হত্যা করিবে। সুতরাং হে কৃষ্ণা! এরূপ ক্রোধপূর্ণ-পৃথিবীতে আর জীবোৎপত্তির সম্ভাবনা থাকিবে না। কারণ, শান্তি ব্যতীত জীবোৎপত্তি হয় না।

রাজা দশরথ কিরূপে নিজ শান্তভাব দ্বারা পত্নীর রোষ শান্ত করিয়াছিলেন শ্রবণ কর,—রামজননী কৌশল্যা অনন্যসাধারণ পুত্র রামচন্দ্রের বনবাসে ব্যথিত হইয়া ক্রোধব্যঞ্জক স্বরে স্বামীকে বলিয়াছিলেন "তুমি নিষ্পাপ পুত্রকে স্বহস্তে বধ করিয়াছ, তোমার পূর্ব্ব-পুরুষগণ অশেষ পরিশ্রমে যে পথ রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন, সেই পুরাতন নীতিপথে, তুমি বেশ চলিতে আরম্ভ করিয়াছ।" স্বামীই স্ত্রীজাতির প্রথম আশ্রয়; পুত্র দ্বিতীয়; আত্মীয় জন তৃতীয়, কিন্তু চতুর্থ আশ্রয় কেহ নাই। তুমি আমায় ত্যাগ করিয়াছ, রামও গিয়াছে, আমিও তোমায় ত্যাগ করিয়া রামের কাছে যাইতে পারি না। তুমি সর্ব্বপ্রকারেই আমার সর্ব্বনাশ করিলে এবং রাজ্য ও প্রজাগণকেও বিনষ্ট করিলে।

রাজা সেই তীব্র ভৎ্সনা শ্রবণ করিয়া দুঃখভারে অবনত হইয়া পড়িলেন, তাহার মন বিকল হইল, তিনি সংজ্ঞাহীন হইলেন। মূর্চ্ছাভঙ্গের পর তিনি কৌশল্যাকে নিকটে দেখিবামাত্র, তাঁহার

পূর্ব্বকৃত পাপ—যে পাপের ফলে এই কষ্ট—সেই কথা মনে পড়িল। সেই পূর্ব্বকৃত পাপ ও রামবিয়োগ সন্তাপ, উভয় কষ্টে মুহ্যমান হইয়া করজোড়ে তিনি ধীরে ধীরে কৌশল্যাকে বলিতে লাগিলেন, "কৌশল্যে ক্ষমা কর। আমি করজোড়ে ভিক্ষা করিতেছি; ক্ষমা কর; তুমি চিরদিন সকলের পক্ষেই কোমলহৃদয়া। স্বামী সৎ অসৎ যাহাই হউন, তাঁহার অপরাধ ক্ষমা কর। আমি দুঃখভারে নিতান্ত কাতর হইয়াছি, আর দুর্ব্বাক্যবাণে বিদ্ধ করিও না।" কৌশল্যা রাজার সেই করুণাপূর্ণ বাক্য শ্রবণে অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিলেন না, তাঁহার নয়ন হইতে নব বর্ষাধারার ন্যায় অশ্রুবারি বিগলিত হইতে লাগিল। তাঁহার ক্রোধ দূর হইল, এবং স্বামীর প্রতি কঠোর বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন বলিয়া মনে দারুণ যন্ত্রণার উদয় হইল। তিনি রাজার করদ্বয় ধারণ পূর্ব্বক নিজ মস্তকোপরি স্থাপন করিয়া বলিলেন "আমার অপরাধ ক্ষমা করুন্, আমি আপনার পদতলে লুণ্ঠিত হইয়া কাতরভাবে প্রার্থনা করিতেছি আমায় ক্ষমা করুন্, আমিই ক্ষমার পাত্রী, কারণ আমি যে গুরুতর পাপ করিলাম, তাহাতে আপনি ক্ষমা না করিলে আমার নিষ্কৃতি নাই। যে পামরী স্বামীকে বাধ্য করিয়া তাহার প্রিয়পাত্রী হইতে চেষ্টা করে, সে ইহ পরলোকে কুত্রাপি বিজ্ঞজনের অনুমতা নহে। নাথ, আমি ধর্ম্ম জানি, এবং ইহাও বিশেষরূপে অবগত আছি যে, আপনি ধর্ম্মজ্ঞ। সেই জন্য আপনার প্রতিশ্রুতি পালন ও সত্য রক্ষা করিব। পুত্রশোকে হতজ্ঞান হইয়াই আমি সেই দুর্ব্বাক্য-গুলি উচ্চারণ করিয়াছিলাম। শোক ধৈর্য্য নাশক, শোক জ্ঞান

নাশক, শোকের ন্যায় দ্বিতীয় শত্রু নাই। আমি যখন প্রিয়পুত্রের কথা মনে করি শোকে আমার হৃদয় বর্ষার নদীর মত উদ্বেলিত হইয়া উঠে।” এইরূপে দশরথের ধীরতা দ্বারা কৌশল্যার উগ্রতা নষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু যদি তিনিও দুর্ব্বাক্য দ্বারা প্রত্যুত্তর দান করিতেন, তাহা হইলে বিরোধ উপস্থিত হইয়া ঘোরতর অশান্তি উৎপন্ন করিত সন্দেহ নাই। হয়ত এই সাধারণ দুঃখের সময়ে উভয়ে বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকিতেন। কিন্তু তিনি নম্রভাবে তাঁহার দুর্ব্বাক্য সহ্য করিয়া তাঁহার ক্রোধ প্রশমিত করিয়াছিলেন; ক্রোধের পরিবর্ত্তে কৌশল্যার হৃদয়ও নম্রতা ও করুণায় আর্দ্র হইয়াছিল।

সেইরূপ রামচন্দ্র লক্ষ্মণের ক্রুদ্ধান্তঃকরণ হইতে ভরতের প্রতি বিদ্বেষভাব দূর করিয়াছিলেন। যখন রামচন্দ্র অযোধ্যা ত্যাগ করিয়া ভ্রাতা ও পত্নীর সহিত অরণ্য আশ্রয় করিয়াছিলেন; সেই সময় এক দিন দূরে অস্ফুট সৈন্যকোলাহল শুনিয়া, লক্ষ্মণকে বৃক্ষারোহণ পূর্ব্বক কোলাহলের কারণ নিরূপণ করিতে বলিলেন। লক্ষ্মণ দেখিলেন, সসৈন্যে ভরত আগমন করিতেছেন, বনবাস কষ্টে তাঁহার মন উদ্বেলিত ছিল। তিনি ভরতের প্রতি সন্দিগ্ধ হইয়া রামচন্দ্র সমীপে আগমন পূর্ব্বক ভরতের বিরুদ্ধে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইবার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। তাঁহার বিশ্বাস, ভরত তাঁহাদিগকে বিনাশ করিয়া রাজ্য নিষ্কণ্টক করিবার জন্যই আগমন করিয়াছেন। শ্রীরামচন্দ্রের হৃদয়ে কিন্তু ভরতের প্রতি সে ভাব ছিল না, তিনি ভরতকে বড়ই ভালবাসিতেন। তিনি বলিলেন “ভাই, ভরতকে

অবিশ্বাস করিও না, আমি এখনি ভরতকে বলিব "লক্ষ্মণকে সমস্ত রাজ্য প্রদান কর" ভরত অম্লান বদনে "হাঁ দিলাম" বলিয়া তোমায় সর্ব্বস্ব দান করিবে।" তখন লক্ষ্মণের ক্রোধের পরিবর্ত্তে লজ্জার উদয় হইল। ভরত আসিয়া রামচন্দ্রকে অযোধ্যায় ফিরাইয়া লইয়া যাইবার জন্য ব্যগ্রতা প্রকাশ করিলেন। কিন্তু রামচন্দ্র পিতৃসত্য পালন ব্রতভঙ্গ করিলেন না। সুতরাং ভরত তাঁহার পাদুকাদ্বয় গ্রহণ পূর্ব্বক অযোধ্যার সিংহাসনে স্থাপন করিয়া রামচন্দ্রের প্রতিনিধি স্বরূপ চতুর্দ্দশবর্ষ রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন।

কাননবাস সময়ে দ্রৌপদী ও পাণ্ডবগণ যুধিষ্ঠিরকে প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করিয়া যুদ্ধ করিতে পুনঃ পুনঃ উত্তেজিত করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রশান্তাত্মা যুধিষ্ঠির, তাঁহার পত্নী ও ভ্রাতৃগণের শ্লেষসহ বাক্য সমূলে উপেক্ষা করিয়া, শান্তবাক্যে তাঁহাদিগকে সত্য ও ন্যায়ের পথ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। একবার ভীম নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া দ্যূতক্রীড়ায় মিথ্যা প্রতিজ্ঞা রক্ষা করা নিষ্প্রয়োজন বলিয়া ভ্রাতাকে বহু ভর্ৎসনা করিয়াছিলেন, এবং তিনি ইচ্ছা পূর্ব্বক রাজ্য ধন ত্যাগ করিয়া হৃদয়ের দুর্ব্বলতা জন্য প্রিয়তমা পত্নী ও অনুগত ভ্রাতৃগণকে কষ্ট দিতেছেন; এবং ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক লোকসমাজে হাস্যাস্পদ হইয়াছেন, কিন্তু যুধিষ্ঠির সেই সকল বাক্যে বিচলিত না হইয়া কিছুক্ষণ স্থিরভাবে অবস্থান পূর্ব্বক বলিয়াছিলেন, "ভীম তুমি যাহা বলিলে অযথার্থ নহে। তোমার কথায় আমার মনে কষ্ট হইলেও আমি অনুযোগ করিব না। কারণ আমার নির্বুদ্ধিতার জন্যই তোমাদের কষ্ট ঘটিয়াছে, আমার মনকে সংযত করা উচিত ছিল,

আমার আত্মন্তরিতা, দর্প ও অহঙ্কারের বশীভূত হওয়া উচিত হয় নাই। আমি তোমার তীব্র বাক্যের জন্য অনুযোগ করিব না। কিন্তু ভাই, আমি যাহা প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, তাহা কিরূপে ভঙ্গ করিয়া মিথ্যাবাদী হইয়া রাজ্যলাভ করা অপেক্ষা আমার বিবেচনায় মৃত্যুই শ্রেয়স্কর। তোমাদের কষ্ট দেখিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। কিন্তু তাহা বলিয়া আমি আমার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিতে পারিব না। সুতরাং আমায় দুর্ব্বাক্য বলা নিষ্ফল। তাই সুদিনের প্রতীক্ষা কর। কৃষক কখন শস্য লাভের জন্য ব্যস্ত হয় না। ভীম আমার প্রতিজ্ঞা নষ্ট হওয়া উচিত নয়; কারণ ধর্ম্মরক্ষা, জীবন রক্ষা, এমন কি স্বর্গসুখ অপেক্ষাও প্রয়োজনীয়। রাজ্য, পুত্র, যশ, ধন, সম্পদ এই সমস্ত একত্র করিলেও সত্যের ষোড়শাংশের একাংশের তুল্যও হইবে না।" এইরূপে ধীরভাবে তিনি ভ্রাতৃগণের বাক্য, উত্তেজনাদি সহ্য করিতেন, সকল দোষ নিজের বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতেন, কাজেই তাঁহার ভ্রাতৃগণের ক্রোধ বৃদ্ধি হইতে পারিত না।

যেমন ধীর সহানুভূতি হইতে ভালবাসার উৎপত্তি, উৎপাদক সেইরূপ উপহাস হইতে ঘৃণার উৎপত্তি হইবে সন্দেহ নাই। ঘৃণা হইতেই আবার সর্ব্বপ্রকার অনিষ্ট উৎপন্ন হইয়া থাকে। রাজা যুধিষ্ঠিরের যশ দিগ্‌দিগন্তে ব্যাপৃত হইয়াছিল। তাঁহার রাজসূয় যজ্ঞের কথা লোকে উদ্‌ঘোষণ করিত। সেই যশ ও লোকের প্রশংসা হইতেই কিন্তু তাহার প্রতিদ্বন্দী দুর্য্যোধনের হৃদয়ে ঈর্ষার উদয় হয়, সেই ঈর্ষা আবার ভীম প্রভৃতির অসাবধান ব্যবহারেই

বর্দ্ধিত হইয়াছিল। কারণ, একদা রাজা যুধিষ্ঠির স্বর্ণ সিংহাসনে পাত্র মিত্র ও ভ্রাতৃগণে পরিবৃষ্ট হইয়া বসিয়া আছেন, এমন সময়ে দুর্য্যোধন ভ্রাতৃগণের সহিত তথায় প্রবেশ করিলেন। ঐ সভা ময়দানবের শিল্প চাতুর্য্যে প্রস্তুত। রাজা স্ফাটিক প্রাঙ্গণকে জলপূর্ণ জ্ঞানে সাবধানে বস্ত্র উত্থোলন করিয়াছিলেন, আবার জলকে স্থল ভ্রমে তাহাতে পতিত হইয়া সিক্ত বস্ত্র হইয়াছিলেন। ভীম তাঁহার দুর্দ্দশায় উচ্চরবে হাস্য করিয়া উপহাস করিয়াছিলেন, অপর অনেকেও তাঁহার অনুবর্ত্তী হইয়াছিলেন। যদিও যুধিষ্ঠির তাঁহাদের এইরূপ অন্যায় ব্যবহারের জন্য ভর্ৎসনা করিয়াছিলেন, কিন্তু দুর্য্যোধনের অন্তঃকরণে যুগপৎ লজ্জা ও ক্রোধের উদয় হওয়াতে, তিনি তদ্দণ্ডেই হস্তিনায় প্রত্যাবৃত্ত হইয়া প্রতিশোধ গ্রহণে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন। ইহাই দ্যূতক্রীড়া ও পাণ্ডবনির্ব্বাসনের মূল জানিও। ইহারই ফল কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ, উভয় পক্ষের অসংখ্য আত্মীয় স্বজনের ও দুর্য্যোধনের প্রাণনাশ।

অহিতের পরিবর্ত্তে অহিত করিতে গেলেই উত্তরোত্তর অমঙ্গলের বৃদ্ধি হয়। ভৃগুর পুত্র জমদগ্নি তপস্যা ও কঠোরতার জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন। পরশুরাম তাঁহারই বংশধর। পরশুরাম যদিও জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন, কিন্তু তাঁহার ক্ষত্রিয় স্বভাব ছিল। তাঁহার পিতামহের বাক্যানুসারে তিনি ক্ষত্রিয়োচিত সমুদায় গুণে বিভূষিত হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। জমদগ্নিতেও একটু উগ্রতা প্রচ্ছন্নভাবে বর্ত্তমান ছিল। কঠোর তপস্যাতেও তাহা নাশ হয় নাই। তাহা হইতেই এই বংশে মহান্ দুর্দ্দৈব ঘটিয়াছিল। জমদগ্নি স্বীয় উগ্র

স্বভাব হেতু পত্নীর সতীত্বে সন্দিহান হইয়া আপনার পুত্রদিগকে তাহাকে বধ করিতে আদেশ দেন, কিন্তু পরশুরাম ব্যতীত অন্য কেহই মাতার পবিত্র দেহে হস্তক্ষেপ করিতে সম্মত হইলেন না। রাম পরশুর আঘাতে মাতার মস্তক ছিন্ন করিলেন। তাঁহার পিতা তাহাকে বর দানে ইচ্ছা করিলেন, তিনি তাঁহার মাতার পুনর্জীবন বর লইয়া মাতৃহত্যা পাপ হইতে মুক্তিলাভ করিবার জন্য তীর্থযাত্রায় প্রস্থান করিলেন; কিন্তু ইহাতেই জমদগ্নির ক্রোধজনিত পাপের শান্তি হয় নাই। একদা যখন জমদগ্নির পুত্রগণ আশ্রমের বাহিরে গমন করিয়াছিলেন এবং জমদগ্নির পত্নী রেণুকা একাকিনী আশ্রমে ছিলেন, সেই সময় কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন অতিথি হইলেন এবং ক্ষত্রিয় দর্পে অন্ধ হইয়া মহর্ষির হোমধেনুবৎস বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া প্রস্থান করিলেন। রাম প্রত্যাগত হইলে জমদগ্নি সেই অপমান কাহিনী তাহাকে শ্রবণ করাইলেন। বৎসহারা ধেনুর কাতর ধ্বনিতে রামের ক্রোধ দ্বিগুণিত হইল, তিনি তদ্দণ্ডে পরশুহস্তে গমন পূর্ব্বক অর্জ্জুনের সহস্রবাহু ছিন্ন করিয়া তাঁহাকে নিহত করিয়াছিলেন। তাহাতে কীর্ত্তবীর্য্যের আত্মীয়গণ ক্রুদ্ধ হইয়া জমদগ্নির আশ্রমে প্রবেশ পূর্ব্বক ধ্যানমগ্ন জমদগ্নিকে বিনাশ করেন। ক্ষমা ব্যতীত এরূপ দুর্দ্দৈবের নিবৃত্তি সম্ভবপর নহে। সুতরাং হত্যাকাণ্ড এইখানেই শেষ হইল না, পরশুরাম আশ্রমে আসিয়া পিতার নিধন বার্ত্তা শ্রবণ পূর্ব্বক তাঁহার সৎকার সম্পাদন করিলেন, সেই পিতার সমক্ষে পৃথিবী নিক্ষত্রিয়া করিয়াছিলেন। সেই প্রতিজ্ঞা রক্ষার জন্য তিনি কার্ত্তবীর্য্যের আত্মীয় স্বজন ও

অন্যান্য ক্ষত্রিয়গণকে চিরজীবন বধ করিতে ব্যাপৃত ছিলেন।” যদি কেহ আমাদের প্রতি অন্যায় ও নির্দ্দয় ব্যবহার করে, তৎ-পরিবর্ত্তে আমাদের মধুর সদ্ব্যবহার দ্বারা তাহাকে পরাস্ত করিতে যত্ন করাই কর্ত্তব্য। একবার মহর্ষি দুর্ব্বাসা দুর্য্যোধনের প্রাসাদে অতিথি হইয়াছিলেন, তাঁহাকে তুষ্ট রাখা বড়ই দুর্ঘট, দুর্য্যোধন ভ্রাতৃগণের সহিত সর্ব্বদাই সন্ত্রস্তভাবে তাঁহার পরিচর্য্যার জন্য উপস্থিত থাকিতেন। কখনও দুর্ব্বাসা বলিতেন “বড় ক্ষুধা, শীঘ্র খাদ্য দাও।” আবার কখনও বা স্নানার্থ গমন করিয়াছেন, দুর্য্যোধন আহার প্রস্তুত করিয়া প্রতীক্ষা করিতেছেন। বহুবিলম্বে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া বলিলেন, আমার ক্ষুধা নাই আহার করিব না। আবার কিয়ংক্ষণ পরেই হঠাৎ আগমন করিয়া বলিলেন, শীঘ্র খাদ্য দাও।” কোনও দিন বা মধ্যরাত্রে আহার করিতে চাহিলেন, কিন্তু খাদ্যদ্রব্য আনা হইলে তাহার এক কণাও স্পর্শ করিলেন না। এইরূপে কিছুদিন ব্যতিব্যস্ত করিয়া দুর্য্যোধনের ধৈর্য্য দর্শনে প্রীত হইলেন এবং বলিলেন আমি তোমাকে বর দিব; কি তোমার অভিলাষ ব্যক্ত কর। ধর্ম্ম ও নীতি বিগর্হিত না হয় এমন যাহা প্রার্থনা করিবে আমি, তাহাই তোমাকে দিব।”

কখনও কখনও মানব এত কঠোর হৃদয় হইয়া পড়ে যে কিছু-তেই তাহার হৃদয়ে বিন্দুমাত্রও দয়ার উদয় হয় না। সেরূপ অবস্থা ঘটিলে তাহার পতন অনিবার্য্য। দুর্য্যোধনই ইহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। পাণ্ডবগণের যথাসর্ব্বস্বগ্রহণ করিয়াও তাহার তৃপ্তি হয় নাই। তাহা-দের কষ্ট স্বচক্ষে দেখিয়া তৃপ্ত হইবার জন্য ও নিজ সম্পদ দেখাইয়া

পাণ্ডবগণের মনে কষ্ট দিবার জন্য শকুনির মন্ত্রণায়, আত্মীয় ভ্রাতাও পুরনারীগণকে সঙ্গে লইয়া দ্বৈতবনে গিয়াছিলেন ; কিন্তু তাঁহার সে চেষ্টা সফল হয় নাই। গন্ধর্ব্বরাজ তাঁহাকে সবলে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। দুর্য্যোধনের অনুচর গণের মধ্যে দুই একজন পলাইয়া যুধিষ্ঠিরকে দুর্য্যোধনের বিপদ বার্ত্তা জ্ঞাপন করিলেন। যুধিষ্ঠির তৎশ্রবণে, ভ্রাতৃগণকে সবান্ধবে দুর্য্যোধন ও পুরনারীগণকে উদ্ধার করিয়া বংশের মানরক্ষার জন্য আদেশ করিলেন। ভীম প্রথমে অস্বীকৃত হইয়াছিলেন কিন্তু যখন যুধিষ্ঠির বলিলেন ভাই অন্যায় আপত্তি করিতেছ কেন ? কেহ শরণার্থী হইলে সর্ব্বপ্রকারে তাহাকে রক্ষা করা কর্ত্তব্য। কিন্তু একজন শত্রুকে বিপদ হইতে রক্ষা করায় যে আনন্দ হয়, পুত্রজন্ম রাজ্যলাভ ও বরদানের আনন্দ-সমষ্টি তাহার তুল্য কি না সন্দেহ।" ভীম তখন আর তাঁহার বাক্য লঙ্ঘন করিলেন না। উভয় দলে কিয়ৎক্ষণ যুদ্ধ হইল গন্ধর্ব্বরাজ অর্জ্জুনের সখা ছিলেন। সেইজন্য তাঁহারা শীঘ্রই যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইলেন। অর্জ্জুন গন্ধর্ব্বরাজকে দুর্য্যোধনের প্রতি আক্রমণের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলিলেন পাণ্ডবগণের অরণ্যবাস জনিত কষ্টে দর্শনে ও আপনাদের সম্পদ প্রদর্শন পূর্ব্বক তাঁহাদের মনে কষ্টদান জন্যই দুর্য্যোধন সদলে অরণ্যে আগমণ করিয়া ছিলেন। আমি তাহার মনোভাব জানিতে পারিয়াছিলাম, সেই জন্য ইন্দ্রের নিকট লইয়া গিয়া তাহাকে যথোচিত শাস্তি দিব বলিয়াই বন্দী করিয়াছি। পাণ্ডব, গন্ধর্ব্বরাজের প্রশংসা করিয়া, দুর্য্যোধন ও তাহার সঙ্গীগণকে মুক্ত করিয়া দিতে বলি

লেন।” দুর্য্যোধনাদির মুক্তিলাভ করিলে যুধিষ্ঠির তাহাকে বলিয়াছিলেন “ভাই অবিমৃষ্যকারিতা ত্যাগ করিও তাহাতে কখনও শান্তি পাইবে না। তোমাদের মঙ্গল হউক, বিষাদ ত্যাগ করিয়া হস্তিনায় গমন পূর্ব্বক সুখে প্রজাপালন করিতে থাক।” যুধিষ্ঠির শত্রুর প্রতি ঐরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন কিন্তু দুর্য্যোধন ক্রোধে ও দুঃখে পূর্ণহৃদয় হইয়াছিলেন। তাঁহার কাছে যুধিষ্ঠিরের এই সদয় ভাবও অপরাধ বলিয়া বোধ হইয়াছিল, তিনি হস্তিনায় গমন করিয়া কিসে পাণ্ডবগণের অনিষ্ট হইবেক সেই চিন্তাতেই ব্যাপৃত থাকিলেন॥”

সৌভাগ্যক্রমে এরূপ ব্যক্তি জগতে বড় সুলভ নহে। সূর্য্য যেমন নবনীতকে তরল করেন, তেমনি সদয় ব্যবহার প্রায়শঃ ক্রোধকে দ্রবীভূত করিতে সমর্থ।

***

ক্রুদ্ধন্তং ন প্রতিক্রুদ্ধেৎ আক্রুষ্টঃ কুশলং বদেৎ
ক্রুদ্ধজনে নাহি কর ক্রোধ সম্ভাষণ।
বরঞ্চ মধুর ভাবে কর আলাপন॥

***

সেতুংস্তর দুস্তরান্ অক্রোধেন ক্রোধং সত্যেনানৃতং
পার হও সেতু সে দুস্তর।
অক্রোধে ক্রুদ্ধেরে জয় কর॥
সত্যবলে মিথ্যা জয় কর॥

***

আত্মানঞ্চ পরাংশ্চৈব ত্রায়তে মহতোভয়াৎ
ক্রুদ্ধন্তমপ্রতিক্রুধ্যন্ দ্বয়োরেষ চিকিৎসকঃ ॥
ক্রুদ্ধের উপরে যেই ক্রোধ নাই করে।
উভয়ের চিকিৎসক দুয়ে রক্ষা করে ॥

* * *

ক্ষমা ব্রহ্ম ক্ষমা সত্যং ক্ষমা ভূতং চ ভাবি চ।
ক্ষমা তপঃ ক্ষমা শৌচং ক্ষময়েদং ধৃতং জগৎ ॥
ক্ষমা ব্রহ্ম ক্ষমা সত্য ভূত ভাবী আর।
ক্ষমা তপ শৌচ ক্ষমা রক্ষিছে সংসার ॥

* * *

পরশ্চেদেনমিতি বাণৈ ভৃশং
বিধ্যেবস্থম এবেহ কার্য্যং।
স বোধ্যমাণঃ প্রতি হৃষ্যতে যঃ
স আদত্তে সংকৃতং বৈ পতন্ত ॥
আক্রুশ্যমানো ন বদামি কিঞ্চিৎ
ক্ষমাম্যহং তাড্যমানশ্চ নিত্যং।
শ্রেষ্ঠং হ্যেতদয়ং ক্ষমামাহুরার্য্যাঃ
সত্যং তথৈবার্জ্জবমানৃশংস্যম্ ॥
আক্রুশ্যমানো না ক্রুশ্যেৎ মন্যুরেণং তিতিক্ষতঃ
আক্রোষ্টারং নির্দহতি সুকৃতং চাস্যবিন্দতি ॥
যো নাত্যুক্তঃ প্রাহ রূক্ষং প্রিয়ং বা
যো বাহতো ন প্রতিহন্তি ধৈর্য্যাৎ।

পাপঞ্চ যো নেচ্ছতি তস্য হন্তুঃ
তস্যেহ দেবাঃ স্পৃহয়ন্তি নিত্যং ॥
পাপীয়সঃ ক্ষমেতৈব শ্রেয়সঃ সদৃশস্য চ।
বিমানিতো হতোৎক্রুষ্ট এবং সিদ্ধিং গমিষ্যতি ॥
(মহাভারত শান্তিপর্ব্ব ৩০০ অঃ)

যদি কেহ বিজ্ঞজনে কটু বাক্য কয়।
বিজ্ঞজন তাহে কভু রুষ্ট নাহি হয় ॥
যাহাতে রাগাতে গেলে রাগের বদলে।
হাসিতে হাসিতে শুধু মিষ্ট কথা বলে ॥
সেই জন সুনিশ্চয় কহিনু তোমায়।
ক্রোধী সেই শত্রুর সুকৃতচয় পায় ॥
কেহ রূঢ়ভাষে যদি বলে কিছু মোরে।
আমি কেন তার প্রতি কথা কব জোরে ॥
কেহ যদি আসি মোরে করয়ে তাড়না।
হাসিতে হাসিতে শুধু করিব ত মানা ॥
তাই ভাল আর্য্যগণ যারে ক্ষমা কয়।
সত্য শান্তভাব ভাল কহিনু নিশ্চয় ॥
মন্দ রূঢ় বাক্য যদি বলে কোন জন।
তার প্রতি রূঢ় বাক্য বলনা কখন ॥
ক্রোধীর যে ক্রোধ সদা দগ্ধ করে তারে।
ক্রোধে তার সকল সুকৃতি নাশ করে ॥

যেই জন রূঢ়বাক্যে রূক্ষ নাহি কয়।
কিন্তু শান্ত করে হইয়া সদয়॥
আঘাত পাইয়া যে আঘাত নাহি করে।
দেবগণ তাহার স্বভাব স্পৃহা করে॥
মন্দ বাক্য ব্যবহার অথবা প্রহার।
সহ্য করি সেই করে সাধু ব্যবহার॥
তার পক্ষে সিদ্ধি লাভ সুদূরস্থ নয়।
শাস্ত্র বাক্য ইথে কিছু নাহিক সংশয়॥

***

অক্রুষ্টস্তাড়িতঃ ক্রুদ্ধঃ ক্ষমতে যো বলীয়সঃ।
যশ্চ নিত্যং জিতক্রোধো বিদ্বানুত্তমপুরুষঃ
(মহাভারত বনপর্ব্ব)

উত্তেজিত বিতাড়িত আর ক্রুদ্ধ হয়ে।
পারে যদি কেহ ক্ষমা করিতে আশ্রয়॥
জিতে ক্রোধ সেই ব্যক্তি জানিও তাহলে
উত্তম পুরুষ সেই নাহিক সংশয়॥

***

যদি ন স্যুর্মানুষেষু ক্ষমিণঃ পৃথিবীসমাঃ।
ন স্যাৎ সন্ধি মনুষ্যানাং ক্রোধমূলো হি বিগ্রহঃ
অভিষক্তো হ্যভিষজেদাহন্যাৎ গুরুণা হতঃ।
এবং বিনাশো ভূতানাং অধর্ম্মঃ প্রথিতো ভবেৎ॥ ২৬
আক্রুষ্টঃ পুরুষ সর্ব্বং প্রত্যাক্রোশেদনন্তরং।
প্রতিহন্যাদ্ধতশ্চৈব তথা হিংস্যাচ্চ হিংসিতঃ॥ ২৭

হন্যুর্হিপতরঃ পুত্রান্ পুত্রাশ্চাপি তথাপিতন্ ।
হন্যুশ্চ পতয়ো ভার্য্যাঃ পতীন্ ভার্য্যাস্তথৈবচ ॥ ২৮
এবং সংকুপিতে লোকে জন্ম কৃষ্ণে ন বিদ্যতে ॥ ২৯
(মহাভারত বনপর্ব্ব ২৯অঃ)

যদি নাহি থাকে ক্ষমী পৃথিবী সমান ।
তবে কি থাকিতে পারে সন্ধির সম্মান ॥
ক্রোধ মূল যুদ্ধ যত জানিহ নিশ্চয় ।
ক্ষমা বিনা শান্তি লাভ কভু নাহি হয় ॥
অনিষ্ট করিলে পরে অনিষ্ট ফিরায় ।
গুরু প্রহারিলে তারে প্রহারিতে ধায় ॥
এরূপ হইলে পরে এইত সংসারে ।
অধর্ম্মের বৃদ্ধি হয় কহিনু তোমারে ॥
তাড়িত হইয়া যদি করয়ে তাড়ন ।
আঘাতে আঘাতে করে হিংসায় হিংসন ॥
পিতা তবে পুত্র নাশ করিবে নিশ্চয় ।
পিতারও পুত্রের হাতে হবে আয়ু ক্ষয় ॥
পতি করিবেক তবে ভার্য্যার হিংসন ।
ভার্য্যা করে পতি দেখ ত্যজিবে জীবন ॥
এইরূপ অহরহ ঘটিলে সংসারে ।
বল কৃষ্ণে নরগণ রবে কি প্রকারে ॥

* * *

সর্ব্বস্তরতু দুর্গাণি
সর্ব্বো ভদ্রাণি পশ্যতু।
সর্ব্বঃ সুখমবাপ্নোতু
সর্ব্বঃ সর্ব্বত্র নন্দতু॥
সকলেই হউক দুর্গমেতে পার।
সুমঙ্গল লাভ হউক সবার॥
সকলের সুখে কাটুক জীবন।
সকলেই হউক আনন্দে মগন॥

ওঁ সত্যং বদ ধর্ম্মং চর
সত্যমেব জয়তে নানৃতং ওঁ॥
ওঁ বল সত্য কথা কর ধর্ম্ম আচরণ।
সত্যে জয় মিথ্যার না হয় কদাচন॥ ওঁ

সম্পূর্ণ।

